ফাঁসীর মঞ্চে ক্ষুদিরাম

[দেশাত্মবোধক নাটক]

শ্রীপ্রসাদ কৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রণীত

সুপ্রসিদ্ধ ঘোষ কোম্পানী যাত্রা পার্টিতে অভিনীত

[মূল্য ৩·৫০ পয়সা

প্রকাশক :

শ্রীসুধীর কুমার মণ্ডল

মণ্ডল এণ্ড সন্স

১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট্

কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ :

শ্রাবণ—১৩৬৭ সাল

মুদ্রক :

শ্রীমদনমোহন চৌধুরী

শ্রীদামোদর প্রেস

৫২এ, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৭

ভূমিকা

ক্ষুদিরাম এমনি একজন তরুণ শহীদ যাঁর জীবনী নিয়ে নাটক লেখা আমার পক্ষে দুঃসাহসিক অভিযানের মতই শক্ত। তবু চেষ্টা করেছি, নাটকও লিখেছি একমাত্র আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু সুঅভিনেতা শ্রীযুক্ত সুখরঞ্জন সরকার মহাশয়ের তাগিদেই। পরে নাটকখানি অজস্র অর্থব্যয়ে জনসাধারণের সামানে পরিবেশন করলেন কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ মণ্ডল এণ্ড সন্সের সুযোগ্য লব্ধ প্রতিষ্ঠ প্রকাশক মাননীয় শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার মণ্ডল মহাশয়। আমার পরিশ্রম কতদূর সার্থক হয়েছে সে ভার পাঠকদের হাতে দিয়ে, উপরোক্ত দু'জনের কাছে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

ইতি—

নাট্যকার

যাদের নিয়ে নাটক

পুরুষ

ক্ষুদিরাম	...	...	তরুন বিপ্লবী
অমৃত রায়	...	...	ঐ ভগ্নীপতি
ললিত	...	...	ঐ পুত্র
শশীভূষণ	...	...	শিক্ষক
রামচন্দ্র	...	...	ঐ
জ্ঞানেন্দ্র	...	...	ঐ
সত্যেন	...	...	ঐ ভ্রাতা
প্রফুল্লচাকী	...	...	জনৈক বিপ্লবী
যোগেশ মুখার্জী	...	...	দারোগা
হনুমন্ত সিং	...	...	কনেষ্টবল
শিউ প্রসাদ			ঐ
ফতে সিং			ঐ
যোগানন্দ	...	...	বিপ্লবী

কনেষ্টবল, ভিখারী, নাট্যকার, ক্ষেপা বাউল, কারাধ্যক্ষ, কালিদাস, বিনোদ, মিঃ করণ, মিঃ মানুক।

স্ত্রী

অপরূপা	...	অমৃতবাবুর স্ত্রী, ক্ষুদিরামের দিদি
হরিমতী	...	প্রতিবেশীনী
রাগিনী	...	মর্ম্মবাণী

ফাঁসির মঞ্চে ক্ষুদিরাম

—ঃ (*) ঃ—

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নাট্যকারের গৃহ

একতারা বাজাইয়া ক্ষ্যাপা বাউল গাহিতেছিল।

ক্ষেপা ঃ

গীত।

একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।
আমি হাসি হাসি পরব ফাঁসি,
দেখবে ভারতবাসী ॥
শনিবার দিন দশটার পরে,
হাইকোর্টেতে লোক না ধরে, (মা গো)
(ও মা) অভিরামের দ্বীপ চালান আর
ক্ষুদিরামের ফাঁসী ॥
ও মা কলের বোমা তৈরী করে,
দাঁড়িয়েছিলাম পথের ধারে, (মা গো)
ও মা, বড়লাটকে মারতে গিয়ে
মারলাম ভারতবাসী ॥

হাতে যদি থাকতো ছোরা,
তোর ক্ষুদি কি পড়তো ধরা, (মা গো)
ও মা, রক্ত মাংস এক করিতাম
দেখতো ইংলণ্ডবাসী ॥

নাট্যকারের প্রবেশ।

নাট্যকার : কি ক্ষ্যাপা বাউল ? তোমার মুখে যে আজ পুরানো গান শুনছি ?

ক্ষেপা : আজ যে ক্ষুদিরামের জন্মদিন বাবু, তাইতো গাইছি।

নাট্যকার : ও হ্যাঁ হ্যাঁ, এমনি ১৯শে অঘ্রান বাংলা ১২৯৬ সালেই বিপ্লবী বীর ক্ষুদিরামের জন্ম হয়।

ক্ষেপা : বাবু, একটা কথা বলবো ?

নাট্যকার : নিশ্চয় বলবে। বল কি তোমার বক্তব্য ?

ক্ষেপা : আপনি তো অনেক নাটক লিখেছেন ?

নাট্যকার : তা লিখেছি।

ক্ষেপা : অগ্নিযুগের বীর শিশু ক্ষুদিরামকে নিয়ে একটা নাটক লিখুন না।

নাট্যকার : ক্ষুদিরাম—

ক্ষ্যাপা : লিখুন বাবু লিখুন ! দেশের ছেলেরা ক্ষুদিরামের গল্প শুনে, এক একটা ক্ষুদিরাম তৈরী হোক, তবেই তো আমাদের মত গরীব দুঃখীর দুঃখ ঘুচবে।

[প্রস্থান।

নাট্যকার : ক্ষুদিরামের জীবনী নিয়ে—

রাগিনীর প্রবেশ।

রাগিনী : তোমাকেই নাটক লিখতে হবে নাট্যকার।

নাট্যকার : আমি ?

রাগিনী : হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ-শক্তির শাসন মুক্ত করে দেশকে

স্বাধীনতার আলোয় ভরাতে, সেদিন যেমন ক্ষুদিরামের মত শহীদের প্রয়োজন হয়েছিল, তেমনি আজ পুঁজিবাদী অর্থলোলুপদের নিষ্ঠুর শোষণ থেকে, দেশের দীন দরিদ্র মেহনতী মানুষকে বাঁচাতে, ক্ষুদিরামের মত দুরন্ত ছেলেদেরই প্রয়োজন।

নাট্যকার : মা !

রাগিনী : লেখো নাট্যকার, অগ্নিশিশু ক্ষুদিরামের আগুন ঢালা জীবন কাহিনী লেখো। বিপ্লবী বীরের জীবননাট্য শুনে জেগে উঠুক দেশের তরুণদল। ভেঙে ফেলুক স্বার্থবাদী শত্রুদের স্বার্থের কাঠামো, শুরু হোক দেশব্যাপী চাষী-শ্রমিক-মধ্যবিত্তের বাঁচার সংগ্রাম।

নাট্যকার : তুমি কে মা ?

রাগিনী : আমি রাগিনী গো, রাগিনী।

নাট্যকার : কোন রাগিনী ?

রাগিনী : নির্য্যাতীত ভারতবাসীর অভিশপ্ত অন্তর বীণার সকরুণ রাগিনী।

নাট্যকার : ক্ষুদিরামের জীবনী-নাট্যে তোমার কি প্রয়োজন ?

রাগিনী : তোমাদের যা প্রয়োজন, আমারও ঠিক সেই প্রয়োজন। তোমরা কাঁদলে আমি কি হাসতে পারি ? পারি না। তাই তো কালোবাজারী মুনাফাবাজ পুঁজিবাদীদের চাবুকে ক্ষত বিক্ষত হয়ে, একমুঠো ভাতের অভাবে ক্ষিদের জ্বালায় দেশবাসী যখন কাঁদে, তাদের সেই কান্নার করুণ সুরে সুর মিশিয়ে, রাগিনী আমি, আমিও কেঁদে বলি,—"ম্যয় ভূখা হুঁ ম্যয় ভূখা হুঁ"।

নাট্যকার : মা !

রাগিনী : লেখো নাট্যকার—লেখো। ফাঁসীর মঞ্চে যে জীবনের জয়গান গেয়ে গেছে, সেই বীর ক্ষুদিরামের জীবনী নাটক লিখে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে, তুমি মাতিয়ে দাও দেশবাসীকে বিপ্লবের নেশায়, আর

আমি রাগিনী, অবহেলিত জনগণের বুকে নব উদ্দীপনা, নূতন আশার বহ্নিশিখা জ্বেলে দিতে, বাতাসে বাতাসে গেয়ে যাই জাগরণের অভয় বাণী।

[প্রস্থান।

নাট্যকার : গাও মা গাও, তুমি গাও অভয়বাণী, নাট্যকার আমি, আমিও ঘুমিয়ে থাকবো না। বীর শহীদের রক্তমাখা জীবনী-নাট্য শুনিয়ে দেশকে অন্যায়ের কবল মুক্ত করতে, দেশবাসীর মনে বিপ্লবের উন্মাদনা জাগাতেই আজ থেকে আমি লিখবো, সিংহশিশু ক্ষুদিরামের অমর কাহিনী—"ফাঁসীর মঞ্চে ক্ষুদিরাম"।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অমৃত রায়ের বাটী।

নেপথ্যে অপরূপা : ক্ষুদিরাম ! ক্ষুদি—

চুপি চুপি শিশু ক্ষুদিরামের প্রবেশ।

ক্ষুদিরাম : দিদি ধরতে পারলে এখনি আমাকে ইস্কুলে পাঠাবে। এইখানে লুকিয়ে থাকি। ইস্কুলে আমি যাবো না, কিছুতেই না।

অপরূপার প্রবেশ।

অপরূপা : ক্ষুদি—[ক্ষুদিরামকে দেখিয়া] ও দুষ্টু। এখানে লুকানো হয়েছে? বেলা হ'ল ইস্কুলে যাবি কখন ?

ক্ষুদিরাম : ইস্কুলে আমি যাবো না দিদি।

অপরূপা : ইস্কুলে না গেলে লেখাপড়া শিখবি কি করে ?

ক্ষুদিরাম: লেখাপড়া শিখে তো চাকরী করতে হবে।

অপরূপা : হবেই তো। চাকরী না করলে—

ক্ষুদিরাম : না দিদি! ইংরেজের চাকরী আমি করবো না।

অপরূপা : কেন? ইংরেজের চাকরী করতে দোষ কি?

ক্ষুদিরাম : ওরা যে আমাদের শত্রু।

অপরূপা : এসব কথা তোকে কে বলেছে?

ক্ষুদিরাম : বলবে আবার কে? কাল আমাদের গাঁয়ে যে সভা হ'ল। জান দিদি! সেই সভাতে কোলকাতা থেকে কত বড় বড় লোক এসেছিল বক্তৃতা দিতে। তারাই তো বল্লে, ইংবেজরা জোব করে আমাদের দেশ দখল করে আছে। তারা আমাদেব শত্রু।

অপরূপা : খবরদার ক্ষুদি! আমাকে না বলে তুই আর কোথাও যাবি না।

ক্ষুদিরাম : কিন্তু বক্তৃতা শুনতে যে আমার খুব ভাল লাগে।

অপরূপা : ভাল লাগে? যেদিন পুলিশ এসে গলা টিপে ধরে নিয়ে যাবে?

ক্ষুদিরাম : আসুক না পুলিশ, ঘুষি মেরে নাক ফাটিয়ে দেব না।

অপরূপা : থাক, খুব হয়েছে। এখন ইস্কুলে যা।

ক্ষুদিরাম : না দিদি।

অপরূপা : [রাগতঃ স্বরে] তবুও না!

ক্ষুদিরাম : [অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে] না, আমি লেখাপড়া শিখবো না।

অপরূপা : তবে কি করবি?

ক্ষুদিরাম : আমি শিখবো লাঠিখেলা, ছোরা চালানো, বন্দুক ছোঁড়া, কুস্তি লড়া—

অপরূপা : ক্ষুদিরাম!

ক্ষুদিরাম : তারপর পাড়ার ছেলেদের নিয়ে একটা দল তৈরী করে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করবো।

অপরূপা : কি বলছিস?

ক্ষুদিরাম : শুধু কি এই ? কোলকাতা থেকে যারা সভা করতে এসেছিল, তারা আরও কি বলেছে জান দিদি ?

অপরূপা : কি ?

ক্ষুদিরাম :

গীত

মুখ বুজে আর সইবো না তো
বিদেশীর ওই অত্যাচার।
থাক না যতই শক্তি ওদের,
করবো এবার সাগর পার॥
মারবে যত মোদের গুলী,
খুলবো ওদের মাথার খুলি
ইংরেজেরই টাটকা খুনে,
পা ধোয়াবো দেশমাতার॥

অপরূপা : না না, এসব কথা তুই মুখে আনবি না ক্ষুদি। ওরে, তোর চেয়ে অভাগা জগতে আর কেউ নেই। ছেলেবেলায় বাপ মা হারিয়েছিস্, যদিও আমি তোর দিদি, আমার নিজের ছেলেও হয়তো তোর চেয়ে আমার কাছে বেশী আপন নয়। তবু চিরদিন আমার গলগ্রহ করে আমি তোকে রাখতে চাই না ক্ষুদি। তোকে বড় হতে হবে, মানুষ হতে হবে, লেখাপড়া শিখতে হবে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে।

ক্ষুদিরাম : দিদি !

অপরূপা : শুধু দিদি নয় রে, মায়ের কাছ থেকে আমি তোকে তিন মুঠো ক্ষুদ দিয়ে কিনেছিলাম। আমার ছেলে ললিতও যা, আমার কাছে তুইও ঠিক তাই। ভেবে দেখ ভাই ! তোর ভবিষ্যৎ—

শশীভূষণের প্রবেশ

শশী : গাঢ় অন্ধকার।

অপরূপা : পণ্ডিতমশাই !

শশী : অনুধাবন কর ক্ষুদিরামের দিদি, এইসব মায়ে খেদানো বাপে তাড়ানো ছেলেদের কস্মিনকালেও কিছু হয় না।

অপরূপা : আমি তো আপনার কথা—

শশী : অনুধাবন করতে পারছো না ? বেশ, আরও পরিষ্কার করে বলছি, মানে তোমার ওই অপোগণ্ড কনিষ্ঠ সহোদর—

অপরূপা : ক্ষুদিরামের কথা বলছেন ?

শশী : [খিঁচাইয়া উঠিল] তবে কি রবিরামের কথা বলতে এলুম ?

অপরূপা : কি করেছে ক্ষুদি ?

শশী : কি করেছে ওকেই জিজ্ঞাসা কর না, সহজে অনুধাবন করতে পারবে ? ও বেটা মনুষ্য আকারে দশাননের বংশধর মহীরাবণ। না হ'লে অনুধাবন কর, মানুষ হ'লে কি কেউ কেউটে সাপের ল্যাজ ধরে ঘোরাতে পারে ?

অপরূপা : [চমকিত হইয়া] এঁ্যা—কি সর্বনাশ !

শশী : সর্বনাশের এখনও বাকী আছে। আরও শোন, তাহলেই অনুধাবন করতে পারবে ও বেটা কতবড় বিচ্ছু শয়তান।

ক্ষুদিরাম : গাল দিচ্ছেন কেন পণ্ডিতমশাই ?

শশী : [উত্তেজিত কণ্ঠে] গাল দোব না তো কি তোকে মিষ্টান্ন ভোজন করাবো ? অনুধাবন কর ক্ষুদিরামের দিদি ! আমাদের তমলুক হ্যামিল্টন স্কুলে এরকম ছেলে—

অপরূপা : [বিরক্তিস্বরে] কাজের কথাটাই বলুন পণ্ডিতমশাই !

শশী : আহা সেইটা বলবো বলেই তো আসা। অনুধাবন কর ক্ষুদিরামের দিদি ! সারাদিন এইসব ছাগল ভেড়ার সঙ্গে বক বক করে—

ক্ষুদিরাম : আমরা কি ছাগল ভেড়া ? আমরা তো মানুষ। আবার যদি—

অপরূপা : [ক্ষুদিরামকে বাধা দিয়া] আঃ—ক্ষুদি—

শশী : অনুধাবন কর ক্ষুদিরামের দিদি, ছেলে পড়াতে কি পরিশ্রমটাই না হয়।

ক্ষুদিরাম : ঘোড়ার ডিম হয়, আপনি তো আমাদের একটুখানি পড়া দেখিয়ে দিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোন।

শশী : মরবে এ গুয়োটা নির্ঘাৎ।

অপরূপা : [ক্রুদ্ধস্বরে] পণ্ডিতমশাই ! আপনি এখন আসুন।

শশী : আসবো কি রকম ? এই অপোগণ্ডর সম্বন্ধে একটা হেস্ত-নেস্ত না করেই আমি আসবো ?

অপরূপা : বেশ, যা বলতে চান তাড়াতাড়ি বলুন, আমার সময় কম।

শশী : সময় আমারও কি খুব বেশী ? যাক অনুধাবন কর ক্ষুদিরামের দিদি ! স্কুল অস্তে ক্লান্ত দেহে যখন আমি গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করছি, সেই সময় পশ্চাৎদিক হ'তে তোমার এই মহীরাবণ সহোদর, একটা প্রকাণ্ড ইষ্টক নিক্ষেপ করে, আমার মস্তক বিদীর্ণ করে দিয়েছে।

অপরূপা : কি ! ক্ষুদি আপনার মাথায় ইট মেরেছে ?

শশী : তাহ'লেই অনুধাবন কর কি সাংঘাতিক ছেলে ওই ক্ষুদিরাম !

অপরূপা : ক্ষুদি ! তুই পণ্ডিত মশাইকে ইট মেরেছিস্ ?

ক্ষুদিরাম : হ্যাঁ !

অপরূপা : কেন ?

ক্ষুদিরাম : ভজুকাকার ছেলে মাইনে দিতে পারেনি বলে, পণ্ডিতমশাই তাকে বিনা দোষে মেরেছে কেন ?

শশী : বেশ করেছি, আমি তাকে জুতিয়ে লাট করবো।

ক্ষুদিরাম : তাহলে আমিও আপনাকে—

শশী : কি করবি শুনি ?

ক্ষুদিরাম : ইস্কুলে যখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোবেন—আপনার টিকি কেটে নেব।

অপরূপা : ক্ষুদি—

ক্ষুদিরাম : তুমি দেখনি দিদি। ভজুকাকার ছেলে গণশাকে কি মারটাই না মেরেছে।

শশী : বটে! গণশার জন্যে দরদ উথলে উঠছে! তবে শোন হতভাগা, আজই আমি তোকে ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দোব।

ক্ষুদিরাম : মাইনে দিতে পারে না বলে, গরীব দুঃখীর ছেলেকে যে পণ্ডিত চোরের মার মারে, তেমন পণ্ডিতের ইস্কুলে আমিও আর পড়বো না।

[প্রস্থান।

শশী : অনুধাবন কর ক্ষুদিরামের দিদি! মনুষ্য আকারে ক্ষুদে একটি কেউটের বাচ্ছা। এই শৈশব থেকে ওকে শাসন না করলে—

অপরূপা : যত অন্যায়ই করুক, ক্ষুদি আমার বাপ-মা হারা ভাই। আমি ওকে বেশী কিছু বলতে পারি না পণ্ডিত মশাই!

অমৃত রায়ের প্রবেশ।

অমৃত : না বলে চলবে কেন অপরূপা? শুধু স্নেহ দিয়েই ছেলেদের মানুষ করা যায় না, শাসনও করতে হয়।

অপরূপা : জ্ঞান হলে সব সেরে যাবে।

অমৃত : জ্ঞান হওয়ার আগে থেকেই শক্ত আগল দিতে হবে। ক্ষুদির যা মতিগতি, ভবিষ্যতে বিশেষ ভয়ের কারণ আছে।

শশী : বিলক্ষণ আছে। অনুধাবন কর অমৃত, আমি এর মধ্যেই লক্ষ্য করেছি, ক্ষুদে পাঠশালায় ছাত্রদের নিয়ে সুর করে বন্দেমাতরম্ গান গায়।

অমৃত : তার ওপর সে ডানপিটে—অসম-সাহসী। এখন থেকে কড়া শাসনের মধ্যে না রাখলে—

শশী : স্বদেশীওয়ালাদের দলে মিশে একেবারে উচ্ছন্নে যাবে।

অমৃত : পণ্ডিতমশাই-এর কথা মিথ্যা নয় অপরূপা। তাছাড়া আমিও সরকারী চাকরী করি।

অপরূপা : চাকরীর ভয়েই কি তুমি আমার ভাইকে দূরে সরিয়ে দিতে চাও?

অমৃত : সরিয়ে দেবার প্রয়োজন হবে না, যদি তুমি তাকে শাসনের মধ্যে রাখতে পার।

অপরূপা : এর চেয়ে বেশী শাসন করা আমাব পক্ষে সম্ভব নয়।

অমৃত : অপরূপা—

অপরূপা : আমি তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি, ক্ষুদি যে দুরন্ত তা আমি জানি, তবে এটাও জানি, সে যেমন কারও অন্যায় সয় না, তেমনি নিজেও অন্যায় করে না। তার এই সৎসাহস যদি তোমার অসহ্য হয়, ভবিষ্যতের চিন্তায় যদি তুমি তাকে সইতে না পারো, তার হাত ধরে আমি এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাবো।

অমৃত : ভাইএর জন্য তুমি আমাব সংসার ছেড়ে চলে যাবে?

অপরূপা : তোমাব সংসারের জন্য আমার বাপ-মা-হারা ভাইকেও—আমি পথে নামিয়ে দিতে পারি না গো—পথে নামিয়ে দিতে পারি না।

অমৃত : অপরূপা!

অপরূপা : আমি জানি, আমি ছাড়া এজগতে তার আর কেউ নেই—কেউ নেই।

[প্রস্থান।

শশী : অনুধাবন কর অমৃত! ভাইএর জন্য যে সহধর্মিণী হ'য়ে স্বামীকে পরিত্যাগ করতে চায়, তেমন স্ত্রীকে পাদুকা প্রহার করে গৃহ থেকে বার করে দেওয়া উচিত।

অমৃত : ঠিক বলেছেন, তবে পাদুকা প্রহার করে নয়—আমি ঘাড় ধরেই তাড়িয়ে দেব।

শশী : তোমার স্ত্রীকে?

অমৃত : না—আপনাকে।

শশী : অমৃত

অমৃত : মনে রাখবেন পণ্ডিতমশাই! অপরূপার কাছে যেমন ক্ষুদিরামই সবচেয়ে আপন, তেমনি আমার কাছেও অপরূপার চেয়ে আপন আর কেউ নেই। তাই সেই অপরূপাকে জুতো মেরে বাড়ী থেকে তাড়াবার কথা যে বলবে, আমি তাকেই জুতিয়ে লম্বা করবো।

শশী : ক্ষুদি কি করেছে জান ?

অমৃত : জানি, সে একটা কেউটে সাপকে ল্যাজ ধরে ঘুরিয়েছে।

শশী : আমার মাথায়ও ইঁট মেরেছে।

অমৃত : আমি হ'লে লাঠির ঘায়ে আপনার মাথা ছাতু করে দিতাম।

শশী : এ্যাঁ! [চোখ কপালে তুলিল]

অমৃত : হ্যাঁ, গরীবের ছেলে মাইনে দিতে না পারায়, পণ্ডিত হয়ে যে ছাত্রকে প্রহার করে, তাকে পুলিশে দেওয়াই উচিত।

শশী : প্রহার না হয় নাই করবো, কিন্তু তুমি অনুধাবন কর, ক্ষুদে যদি স্বদেশী দলে মেশে—

অমৃত : সেটা আমাদের গৌরব পণ্ডিতমশাই! বিদেশীর গোলামী করে আমরা রুটীর যোগাড় করতে পারি, কিন্তু কেউ যদি দেশকে ভালবেসে স্বদেশী করে, তার কাজে আপনার মত অমানুষ বাধা দিলেও, আমি দেব না।

শশী : কি! আমি অমানুষ ? এত বড় কথা! জান আমি পণ্ডিত!

অমৃত : আপনি যদি পণ্ডিত, তাহলে মূর্খ কে ?

শশী : বটে! পণ্ডিত শশীভূষণকে লাঞ্ছিত করা ? মনে রাখিস অর্বাচীন! তোর ওই আছুরে শালা ক্ষুদে ছোঁড়াকে আমাদের হ্যামিল্টন ইস্কুলে আর আমি ঠাঁই দেব না।

অমৃত : আপনাকে দিতে হবে না। ক্ষুদিরামকে নিয়ে আজই আমি মেদিনীপুর সদরে চলে যাবো।

শশী : ঠিক আছে, তবে তুমিও অনুধাবন কর—

অমৃত : আমাকে বেশী অনুধাবন করাবার চেষ্টা না করে, আপনি প্রস্থান করারই চেষ্টা দেখুন। আমি রাগী মানুষ, বেশী উত্যক্ত করলে শেষে আপনার ওই বাহারে টিকিটা হয়তো মূলশুদ্ধ আমি উপড়ে নেবো।

শশী : এত দর্প। আচ্ছা আমি প্রস্থান করছি, কিন্তু তুমি সাবধান অমৃত। তোমার ওই স্ত্রী আর ওই এঁচোড়ে পাকা সম্বন্ধী ক্ষুদের জন্যে, একদিন ইংরেজরা যদি তোমাকে হাতে পায়ে বেড়ী পরিয়ে জেলখানায় না ঢোকায়, আমার নাম পণ্ডিত শশীভূষণ শর্মাই নয়।

অমৃত : [ক্রুদ্ধস্বরে] পণ্ডিতমশাই—

শশী : এই খবরদার! বড় বড় চোখ বের করে এগিয়ে এসো না, আমি প্রস্থান করছি।

[প্রস্থান।

অমৃত : কি বল্লে? ক্ষুদিরামের জন্য একদিন আমাকে ইংরেজের জেলখানায় ঢুকতে হবে? ও কি! কে গাইছে বন্দেমাতরম্! ওকি। হাজার হাজার মানুষকে নিয়ে উন্মত্ত উল্লাসে দেশমায়ের পরাধীনতার শিকল ছিঁড়তে আন্দোলনে মেতে উঠেছে কে? ক্ষুদিরাম! আমি তার ভগ্নীপতি, তাই কি বৃটিশ সরকারের জলন্ত দৃষ্টি আগুনের হল্কা হয়ে আমার দিকে ছুটে আসছে? তবে কি—না না, এ আমার মনের ভুল। দুরন্ত হ'লেও ক্ষুদিরাম শিশু। অপরূপা তাকে যতখানি স্নেহ করবে, আমি করবো ঠিক ততখানি শাসন। আমাদের দু'জনের স্নেহ আর শাসনের মধ্য দিয়েই স্বদেশীর মোহ মুক্ত করে, ক্ষুদিরামকে গড়ে তুলবো আমি সাধারণ মানুষ—সাধারণ মানুষ। [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

জংগল মধ্যস্থ ভগ্নদেবালয়।

দেবালয়মধ্যে দশভূজা দুর্গামূর্তি প্রতিষ্ঠিতা। মূর্তির সম্মুখে গৈরিক বস্ত্র পরিহিত জ্ঞানেন্দ্র আরতি করিতেছিল।

জ্ঞানেন্দ্র : [আরতি অন্তে] নমঃ সর্ব্বমঙ্গল্য মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে। শরণ্যে ত্রম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোঽস্তুতে॥ [প্রণাম] মাগো! শক্তিরূপিনী অসুরনাশিনী দেবী দুর্গা! অত্যাচারিত প্রপীড়িত সন্তানদের কাতর আহ্বানে বারে বারে ছুটে এসেছো তুমি, দুরন্ত দৈত্যদলন করে পৃথিবীর বুকে রেখে গিয়েছো তোমার অমোঘ শক্তির অম্লান স্বাক্ষর। এবার কি ঘুমিয়ে থাকবে মা? আসবে না? সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের অত্যাচারে ভারতবাসীর চোখের জলে যে নদী বয়ে যাচ্ছে। তবু তুমি জাগবে না জননী?

রাগিণীর প্রবেশ।

রাগিনী : না—জাগবে না।

জ্ঞানেন্দ্র : মা!

রাগিনী : কাপুরুষ সন্তানদের মা ঘৃণা করে। তাই তাদের কান্নায় মায়ের চোখের জলে শ্রাবণের ধারা বইলেও, সংহারিণী মূর্তিতে তিনি ছুটে আসেন না।

জ্ঞানেন্দ্র : ভারতবাসী কাপুরুষ!

রাগিনী : বীরপুরুষ হ'লে বিদেশীর অত্যাচার মুখ বুজে সইতে পারতে না। তুমি না মায়ের পূজা করছো? চণ্ডী পড়নি? কি লেখা আছে তাতে? দুরন্ত অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করে পরাজিত হওয়ার পর, তবেই না দেবগণ ডেকেছিল মাকে? সন্তানের উৎসাহ উদ্দীপনা দেখে তবেই না ছুটে এসেছিল মা?

জ্ঞানেন্দ্র : কিন্তু—

রাগিনী : কিসের কিন্তু ? মৃন্ময়ী মায়ের পায়ের তলায় মাথা ঠুকে কিছু হবে না জ্ঞান-মাষ্টার, চিন্ময়ী মাকেই তুষ্ট করতে হবে। মা তাদেরই করুণা করে—যারা বীর। তারাই মায়ের সন্তান, যারা মায়ের মর্যাদা রাখতে মাভৈঃ মন্ত্রে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে।

জ্ঞানেন্দ্র : কি নিয়ে আমরা রুখে দাঁড়াবো মা ?

রাগিনী : কেন ? অস্ত্রের অভাব ? তৈরী কর অস্ত্র। অর্থাভাব ? লুঠ কর বিদেশী ইংরেজ আর এদেশের স্বার্থপর ধনীদের অর্থের ভাণ্ডার। চাইলে কেউ দেবে না জ্ঞান মাষ্টার—ছিনিয়ে নিতে হবে। অহিংসার জলপড়া শুনিয়েও শত্রুকে জয় করতে পারবে না। হিংস্র জানোয়ারের বিরুদ্ধে হিংসার হাতিয়ারই ধরতে হবে।

জ্ঞানেন্দ্র : মা, মা !

রাগিনী : মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াও, জাগিয়ে তোল দেশের তরুণদের বিপ্লবের নেশায় মাতাল করে। এতদিন মাষ্টারী করেছ, ছেলেদের পুঁথি-গত বিদ্যায় পেট ভরিয়ে বিদেশীর গোলামী করতে, এইবার বিদেশীর কারাগার থেকে বন্দিনী দেশ মা-কে মুক্ত করতে, ছেলেদের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে হও তুমি আদর্শ শিক্ষক।

জ্ঞানেন্দ্র : আদর্শ শিক্ষক—আদর্শ শিক্ষক—

রাগিনী : লর্ড কার্জনের বঙ্গ-ভঙ্গের প্রতিবাদে দেশব্যাপী জ্বলে উঠেছে বিদ্রোহের চাপা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, তুমি তাকে বাতাস দিয়ে লেলিহান শিখায় পরিণত কর। দশ-প্রহরণধারিণী দেবী দশভুজার পূজায় বলি দাও অগণিত সাদা পাঁঠা। দেখবে মায়ের অভয় আশীষ শতধারে ঝরে পড়বে তোমাদের মাথায়।

জ্ঞানেন্দ্র : তুমি কে ? ভাষায় জাগরণের চাবুক, চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক,

সারাদেহে শত সূর্য্যের দীপ্তি। জ্ঞান মাষ্টারের অন্তরে এমন আলোড়ন তো কখনো আসেনি? এমন ধ্বংসের উচ্ছ্বাস তো কখনও জাগেনি, এমন রক্ত নেশায় মাতাল করে দিতে আমাকে কেউ তো পারেনি। বল মা, কে তুমি—তুমি কে?

রাগিনী :

গীত

(আমি) সকরুণ রাগিণী।
তমসার বুকে খুঁজে ফিরি সদা সুমধুর চাঁদিনী॥
হাহাকার ভরা মোর মনোবীণা,
নীরবে কাঁদিছে হয়ে সুরহীনা,
একা আমি তাই বুকে লয়ে কাঁদি ঘন ঘোর যামিনী॥

[গীতান্তে প্রস্থান।

জ্ঞানেন্দ্র : রাগিনী! বুঝেছি, নির্য্যাতীত ভারতবাসীর অন্তর বীণার সকরুণ রাগিনী তুমি। পথহারা জ্ঞান মাষ্টারকে তুমিই দেখিয়েছো পথ। হ্যাঁ হ্যাঁ, মৃন্ময়ী মায়ের পায়ের তলায় আর আমি চোখের জল ফেলবো না। দুঃখ দূর করার আবেদনও জানাবো না। আমার চিন্ময়ী মায়ের কাছে এবার চেয়ে নেব শক্তি, চেয়ে নেব সাহস, চেয়ে নেব সংগ্রামের উদ্দীপনা।

সত্যেনের প্রবেশ।

সত্যেন : সংগ্রামেরই প্রয়োজন দাদা, ভিক্ষা চেয়ে কিছু হবে না।

জ্ঞানেন্দ্র : সত্যেন!

সত্যেন : মানুষ ভিখারীকে করে অবজ্ঞা, কিন্তু ডাকাতকে করে ভয়। আমি ভেবে দেখলাম দাদা, ইংরেজ সরকারের কাছে আমাদের ন্যায্য দাবী স্বাধীনতা ভিক্ষা না চেয়ে, এবার গায়ের জোরে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টাই করতে হবে।

জ্ঞানেন্দ্র : হ্যাঁ সেই চেষ্টাই করতে হবে। আমারও অন্তর থেকে ঠিক এমনি একটা বিদ্রোহের রাগিনীই মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। শোন্ সত্যেন, আজ থেকে আমাদের গুপ্ত সমিতি এই আনন্দমঠকে অহিংসার আদর্শ মুছে, পরিণত করতে হবে দুর্ভেদ্য দুর্গে। বল, কিছু নূতন খবর আছে।

সত্যেন : আছে দাদা ! ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহকর রচনা প্রকাশ করার অপরাধে, যুগান্তরের সম্পাদক ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত এ্যারেষ্ট হয়েছেন।

জ্ঞানেন্দ্র : ভুপেন বাবু এ্যারেষ্ট ?

সত্যেন : বন্দেমাতরমের সম্পাদক আমাদের ভাগ্নে অরবিন্দও এ্যারেষ্ট হয়েছে।

জ্ঞানেন্দ্র : সন্ধ্যা পত্রিকার সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ও আদালতে অভিযুক্ত।

সত্যেন : সে খবরও আপনি পেয়েছেন তাহ'লে ?

জ্ঞানেন্দ্র : হ্যাঁ পেয়েছি। আর এও বুঝেছি। যোদ্ধার ধারালো অসির চেয়ে, লেখকের ছোট্ট লেখনীর মসীকেই ইংরেজ সরকার বেশী ভয় করে।

সত্যেন : তাই আমি একটা মতলব করেছি দাদা, অবশ্য যদি আপনি অমত না করেন—

জ্ঞানেন্দ্র : কি ?

সত্যেন : আমাদের মেদিনীপুর জেলখানার মাঠে, আটদিন ব্যাপী এক বিরাট কৃষি-শিল্প প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হচ্ছে। বহুলোক সেখানে জমায়েৎ হবে। বন্দেমাতরম নাম দিয়ে কিছু পুস্তিকা ছেপে সেই মেলায় সাধারণ মানুষের মধ্যে যদি বিলানো যায়—

জ্ঞানেন্দ্র : মানুষের মধ্যে চেতনার সঞ্চার হতে পারে। তোমার বুদ্ধিকে আমি ধন্যবাদ দিই সত্যেন। যে ভয়ে পরদেশী বৃটিশ নামকরা পত্রিকা-গুলোর কণ্ঠরোধ করেছে। তুমি সেই অস্ত্রই প্রয়োগ করতে চাও। কিন্তু

একটা কথা, বন্দেমাতরম্ পুস্তিকা বিতরণ করতে গেলেই পুলিশ তোমাকে এ্যারেষ্ট করবে। আর তোমাকে এ্যারেষ্ট করা মানেই আমাদের সমূহ ক্ষতি।

সত্যেন : আমি ভাবছি দাদা, অন্য কাকেও দিয়ে—

জ্ঞানেন্দ্র : কিন্তু তেমন কে আছে ? পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বন্দেমাতরম্ পুস্তিকা বিলোবে কে ?

তরুণ ক্ষুদিরামের প্রবেশ।

ক্ষুদিরাম : আমি।

জ্ঞানেন্দ্র : ক্ষুদিরাম !

ক্ষুদিরাম : হ্যাঁ মাষ্টার মশাই ! আপনার আশীর্বাদে আমি ঠিকই বন্দেমাতরম্ পুস্তিকা বিলিয়ে [illegible]বো। পুলিশ আমায় ধরতে পারবে না।

সত্যেন : কিন্তু তুমি যে [illegible]জন ছাত্র ক্ষুদিরাম। এ সময় লেখাপড়া ছেড়ে—

ক্ষুদিরাম : আমি আর লেখাপড়া শিখবো না সত্যেনদা ! বিদেশীর গোলামী করার জন্য লেখাপড়া শিখে সময় নষ্ট করে লাভ কি ?

জ্ঞানেন্দ্র : ক্ষুদিরাম !

ক্ষুদিরাম : যাদের দেশ পরের পায়ে বিকিয়ে আছে, সাগর পারের দস্যুরা যাদের বুকে বসে রক্ত শুষে নিচ্ছে, ভারতবর্ষের মাটিতে জন্ম নিয়ে ভারত মাকে মা বলে ডাকার অপরাধে, বিদেশী দস্যুর দল যাদের পিঠে বুটের লাথি মারে, সেই নির্য্যাতীতা জন্মভূমি মাকে পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত করার মন্ত্রই শিখতে হবে।

জ্ঞানেন্দ্র : তুমি কে ? তুমি কে অগ্নিশিশু ? তুমিই কি ত্রেতার রাম ? তুমিই কি দ্বাপরের অর্জুন ? তুমিই কি কলির চন্দ্রগুপ্ত ?

ক্ষুদিরাম : আপনি চাণক্য হয়ে আমাকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিন মাষ্টার মশাই !

সত্যেন : ক্ষুদিরামের মধ্যে যে একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ লুকিয়ে আছে, তা আমি অনেকদিন থেকেই লক্ষ্য করেছি। ওর অসীম সাহস, অম্লান বীরত্ব, মেদিনীপুর শহরের অধিকাংশ মানুষকেই মুগ্ধ করেছে। তবু আমি ওকে কিছু বলিনি, কারণ ও বাপ মা-হারা, ভগ্নিপতি অমৃতবাবুর আশ্রিত বলেই। কিন্তু আজ যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এসেছে, আপনি ক্ষুদিরামকে আমাদের আনন্দমঠের সভ্য করে নিন। আমার মনে হচ্ছে ক্ষুদিরামেব জন্য সারা মেদিনীপুর নয়—একদিন সারা ভারতবর্ষ গৌরবান্বিত হবে।

জ্ঞানেন্দ্র : মাত্র আনন্দমঠের সভ্য নয় সত্যেন, আমি ওকে অগ্নিমন্ত্রেই দীক্ষা দেব। ওই অসুর নাশিনী দেবী আদ্যাশক্তি মায়ের নামে শপথ করে তুমি মন্ত্র নাও ক্ষুদিরাম।

ক্ষুদিরাম : [হাঁটু গাড়িয়া বীরত্ব ভঙ্গিমায় বসিয়া] আমি প্রস্তুত মাষ্টার মশাই !

জ্ঞানেন্দ্র : বল—আজ থেকে আমি দেশ-মায়ের একনিষ্ঠ সন্তান।

ক্ষুদিরাম : আজ থেকে আমি দেশ-মায়ের একনিষ্ঠ সন্তান।

জ্ঞানেন্দ্র : বল—দেশ-মায়ের মুক্তিই আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

ক্ষুদিরাম : দেশ-মায়ের মুক্তিই আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

জ্ঞানেন্দ্র : বল—আমার স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি মাকে বিদেশীর কারামুক্ত করতে, আমি হাসিমুখে জীবন দেব, তবু মায়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবো না।

ক্ষুদিরাম : আমার স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি মাকে বিদেশীর কারামুক্ত করতে আমি হাসিমুখে জীবন দেব, তবু মায়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবো না।

জ্ঞানেন্দ্র : দাও গুরু দক্ষিণা। [প্রতিমার হাত হইতে ধারালো খড়্গ ক্ষুদিরামের হাতে দিল।]

ক্ষুদিরাম : [বিনা দ্বিধায় খড়্গের দ্বারা নিজ অঙ্গুলি কর্তন করিয়া রক্ত লইয়া]
দক্ষিণা নিন মাষ্টার মশাই !

সত্যেন : সাবাস—সাবাস ক্ষুদিরাম !

জ্ঞানেন্দ্র : হবে না ? ও যে বশিষ্ঠের রাম, শ্রীকৃষ্ণের অর্জুন, চাণক্যের চন্দ্রগুপ্ত। ও যে আমার উদ্বেলিত স্মৃতি-তরঙ্গের কল্পনার মানস পুত্র ! ওরে বাংলার বীরশিশু ! ও দক্ষিণা আমাকে দিতে হবে না। তোর ওই উষ্ণ রক্তে মায়ের পায়ে রক্তাঞ্জলী দিয়ে বল—বন্দেমাতরম্ !

সত্যেন :
ক্ষুদিরাম : } বন্দেমাতরম্—

গীতকণ্ঠে যোগানন্দের প্রবেশ।

যোগা : **গীত**

বন্দেমাতরম।
সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্য শ্যামলাং মাতরম্ ॥
শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীং
ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীং
সুখদাং বরদাং মাতরম্ ॥

সত্যেন : যোগানন্দদা ! এতদিন পরে আকাশ থেকে একটা উল্কা ঠিকরে পড়েছে মাটীর বুকে।

যোগানন্দ : ক্ষুদির কথা বলছো তো ? আমি জানি ভাই, ওকে আনন্দমঠের সভ্য করে নেওয়ার কথাই আমি বলতে এসেছিলাম। যাক, এইবার কাজ আরম্ভ কর। তবে মনে রেখো, দারোগা যোগেশ মুখুজ্যে কিন্তু তোমাদের পেছনে ওৎ পেতে বসে আছে, খুব সাবধান !

[প্রস্থান।

সত্যেন : যোগেশ মুখুজ্যের চোখে ধূলো দিতেও আমরা জানি। দাদা! তাহলে এখন আমাদের কর্তব্য ?

জ্ঞানেন্দ্র : কর্তব্য বিদেশী পণ্য বর্জন, বিলাতী জিনিষের দোকান পোড়ানো, লবণের নৌকা ডোবানো, বিলাতী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব করার মধ্য দিয়েই শুরু হবে আমাদের অগ্নিময় বিপ্লবের প্রথম কর্তব্য। এগিয়ে যাও সত্যেন! ক্ষুদিরামের হাত ধরে এগিয়ে যাও। কোলকাতার বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ কর, সারা বাংলা দেশে জ্বালিয়ে দাও ইংরেজ ধ্বংসের লেলিহান চিতাবহ্নি।

ক্ষুদিরাম : মাষ্টার মশাই!

জ্ঞানেন্দ্র : ভয় নেই ক্ষুদিরাম! এই জ্ঞান মাষ্টারের ঐকান্তিক শুভেচ্ছা আর আমার দানব দলনী মায়ের আশীর্বাদ অভেদ্য বর্মের মত ঘিরে রাখবে তোমাদের। মাভৈঃ—মাভৈঃ।

[প্রস্থান।

ক্ষুদিরাম : মাভৈঃ মাভৈঃ—সত্যেনদা! মাষ্টার মশাইএর মন্ত্রশক্তিতে আমার রক্তে যেন তুফান ছুটছে। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকারের স্বার্থের বুনিয়াদ ধূলোয় মিশিয়ে দিয়ে, আমার বন্দিনী দেশ-মাকে মুক্ত করার নেশা আমাকে পাগল করে দিচ্ছে। কাজ দিন সত্যেনদা, আমাকে কাজ দিন।

সত্যেন : কাজ চাও? এসো অগ্নিশিশু! দেশ উদ্ধারের অগ্নিপরীক্ষায় আমি তোমার মাথায় তুলে দেব আমাদের সবকিছু কাজের গুরুদায়িত্ব।

[ক্ষুদিরাম সহ প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

থানা অফিস সম্মুখ

রাইফেল কাঁদে হনুমন্ত সিং হাতে খৈনী টিপিতে টিপিতে পাহারা দিতেছিল।

হনুমন্ত : জয় সীআরাম! কেয়া ঝকমারী করকে বাংলা মুলুকমে পুলিশ কা নোক্‌রী লিয়া। ঘরমে সাদী কর্‌কে হিঁয়াপর আয়া, আভি এক বরষ হোগিয়া ছুটি নেহি মিলা, বহুকো পাশ যানে নেহি সেকৃতা। হররোজ ছুটিকো লিয়ে বড়া সাবকো পাঁওমে তেল লাগাতা হ্যায়। ও আদমী আঁখ গরম করকে কেবল বোলতা, আভি দেশ গরম হ্যায়, "স্বদেশীওয়ালালোগ্ বন্দমাতরম্ বন্দমাতরম্ করকে বহুৎ ঝামেলা লাগা দিয়া। ছুট্টি নেহী মিলেগা।" লেকিন্ কেয়া করে। [খৈনী খাইয়া] জয় সীআরাম! [হাই তুলিয়া] আঃ—বহুৎ রাত হুয়া। হিঁয়া পর বৈঠকে থোড়া আরাম করনে হোগা। [বসিল এবং মুহূর্তের মধ্যে নাসিকাগর্জন।]

কিছুপরে ত্রস্তপদে রামচন্দ্রের প্রবেশ।

রাম : খুব পাহারা দিচ্ছো বাবা! নাসিকা গর্জনের ঠ্যালায় যে পেটের পিলে চমকে ওঠে। ঢুকবো নাকি থানার ভেতর? বলা যায় না, চোর মনে করে সিংজী যদি পেছন থেকে ফায়ার করে, পৈতৃককেলে প্রাণটাই খোয়াতে হবে।

হনুমন্ত : [ঘুমের ঘোরে] জয় সীআরাম।

রাম : ও সিংজী!

হনুমন্ত : [তন্দ্রাঘোরে] কৌন্? মেরে পিয়ারী! হামারা লিয়ে তুম মুলুক ছোড়কে হিঁয়া আয়া?

রাম : নাও ঠ্যালা। সিংজী বোধহয় স্বপ্ন দেখছে। ও সিংজী—

হনুমন্ত : [পূর্ববৎ তন্দ্রাঘোরে] মেরে দিল্ কি পিয়ারী! আযাও-আযাও—তুমহারে লিয়ে হাম—[আবেগে রামচন্দ্রকে বুকে জড়াইয়া ধরিল।]

রাম : [জোরে হনুমন্তকে ধাক্কা দিয়া] আঃ! কর কি সিংজী, তোমার ওই মোচার মত গোঁফের বোটকা গন্ধে যে বমি উঠে আসে। ওয়াক-থুঃ।

হনুমন্ত : কৌন? তুম কৌন্ হায়? স্বদেশীওয়ালা ডাকু? খাড়া হোযাও। হাম তুম্‌কো ফায়ার করেঙ্গে। [রাইফেল তুলিল]

রাম : [ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে] এই—এই খবরদার! আমি তোমাদের ফ্রে—ফ্রেণ্ড। আমাকে প্রাণে মেরো না।

হনুমন্ত : মাবেগা নেহি! হনুমন্ত সিংএর কাছে চালাকী করে ভাগ যায়েগা। আভি তুমহারা জান নিকাল দেগা শালে—[রাইফেলের উল্টা দিক দিয়া দু-চার ঘা কষাইল]

রাম : ওরে বাপ্‌রে বাপ। [জোরে চেঁচাইয়া] ও দারোগা বাবু! আমাকে বাঁচান। দোহাই সিংজী—দোহাই! আমি ডাকু নই, আমি রামচন্দ্র, কলেজিয়েট স্কুলের মাষ্টার।

হনুমন্ত : [চিনিতে পারিয়া] হাঁ—কৌন? মাষ্টারবাবু! আরে ছো—ছো, এ কেয়া বুরা কাম কিয়া। হামলোক কো মালুম হুয়া কৌন স্বদেশী ডাকু আয়া। এই রামভকৎ! থোড়া পানি লে আইয়ে।

রাম : আর পানির দরকার নেই বাবা, চোখের পানিতেই ঝাপসা দেখছি। এখন দয়া করে তোমার ওই বন্দুকের কুঁদোটা সামলাও।

হনুমন্ত : থোড়া খৈনী খায়েগা?

রাম : উনোনের ছাই খায়েগা। উঃ বেটা ছাতুখোর, পিঠের শিরদাঁড়া ভেঙে একেবারে 'দ' করে দিয়েছে মশাই। একে আমার বেতো শরীর।

হনুমন্ত : তা ইত্‌না রাত মে থানা পর কিঁউ আয়া ?

রাম : ফলার খেতে আয়া। মেহেরবাণী করকে দারোগা বাবুকে ডেকে দাও। কথা কটা বলে দেখি।

যোগেশ মুখুজ্যের প্রবেশ।

যোগেশ : দেখতে হবে না—দেখতে হবে না। থানা বাউণ্ডারীর মধ্যে একবার পা দিলেই আমি তাকে ঘাড় ধরে—[রামচন্দ্রের ঘাড়ে ধরিল]

রাম : আজ্ঞে আমি রামচন্দ্র। মানে—

যোগেশ : [রামচন্দ্রের ঘাড় ছাড়িয়া] মানে আপনি বলতে চান আমি আপনাকে চিনতে পারিনি ? দেখুন, আমার কাছে খুব সামলে কথা বলবেন। আমি পুলিশ ইন্সপেক্টার যোগেশ মুখুজ্যে—

রাম : সেতো আমি জানি।

যোগেশ : কি জানেন ? বলি কি জানেন ? আমি যে এখুনি আপনাকে গলাটিপে মামার বাড়ী দেখাতে পারি তাকি জানেন ? জানেন না ? তবে জেনে রাখুন, আমি পুলিশ ইন্সপেক্টার যোগেশ মুখুজ্যে—

রাম : আহা আমি কি তাই বলছি ?

যোগেশ : বলছেন না তো কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাবি খাচ্ছেন ? হনুমন্ত সিং—

হনুমন্ত : হুজুর—

রাম : দোহাই দারোগা বাবু ! এই হনুমন্তকে আর কিছু ফরমাজ করবেন না। ও বেটা একটু আগে আমাকে যে ধোলাই দিয়েছে।

হনুমন্ত : আভি থোড়া খৈনী খা লেও মাষ্টার জী ! সব ঠিক হো যায়ে গা।

রাম : আর ঠিক করতে হবে না। আমারই দু'শো ঝকমারী হয়েছিল এই ভর রাতে আপনাদের উপকার করতে আসা। কি করবো ? নেহাৎ পরের উপকার করা আমার স্বভাব, তাই চোখের সামনে মহামাস্ক,

সরকার বাহাদুরের এত বড় সর্বনাশ দেখে চুপ করে থাকতে পারলুম না। ছুটে আসতে হল।

যোগেশ : এ্যাঁ কি বল্লেন ? উপকার ? সর্বনাশ ! সরকারের ? ইস্—সে কথা আগে বলতে হয় ? কিছু মনে করবেন না রামচন্দ্রবাবু। বলে ফেলুন, আমাদের উপকারটা আপনি কি ভাবে করতে চান ?

রাম : মানে আমাদের স্কুলের ছাত্র ক্ষুদেকে চেনেন তো ?

যোগেশ : কি ? ক্ষুদে ? ক্ষুদে আবার মানুষের নাম হয় নাকি ?

রাম : হয় মশাই—হয়। নামে ক্ষুদে হলে কি হবে ? ছোঁড়া আসলে বিরাট।

যোগেশ : বিরাট ? আমার চেয়েও ? আমি পুলিশ ইন্সপেক্টর যোগেশ মুখুজ্যে। হনুমন্ত !

হনুমন্ত : হুজুর !

রাম : আঃ—আবার হনুমন্ত ? তবে হনুমন্ত নিয়েই থাকুন, আমি চলি।

যোগেশ : চলবেন কোথায় ? কথাগুলো বলে যান। হ্যাঁ কি বলছিলেন ? ওই ক্ষুদে—

রাম. ক্ষুদে, কাল থেকে জেলখানার মাঠে যে কৃষি প্রদর্শনী হচ্ছে, ওখানে ওই ক্ষুদে কি করবে জানেন ? গুপ্তসমিতি আনন্দ মঠের হয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বন্দেমাতরম্ পুস্তিকা বিলোবে।

যোগেশ : কি ? বন্দেমাতরম্ ? হনুমন্ত ! বন্দেমাতরম্ ! রাইফেল ধর—গুলি চালাও—

রাম : এখন নয় মশাই, কাল সে যখন পুস্তিকা বিলোবে, পারেন তখন তাকে—

যোগেশ : ও—কাল ? বেশ ! হনুমন্ত !

রাম : আবার হনুমন্ত ?

যোগেশ : ঘাবড়াবেন না রামচন্দ্র বাবু, এবার আপনাকে ধোলাই দিতে নয়।

রাম : তবে ?

যোগেশ : ওই ক্ষুদের পিণ্ডি চটকাতে। হনুমন্ত ! ব্যারাকে জানিয়ে দাও, কাল সকাল থেকেই একজিবিশানের মাঠ ঘিরে ফেলতে হবে।

হনুমন্ত : ঠিক হ্যায় হুজুর, আভি হাম সব সেপাই লোককো সজাগ কর দেংগে। তব্ মাষ্টার জী, গোসা মৎ কিজিয়ে, হামকো মালুম হ্যায়, আপলোক মানুষ নেহী।

রাম : তবে আমি কি ?

হনুমন্ত : জানোয়ার হ্যায়—জানোয়ার।

রাম : কি ! আমি জানোয়ার ?

হনুমন্ত : হাঁ হাঁ—জানোয়ার। জানোয়ার ভি না হ'লে, ভিন দেশী ইংরেজ সরকারকে লিয়ে আপনা দেশওয়ালী ভাইকা সাথ বেইমানী করনে নেহী সকৃতা। [প্রস্থান।

রাম : শুনলেন—শুনলেন দারোগাবাবু! সেপাইজীর কথা শুনলেন ? ব্যাটা আমাকে জানোয়ার বলে গেল।

যোগেশ : বেশ করেছে, জানোয়ার নয়তো কি আমরা মানুষ ? মানুষ হ'লে স্বার্থের লোভে নিজের দেশের ভাইএর সর্বনাশ করি ?

রাম : মানে আপনিও—

যোগেশ : হাঃ হাঃ হাঃ—নার্ভাস হবেন না ব্রাদার ! আমি ইংরেজের দালাল, সুতরাং মানুষ না হলেও আমাদের অমানুষ বলে কোন শালা ?

রাম : হেঃ—হেঃ—হেঃ—

যোগেশ : হোঃ—হোঃ—হোঃ—

রাম : তাহ'লে ক্ষুদেকে টিট্ করছেন তো ?

যোগেশ : শুধু ক্ষুদে ? ওই ক্ষুদের মত যতগুলো স্বদেশী গুণ্ডা আছে, সবাইকে আমি—

রাম : সকলে না হোক, আপনি ওই ক্ষুদেকে আচ্ছা করে টিট্ করুণ। আমাকে মাষ্টার বলে মানতেই চায় না। পর পর পঁচিশ ঘা বেত মেরেও আমি ছোঁড়ার চোখ থেকে এক ফোঁটা জল বার করতে পারিনি। আপনি ওকে আচ্ছা কয়ে শায়েস্তা করুন, আমি আপনার—

যোগানন্দের প্রবেশ।

যোগানন্দ : পায়ে মাথাটা লুটিয়ে দেবেন ?

রাম : একি ! তুমি এখানে কেন ?

যোগানন্দ : ঠিক ওই কথাটা আমিও আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি মাষ্টার মশাই ! আপনি এখানে কেন ?

যোগেশ : কে তোমাকে থানা বাউণ্ডারীর মধ্যে ঢুকতে দিলে ? বেরিয়ে যাও—

রাম : সহজে যাবে না দারোগাবাবু ! সেপাই ডেকে ব্যাটাকে আচ্ছা করে—

যোগানন্দ : চাবুক মারবে ? গুলী করবে ? মারো চাবুক, কর গুলী, তোমাদের সব অত্যাচার হজম করেও আমি বলে যাবো—

যোগানন্দ :—

গীত

সাবধান—সাবধান।
পরেব দেওযা সে'নাব শিকল
ছিঁড়ে কর খান্ খান্।।
দেখ চেযে ওই জাগিছে মানুষ,
মুক্তি মন্ত্রে হইয়া বেহুঁস,
বিভীষণে তারা করিবে না ক্ষমা
সহিবে না অপমান॥

যোগেশ : এখানে বেশী ইতরোমি করলে আমি তোকে জেলে ঢোকাবো।

যোগানন্দ :—

পূর্ব-গীতাংশ

জেলখানার ওই লোহাব কপাট,
ভাঙবো এবার করব লোপাট,
সাধবে যে বাদ   তার খুনেতেই
কববো রক্ত স্নান ॥

রাম : যা ব্যাটা, বেরো এখান থেকে।

যোগানন্দ : হুঁশিয়ার মাষ্টাব ! দারোগাবাবু বিদেশীর গোলাম, তাব তবু মাফ আছে, কিন্তু শিক্ষক হয়ে দেশবাসীর সঙ্গে যে বেইমানী করছো, একদিন তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তোমাকে কের রক্ত ঢেলে, মনে থাকে যেন।

[প্রস্থান।

রাম : ও দারোগা বাবু ! আপনার সামনে যোগানন্দ আমাকে গাল দিয়ে গেল, আপনি ওকে ছেড়ে দিলেন ?

যোগেশ : ভয় নেই রামচন্দ্রবাবু। আমি পুলিশ ইন্সপেক্টার যোগেশ মুখুজ্যে, আগে ক্ষুদেকে শায়েস্তা করি, তারপর—

রাম : যোগানন্দের মাথা খাবেন ?

যোগেশ : না, আপনার মাথাটাই কালিয়া রান্না করে ওদের খেতে দেব।

রাম : কি বলছেন ! আমি আপনাদের উপকারী—

যোগেশ : পরের উপকার করতে যে দেশের ভাইয়ের অপকার করে, তেমন উপকারীকে জুতোপেটা করা উচিত।

রাম : এই কি বন্ধুত্বের প্রতিদান ?

যোগেশ : প্রতিদানের জন্য আপনাকে ভাবতে হবে না, মনে রাখবেন—

রাম : কি ?

যোগেশ : আমি পুলিশ ইন্সপেক্টার যোগেশ মুখুজ্যে।

[প্রস্থান।

রাম : দুত্তোর যোগেশ মুখুজ্যের নিকুচি করেছে। দারোগা না হ'লে সুমুন্দিকে আমি—না, রাগটা সামলে নিতে হল। হাজার হোক আমার বন্ধু বৃটিশ সরকারের কর্মচারী। দু'কথা বল্লেও ওদের উপর কি আমি রাগ করতে পারি ?

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

কক্ষ

ক্ষুদিরামের প্রবেশ।

ক্ষুদিরাম : বন্দেমাতরম্—বন্দেমাতরম্। কবে আসবে সে শুভদিন ? যেদিন বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে, চল্লিশকোটি ভারতবাসী হিন্দু মুসলমান একই পতাকাতলে মিলিত হয়ে, অত্যাচারী বৃটিশ শাসকের রক্তে আশীকোটি হাতে অঞ্জলী দেবে মায়ের পায়ে ?

রাগিনীর প্রবেশ।

রাগিনী : সেদিনকে আহ্বান করে তোমরাই তো ডেকে আনবে ক্ষুদিরাম !

ক্ষুদিরাম : আমি, সত্যেনদা আর মাষ্টার মশাই, মাত্র এই ক'জন—

রাগিনী : মাত্র ঐ ক'জন কেন বলছো ? তোমাদের মত ঘুম ভেঙে জেগে ওঠা ছেলে আরও যে অনেক আছে ক্ষুদিরাম। পুলিন দাস, অরবিন্দ, বারীন দাস, প্রফুল্ল চাকী আরও শত শত বিপ্লবী সন্তান দেশমায়ের কান্নায় অধীর হয়ে উঠেছে। তুমিও তাদের সঙ্গে যোগাযোগ কর।

ক্ষুদিরাম : পুলিন দাস, অরবিন্দ, বারীন দাস, প্রফুল্ল চাকী ! হ্যাঁ আমি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবো । সারা ভারতবর্ষে যত বিপ্লবী আছে আমি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবো । কিন্তু আমি কেমন করে যোগাযোগ করবো মা ? মেদিনীপুরের বাইরের পৃথিবীকে আমি যে ভালভাবে চিনি না ।

রাগিনী : আমি চিনিয়ে দেব । কিছু ভাবতে হবে না তোমাকে, রাগিনীই সব ঠিক করে দেবে । এখন আর দেরী ক'র না । জেলখানার মাঠে শিল্প মেলায় হাজার হাজার লোক জমায়েৎ হয়েছে । তাদের বন্দেমাতরম্ পুস্তিকা বিলোবে না ? যাও—

ক্ষুদিরাম : যাবো । শুধু বন্দেমাতরম্ পুস্তিকা বিলোতেই নয়, মেদিনীপুর টাউনে যত বিদেশী মালের দোকান, আমি সব পোড়াবো, ঘাটে বাঁধা নুনের নৌকো জলে ডোবাবো, পরদেশী শাসকের সঞ্চিত ভাণ্ডার লুটে এনে, আমার দেশের অন্নহীন বস্ত্রহীন অনাহার-ক্লিষ্ট জীর্ণ মানুষদের মুখে আমি তুলে দেব ক্ষিদের অন্ন ।

রাগিনী : তবে এগিয়ে চল ক্ষুদিরাম ! ভয় কি ? চলার পথে যদি অন্ধকার নামে—

ক্ষুদিরাম : তুমি কি করবে মা ?

রাগিনী :—

গীত

আমিই দেখাবো পথ ।
দুর্গম পথে আমি নিয়ে যাবো
　　তোমার বিজয় রথ ॥
নিরাশার মাঝে আমি দেব আশা,
মরু কান্তারে মিটাবো পিয়াসা,
আঁধারের বুকে দীপালী জ্বালিয়া,
　　চেনাবো সৎ অসৎ ॥

ক্ষুদিরাম : মা !

রাগিনী : তোমার পিছনে আমি আছি ক্ষুদিরাম, মাভৈঃ—

[প্রস্থান]

ক্ষুদিরাম : মাভৈঃ—মাভৈঃ, ওই যে আমি দেখতে পাচ্ছি নতুন দিনের সূর্য, শুনতে পাচ্ছি নব চেতনার আগমনী। হুঁশিয়ার ইংরেজ সরকার! দেশ-মায়ের সন্ধিপূজায় আমি নৈবেদ্য সাজাবো, তোমাদের লক্ষ লক্ষ কাটা মাথা।

ললিতের প্রবেশ তাহার হাতে কাগজে মোড়া একটি দামী আলোয়ান।

ললিত : মামা !

ক্ষুদিরাম : তোর হাতে কি রে ললিত ?

ললিত : বলবো, আগে আমাকে লাঠিখেলা—কুস্তিলড়া শেখাবে বল ?

ক্ষুদিরাম : শেখাবো রে শেখাবো।

ললিত : তবে এই দেখ কি আছে কাগজে মোড়া।

[কাগজের মোড়াটি খুলিয়া দেখাইল।]

ক্ষুদিরাম : আরে, এযে দামী আলোয়ান রে ললিত, দাদাবাবু বুঝি তোকে কিনে দিয়েছেন ?

ললিত : আমাকে একখানা দিয়েছে, এটা তোমার।

[আলোয়ানখানি ক্ষুদিরামের হাতে দিল]

ক্ষুদিরাম : [আনন্দিত হইয়া] এঁ্যা ! আমার ? বাঃ, ভারী সুন্দর রে ললিত !

[আলোয়ান খানি গায়ে দিল]

ললিত : তাহলে লাঠি আনি মামা ?

ক্ষুদিরাম : ওই সঙ্গে কিছু খাবারও আনিস্, বড় ক্ষিদে পেয়েছে। ইঞ্জিনে কয়লা না দিলে গাড়ী চলবে না, বুঝেছিস ?

ললিত: আচ্ছা, মার কাছ থেকে এক্ষুণি খাবার আনছি, তবে দেখ মামা, আবার যেন কেটে প'ড় না।

[প্রস্থান।

ক্ষুদিরাম: না রে না। বাঃ কি সুন্দর আলোয়ান, কি গরম রে বাবা। শীতের বাবাও আর কাবু করতে পারবে না। তাইতো, ললিত এখনও আসছে না কেন? এখনি একজিবিশানের মাঠে ছুটতে হবে।

দুইগাছি লাঠি সহ খাবার হস্তে ললিতের প্রবেশ।

ললিত: এই নাও মামা! ইঞ্জিনে জল কয়লা দিয়ে তাজা হয়ে, আমাকে লাঠিখেলা শেখাও। [খাবার ক্ষুদিরামের হাতে দিল]

ক্ষুদিরাম: ওঃ, জানিস ললিত, যা খিদে পেয়েছে না।

খাবার মুখে তুলিতে গেল ঠিক এমনি সময় জনৈক ভিখারীর প্রবেশ।

ভিখারী: বাবা, কিছু ভিক্ষে পাবো?

ক্ষুদিরাম: ললিত, দিদির কাছ থেকে দুটি চাল এনে দে। [খাবার মুখে তুলিতে গেল]

ভিখারী: আজ তিন দিন আমি কিছু খেতে পাইনি বাবা। [ক্ষুদিরাম খাবার মুখে তুলিতে পারিল না, একদৃষ্টে কিছুক্ষণ ভিখারীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার দুই চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হইল]

ক্ষুদিরাম: তুমি তিন দিন কিছু খাওনি!

ভিখারী: না বাবা! জ্বরে ক'দিন বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলুম ভিক্ষেয় বেরুতে পারি নি।

ক্ষুদিরাম: তোমার কেউ নেই?

ভিখারী: থাকলে কি এই বুড়ো বয়সে তিন দিন না খেয়ে ভিক্ষা করতে আসি বাবা? কেউ নেই বাবা, জগতে আমার কেউ নেই।

ললিত : তুমি খেয়ে নাও মামা, আমি ওকে ভিক্ষে এনে দিচ্ছি।

ক্ষুদিরাম : তোকে যেতে হবে না ললিত। এই নাও খাবারগুলো তুমি খাও।

[ভিখারীকে খাবার দিল]

ললিত : মামা ! তুমি নিজে না খেয়ে—

ক্ষুদিরাম : ও খেলেই আমার পেট ভরবে ললিত।

ভিখারী : [বিস্মিত হইয়া এবং কৃতজ্ঞতাসূচক কণ্ঠে] তুমি—তুমি এই খাবারগুলো আমাকে খেতে দিলে বাবা ?

ক্ষুদিরাম : এই আলোয়ানটাও তুমি গায়ে দাও। বুড়োমানুষ, শীতে কষ্ট পাচ্ছো

[নিজ আলোয়ানখানি ভিখারীর গায়ে জড়াইয়া দিল]

ললিত : তুমি কি গায়ে দেবে মামা

ক্ষুদিরাম : কি আব গায়ে দেব ? আমার শীত লাগে না।

ললিত : আলোয়ানখানার কত দাম জান ?

ক্ষুদিরাম : যতই হোক, ওর জীবনের চেয়ে বেশী দাম নয় ললিত। বুড়োমানুষ, একে জ্বরে ভুগছে, তায় ঠাণ্ডা লাগলে আর কি বাঁচবে ? [ভিখারীকে লক্ষ্য করিয়া] যাও—খাবারগুলো খেয়ে আজকে বিশ্রাম করগে, কাল আবার এসো।

ভিখারী : তুমি কে বাবা ? তুমি কি স ক্ষাৎ ভগবান ? যে দেশে ভিখারীকে দেখে লোকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়, সেই দেশেরই একজন হয়ে তুমি আমাকে এত খাবার, এমন দামী চাদর দান করলে ? ভগবান তোমার মঙ্গল করুন বাবা—ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। আমার মাথায় যত চুল, তত পরমায়ু নিয়ে যুগ যুগ তুমি এই অভাগা বাংলা-দেশের বুক আলো করে থাকো—আলো করে থাকো।

[প্রস্থান।

ললিত : তুমি কি মামা ? নিজের কষ্টের কথা একবারও ভাবলে না ?

ক্ষুদিরাম : পরের কষ্টের কথা ভাবলে নিজের কষ্টের কথা মনে থাকে না ললিত। দে—লাঠি দে [ললিতের হাত হইতে একগাছি লাঠি লইয়া] দু' একটা প্যাঁচ শিখিয়ে দিয়েই চলে যাবো। আজ আমার অনেক কাজ। [ললিতের সহিত লাঠিখেলা আরম্ভ করিল] মার আমাকে [ললিত লাঠি দ্বারা ক্ষুদিরামকে আঘাত করিল, ক্ষুদিরাম সে আঘাত প্রতিরোধ করিয়া] আটকা এইবার [কিছুক্ষণ ললিতের সহিত লাঠিখেলা করিয়া পরে কহিল] আচ্ছা লাঠি থাক। আয় এইবার কুস্তি লড়ি—[লাঠি রাখিয়া কুস্তি লড়ার ভঙ্গিমায় দাঁড়াইয়া] ফেল্ আমাকে [উভয়ে কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির পর ললিত পড়িয়া গেল, ক্ষুদিরাম তাহার বুকে চাপিয়া বসিয়া] হাঃ-হাঃ-হাঃ—কেমন ? হেরে গেলি তো ?

হরিমতীর প্রবেশ।

হরিমতী : ও মা কি সর্বনেশে কাণ্ড। কি দস্যি ছেলে রে বাবা ! কই গো ? ও দিদিমণি ! শীগগীর ছুটে এসো—[ক্ষুদিরাম ললিতকে ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল]

হরিমতী : কই গো, ও দিদিমণি—

অপরূপার প্রবেশ

অপরূপা : কি হয়েছে হরিমতী, কি হয়েছে ?

হরিমতী : হওয়ার বাকীটাই বা কি আছে বাছা ? তোমার ওই ডাকাত ভাই ললিতের বুকের ওপর চেপে কি মারটাই না মারলে। ভাগ্যিস আমি এসে পড়েছিনু, তাই রক্ষে।

অপরূপা : ক্ষুদি তুই ললিতকে মেরেছিস ?

ক্ষুদিরাম : না দিদি মারিনি।

হরিমতী : আবার মিছে কথা বলছো কেন বাবু ?

ক্ষুদিরাম : মিছে কথা বলছো তুমি।

হরিমতী : আমি মিছে কথা বলছি? দিদিমণি! তোমার ছেলে ওই ললিতকেই জিজ্ঞাসা কর।

অপরূপা : হ্যাঁরে ললিত! ক্ষুদে তোকে মেরেছে?

ললিত : না মা, মারবে কেন? মামার সঙ্গে আমি কুস্তি লড়ছিলুম। তুমি মামাকে কিছু খেতে দাও মা। তোমার দেওয়া খাবার মামা নিজে না খেয়ে একটা ভিখিরীকে দিয়ে দিয়েছে।

অপরূপা : এ্যাঁ! খাবার না খেয়ে—

ললিত : সেই দামী আলোয়ানটাও দিয়ে দিয়েছে মা।

অপরূপা : কি! দামী আলোয়ান—

ললিত : তার জন্য তুমি মামাকে কিছু ব'লোনা মা। পরের দুঃখ দূর করতে যে নিজে দুঃখকে বরণ করে, আমাদের মত দেখতে হলেও সে মানুষ নয় মা—দেবতা—দেবতা।

[প্রস্থান।

হরিমতী : তুমি ঠিক জেন দিদিমণি! এই ভাইএর জন্যই তোমাদের পথে বসতে হবে।

অপরূপা : তুই যেন এসব কথা তাঁর কানে তুলিসনি হরিমতী।

অমৃতের প্রবেশ

অমৃত : হরিমতী না তুল্লেও আমি জেনেছি অপরূপা।

অপরূপা : কি জেনেছো?

অমৃত : আজ জেলখানার মাঠে কৃষিশিল্প প্রদর্শনীতে তোমার ভাই বন্দেমাতরম্ পুস্তিকা বিলোবে।

হরিমতী : ও—তাহ'লে চাদরের কথা তো জানোনি দাদাবাবু?

অপরূপা : [ক্রুদ্ধ কণ্ঠে] হরিমতী—

অমৃত : চাদর !

হরিমতী : তুমি রাগ করছো কেন দিদিমণি ? হরিমতী তেমন মেয়েই নয়। তোমার ভাই ক্ষুদে যে ভিখারীকে চাদর দিয়েছে, সে কথা আমি বলবো ভেবেছো ? কিছুতেই না।

অমৃত : ক্ষুদিরাম ভিখারীকে চাদর দিয়েছে ?

হরিমতী : আমি কিন্তু মুখে তা বলবো না দাদাবাবু। দিদিমণি আমাকে বারণ করেছে, আমার কি বলা ভাল দেখায় ? কখ্খনো না। যাই বেলা হ'ল। তবে তুমি ভেব না দিদিমণি। ক্ষুদে যে ভিখিরীকে চাদর দিয়েছে, মরে গেলেও এই হরিমতী তা মুখে আনবে না, কিছুতেই না।

[প্রস্থান।

অমৃত : এসব কি অপরূপা ? টাকা পয়সা রোজগার করতে আমাকে কি মেহনত করতে হয় না ? দামী আলোয়ান ভিখারীকে দান ? বুঝতে পারছি ওই জ্ঞান মাষ্টারের আনন্দমঠে মিশেই ও উচ্ছন্নে যাচ্ছে। ক্ষুদে ! আজ থেকে তুই বাড়ীর বাইরে যেতে পাবি না।

ক্ষুদিরাম : বাইরে আমাকে এখনি যেতে হবে দাদাবাবু !

অপরূপা : ক্ষুদে—

ক্ষুদিরাম : মায়ের নামে শপথ করে যে-কাজের দায়িত্ব আমি মাথায় নিয়েছি, তা আমাকে করতেই হবে দিদি !

অমৃত : সেকাজ করতে গেলে আমার বাড়ীতে তোর ঠাঁই হবে না।

ক্ষুদিরাম : তবু উপায় নেই দাদাবাবু !

অপরূপা : ক্ষুদি ! আমরা কি তোর কেউ নই

ক্ষুদিরাম : তোমাদের দান হয়তো জীবন দিলেও শোধ হবে না দিদি ; তবু তোমাদের কথা শুনে আমি ঘরের কোণে বসে থাকতে পারি না। কেন জান ? বিদেশীর অত্যাচারে জর্জরিতা আমার জন্মভূমি

মায়ের করুণ কান্না, আমাকে পাগল করে দেয়। তাই দেশমায়ের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলে, ভারতবর্ষের মাটীতে যদি কোনদিন ভারতবাসীর স্বাধীন পতাকা ওড়াতে পারি, সেদিন তোমরা আমাকে যে দণ্ড দেবে, তা আমি মাথা পেতে নেব। কিন্তু আজ ক্ষুদিরাম তোমাদের অবাধ্যই রইলো দিদি—অবাধ্যই রইলো।

[প্রস্থান।

অমৃত: কি স্পর্ধা! আমার মুখের উপর—না না, ক্ষুদিরামের এই ঔদ্ধত্ব আমি কিছুতেই সইবো না। ও যে আমার আত্মীয় একথা সবাই জানে, বন্দেমাতরম্ পুস্তিকা বিলোতে গিয়ে ধরা পড়লে ওর সঙ্গে আমাকেও জেল খাটতে হবে, চাকরীও যাবে। যদি সহজে আমার কথা না শোনে, আমি তাকে চাবুক মেরে—

অপরূপা: চাবুক! ক্ষুদিকে?

অমৃত: হ্যাঁ—হ্যাঁ চাবুক! এতদিন দুধ-কলা দিয়ে যে কেউটে সাপ পুষেছি, সে আমার বুকে ছোবল মারবে, আর আমি তা মুখ বুজে সইবো ভেবেছো, না না, ওই স্বদেশী গুণ্ডাটাকে এমনি করে চাবুক মেরেই—
[সজোরে চাবুক আস্ফালন করিল অপরূপা সেই চাবুক ধরিতে গেলে চাবুক তাহার দেহে পড়িল।]

অপরূপা: আঃ—

অমৃত: [অপ্রতিভ হইয়া] অপরূপা! আমি তোমাকে চাবুক মারলুম?

অপরূপা: ক্ষুদিরামের পিঠে মারলে এর চেয়ে অনেক বেশী লাগতো গো। দোহাই তোমার, তুমি ক্ষুদিকে চাবুক মেরো না। আমি তাকে বুঝিয়ে বলবো। যদি না শোনে, আমি নিজেই—হ্যাঁ আমি নিজেই তাকে শাসন করবো। তার জন্য তোমার ক্ষতি হবে, সে আমি হতে দেব না।

অমৃত : অপরূপা !

অপরূপা : তবে আমার অনুরোধ, তুমি তাকে চাবুক মেরো না। ক্ষুদি বড় অভিমানী, আমি জানি তোমার চাবুকের প্রতিবাদ সে করবে না। কিন্তু চোখের জলে ভেসে যাবে তার বুক। সে দৃশ্য আমি দেখতে পারবো না গো। ক্ষুদি তোমার কেউ না হলেও সে যে আমার ছোট ভাই, তিন মুঠো ক্ষুদ দিয়ে কেনা আমার বাপ মা হারা ছোট ভাই।

[প্রস্থান।

অমৃত : ক্ষুদি শুধু তোমারই ভাই, আমার কি কেউ নয় ? আমি তাকে ভালবাসিনি, আমি তাকে স্নেহ করিনি ? উঃ, এই চাবুকখানা কেউ আমার পিঠে মারতে পারে না ? আমি ক্ষুদিরামকে চাবুক মারতে চেয়েছি, ওঃ কি করেছি—কি করেছি ?

জ্ঞানেন্দ্রের প্রবেশ

জ্ঞানেন্দ্র : অনুতাপের সময় এখন নয় অমৃত, এখন কাজের সময়।

অমৃত : মাষ্টারমশাই !

জ্ঞানেন্দ্র : জানি, সরকারী চাকরী ছাড়া তোমার পক্ষে অসম্ভব, সে কথা বলতেও আমি তোমার কাছে আসিনি অমৃত।

অমৃত : তবে কেন এসেছেন ?

জ্ঞানেন্দ্র : তোমাকে একটা অনুরোধ করতে।

অমৃত : কিসের অনুরোধ ?

জ্ঞানেন্দ্র : ক্ষুদিরাম যে তোমার অমতে আমার আনন্দমঠ সমিতির সভ্য হয়েছে তা জেনেই—

অমৃত : জানার পরও তাকে সমিতিতে রেখেছেন কেন ?

জ্ঞানেন্দ্র : দেশোদ্ধারের জন্য।

অমৃত : দেশোদ্ধারের জন্য আপনি ক্ষুদিরামকে পাবেন না।

জ্ঞানেন্দ্র : আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি।

অমৃত : ভিক্ষা !

জ্ঞানেন্দ্র : হাঁা ভিক্ষা, অমৃত ! সরকারী চাকুরে হলেও তুমি এই দেশেরই ছেলে। এই দেশেরই আলো বাতাস, ফলে জলে, ধূলো কাদায় পুষ্ট হয়েছে তোমার দেহ। মাটীর মায়ের কাছে তুমিও ধনী। চেয়ে দেখ ভাই, অন্নহীন বস্ত্রহীন ভারতের ঘরে ঘরে আজ দারিদ্রতার তাণ্ডব নৃত্য। তোমারই ভারতীয় ভাই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মাটীর সঙ্গে বুকের রক্ত মিশিয়ে মাঠে ফলাচ্ছে সোনা, আর বিদেশী দস্যুদল সেই সোনা বস্তা বস্তা লুটে নিয়ে বিনিময়ে দিচ্ছে মুঠো মুঠো বালি কাঁকর। তা দেখেও তুমি চুপ করে থাকবে ? সন্তানের ব্যথায় ব্যথিতা জন্মভূমি মায়ের অশ্রু মোছাতে একটা প্রতিবাদও করবে না ?

অমৃত : মাষ্টার মশাই !

জ্ঞানেন্দ্র : নিজে প্রতিবাদ করতে না পারো, যার প্রতিবাদ করার সাহস আছে তাকে বাধা দিও না অমৃত। ক্ষুদিরাম অগ্নিশিশু, তাকে আমি অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছি। তুমি ভিক্ষা দাও।

অমৃত : ভিক্ষা নেই, আপনি ফিরে যান।

জ্ঞানেন্দ্র : অমৃত !

অমৃত : আমি আপনার পায়ে ধরে বলে যাচ্ছি মাষ্টার মশাই ! ক্ষুদিরামকে আপনি স্বদেশী নেশায় মাতিয়ে দেবেন না। আমার স্ত্রী-পুত্র-বাড়ী ঘর জমি-জিরাৎ, এমন কি আমার প্রাণও আমি হাসিমুখে আপনার আনন্দমঠকে দিতে পারি, কিন্তু পারি না ওই ক্ষুদিরামকে দিতে।

জ্ঞানেন্দ্র : কেন অমৃত ?

অমৃত : কেন জানেন ? আমার স্ত্রী অপরূপার কাছে ক্ষুদি তার ছোট ভাই,

কিন্তু আমার কাছে সে যে আমার ছেলের চেয়েও বেশী। তাই স্বদেশী করে সে পুলিশের গুলিতে জীবন দেবে, সেকথা আমি কল্পনাও করতে পারি না মাষ্টার মশাই, কল্পনাও করতে পারি না।

[প্রস্থান।

জ্ঞানেন্দ্র : তোমার অন্ধ স্নেহের শিকলে ক্ষুদিরামকে তুমিও বেঁধে রাখতে পারবে না অমৃত। এই জ্ঞান মাষ্টারের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত অগ্নিশিশু সে, দেশমায়ের মুক্তি যজ্ঞে হাসি মুখে আত্মদান করে কোটী কোটী ভারতবাসীর কানে কানে সে বলে যাবেই—আমার মরণে লভিয়া জীবন, জাগোরে সকল দেশ। [প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

শিল্প প্রদর্শনী সম্মুখ

যোগানন্দ গাহিতেছিল।

যোগানন্দ :

গীত

জাগরে মানুষ জাগ।
কান পেতে শোন গাইছে বাতাস
ভৈরবেরই রাগ ॥
ঘুমিয়ে তোরা থাকবি কত,
মানুষ হয়ে মেষের মত,
মারছে যারা পিঠে চাবুক,
তাদের মাথা তাগ ॥
কাঁদায় যারা তোদের মা য়ে,
তাদের খুনে পা ধোয়া রে,
বীরের মত মাটীর বুকে
রাখ না বীরের দাগ ॥

ক্ষুদিরাম : [নেপথ্যে] বন্দেমাতরম্—বন্দেমাতরম্ !

যোগানন্দ : ওই ক্ষুদিরাম বন্দেমাতরম পুস্তিকা বিলোচ্ছে, পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে সারা মেলাটায় যেন বিদ্যুতের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। এতটুকু ছেলের মধ্যে এমন কর্মকুশলতা আমি আর কোথাও দেখিনি। সত্যই ক্ষুদিরাম আমাদের গর্ব।

রামচন্দ্রের প্রবেশ।

রাম : তা যা বলেছো যোগানন্দ, ক্ষুদি আমাদের গর্ব।

যোগানন্দ : রাবণের মুখে রামের গুণগান ? মাষ্টার মশাই সুর পাল্টেছেন দেখছি।

রাম : বেসুরো কখনও গেয়েছি বলে তো মনে হয় না।

যোগানন্দ : সেদিন দারোগা বাবুর কাছে কোন সুর ধরেছিলেন।

রাম : হেঃ-হেঃ-হেঃ, তুমি একেবারে নাবালক। বোঝ না কেন ? পুলিশের ভেতরে ঢুকে পেটের কথা জেনে নিতে হয়। নইলে ক্ষুদিরামকে ? আহা, আমি কি কম ভালবাসি ?

যোগানন্দ : তা আর আমি জানি না ?

রাম : জান ? বলি কি জান তুমি ?

যোগানন্দ : বেরাল যেমন ইঁদুরকে ভালবাসে, আমাদের ক্ষুদিরামকেও আপনি ঠিক সেই রকম ভালবাসেন।

রাম : মানে তুমি আমাকে অবিশ্বাস করছো ?

যোগানন্দ : বিভীষণকে কেউ বিশ্বাস করে না মাষ্টার মশাই। ক্ষুদি যেমন সারা বাংলার গৌরব, আপনি তেমনি আমাদের মেদিনীপুরের অগৌরব।

রাম : [কর্কশকণ্ঠে] যোগানন্দ !

যোগানন্দ : ক্ষুদিরামকে পুলিশের হাতে তুলে দিতেই আপনি যে জাল পেতে বসে আছেন, তা আমাদের জানতে বাকী নেই। তবে খুব হুঁশিয়ার !

আপনার বিভীষণগিরির কথা আমি আনন্দমঠের লোকেদের কাণে তুলে দিয়েছি। বাগে পেলে তারাও আপনাকে—

রাম : কি করবে ?

যোগানন্দ : গায়ের চামড়া তুলে নিয়ে নুন ছিটিয়ে দেবে। [প্রস্থান।

রাম : নুন ছিটিয়ে দেবে রাম মাষ্টারের গায়ে! দেওয়াচ্ছি, বেটারা ঘুঘু দেখেছে ফাঁদ দেখেনি। আগে ক্ষুদে ছোঁড়াকে জেলে ঢোকাই, তারপর সত্যেন, জ্ঞান মাষ্টার, যোগানন্দ সব ক'টাকে এক দড়িতে বেঁধে—

কিছু বন্দেমাতরম্ পুস্তিকা লইয়া ক্ষুদিরামের প্রবেশ।

ক্ষুদিরাম: [নিজ মনে] বন্দেমাতরম্—বন্দেমাতরম্। নির্লজ্জ বৃটিশ সরকারের অত্যাচারের কাহিনী পড়ুন। বন্দেমাতরম্, বন্দে—[সহসা রামচন্দ্রকে দেখিয়া] কে! মাষ্টার মশাই ?

রাম : চল, আমি তোকে পুলিশের হাতে তুলে দেব। [ক্ষুদিরামের হাত ধরিল]

ক্ষুদিরাম : হাত ছাড়ুন। [জোরে হেঁচ্‌কা টানে হাত ছাডাইযা লইয়া] আপনার লজ্জা করে না ? ভারতবাসী হয়ে ভারতবাসীর শত্রু ইংরেজের দালালী করছেন ?

রাম : বটে, [চীৎকার করিয়া] সেপাই—ও সেপাইজী—

হনুমন্তের প্রবেশ।

হনুমন্ত : কেয়া মাষ্টারজী ? গিধ্বোড়কা মাফিক চিল্লাতা হ্যায় কাহে ?

রাম : চিল্লাতা হ্যায় কি সাধে ? গুঁতোয় পড়ে। এই লেড়কা বন্দেমাতরম্ করতা হ্যায়, দেখতা নেহী ?

হনুমন্ত : হাঁ ? বন্দমাতরম্ ? এ লেড়কা! কেয়া বোলতা ?

ক্ষুদিরাম : বেশ করছি। [পূর্ববৎ চীৎকার করিয়া] বন্দেমাতরম্—বন্দেমাতরম্—

রাম : পাকড়ো পাকড়ো সেপাইজী ! হাম দারোগাবাবুকো ডাক দেতা হায়। ও দারোগাবাবু—দারোগাবাবু— [প্রস্থান।

হনুমন্ত : এই, ভাগো হিঁয়াসে বন্দমাতরম্ করেগা তো আভি তোমকো ফাটকমে লে যায়েগা।

ক্ষুদিরাম : ফাটকে ঢুকিয়েই কি তুমি আমার মুখ বন্ধ করতে পারবে সিপাইজী ? তার চেয়ে পথ ছাড়ো, এখনও অনেকগুলো পুস্তিকা বিলোতে বাকী আছে। বন্দেমাতরম্— [প্রস্থানোদ্যত।

যোগেশ মুখুজ্যের প্রবেশ।

যোগেশ : খবরদার, বন্দেমাতরম্ বন্দেমাতরম্—করলে আমি তোকে চাব্‌কে ঠাণ্ডা করে দেব। জানিস, আমি পুলিশ ইনেসপেকটার যোগেশ মুখুজ্যে।

ক্ষুদিরাম : আরও জানি তোমরা ইংরেজের পা-চাটা গোলাম। তোমাদেরই সহযোগিতায় মুষ্টিমেয় সাদা বাঁদরের দল চল্লিশ কোটী ভারতবাসীকে মেষের মত শাসন করছে। ধিক তোমাদের! জন্মভূমি মাকে ভুলে সোনার থালে রাজভোগ খাওয়ার লোভে যারা পরদেশী দস্যুর পা চাটে, তাদের মুখ দেখলেও পাপ হয়।

যোগেশ : সাট্ আপ্ ইডিয়ট ! আমি পুলিশ ইনেসপেকটার যোগেশ মুখুজ্যে, আমার মুখের ওপর কথা ? হনুমন্ত, গ্রেপ্তার কর।

হনুমন্ত : জী হুজুর ! [ক্ষুদিরামের হাত ধরিয়া] চল্ লেড়কা।

ক্ষুদিরাম : হাত ছাড় সিপাইজী।

হনুমন্ত : কাহে ছোড়েগা ?

ক্ষুদিরাম : তোমার বাপ ছোড়েগা—[সজোরে টান মারিয়া হাত ছাড়াইয়া লইল]

হনুমন্ত : খবরদার [পুনরায় ক্ষুদিরামের হাত ধরিতে উদ্যত]

ক্ষুদিরাম : তবে রে বিদেশীর গোলাম ! [হনুমন্তের নাকের ডগায় প্রচণ্ড এক ঘুষি মারিল]

হনুমন্ত : ও-হো-হো-সীআরাম ! [নাকে হাত দিয়া বসিয়া পড়িল]

যোগেশ : আরে পাকড়ো না !

হনুমন্ত : [উঠিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষিপ্ত হইয়া] আভি পাকড়ে গা। শালে তোম মেরা নাকমে ঘুষি লাগায়া ! হাম ধোলাই দেকে তুম্‌কো ঠাণ্ডা কর দেগা। [লাঠি দ্বারা ক্ষুদিরামকে প্রহার করিতে উদ্যত]

সহসা সত্যেন আসিয়া লাঠি ধরিয়া ফেলিল।

সত্যেন : কর কি—কর কি সিপাইজী ! ওযে ডেপুটি সাহেবের ছেলে।

হনুমন্ত : ডেপুটী সাবকা লেড়কা !

ক্ষুদিরাম : (চীৎকার করতঃ) বন্দেমাতরম্—বন্দেমাতরম্—

[বিদ্যুৎগতিতে প্রস্থান।

যোগেশ : ঝুট্—ঝুট্ বাত, ডেপুটী সাহেবের ছেলে নয়। আমি ওকে চিনি। ও মেদিনীপুর কোর্টের হেড ক্লার্ক অমৃতবাবুর শালা ক্ষুদিরাম। সত্যেন বাবু; আপনি তো বেশ মশাই ! ভাঁওতা দিয়ে আসামীকে ছিনিয়ে নিলেন।

সত্যেন : আসামী হলে নিশ্চয়ই নিতুম না।

যোগেশ : ও বন্দেমাতরম্ পুস্তিকা বিলোচ্ছে।

সত্যেন : আপনাদেরও বন্দেমাতরম্ করা উচিত।

যোগেশ : আমি পুলিশ ইন্‌সপেকটর যোগেশ মুখুজ্যে—

সত্যেন : স্বদেশীওয়ালারা কিন্তু সাদা পাঁঠার সঙ্গে পুলিশ ইনসপেকটার যোগেশ মুখুজ্যেকেও বলি দেবে।

যোগেশ : মুখ সামলে কথা বলবেন মশাই ! আমি কি পাঁঠা ? যে আমাকে বলি দেবে ?

সত্যেন : দেশের সঙ্গে যারা বেইমানী করে, পাঁঠা হওয়ার যোগ্যতাও তাদের নেই যোগেশ বাবু।

যোগেশ : তবে আমরা কি?

সত্যেন : আপনারা কেউটে সাপ। নইলে যে মায়ের দুধ খেয়ে মানুষ হয়েছেন, গোলামীর নেশায় তার বুকে ছোবল মারতে পারতেন না।

যোগেশ : আমি আপনার চাকরী খাবো।

সত্যেন : পরিশ্রমটা বৃথাই হবে যোগেশ বাবু! ক্ষিদে আপনার মিটবে না। কারণ আপনি খাওয়ার আগেই আমি চাকরী ছেড়ে দেব।

যোগেশ : চাকরী ছেড়ে দিয়ে খাবেন কি ?

সত্যেন : আপনাদের মত মীরজাফরের মাথা।

যোগেশ : সত্যেন বাবু!

সত্যেন : মাথা বাঁচাতে পারবেন না যোগেশবাবু! স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে সারা দেশ। অরবিন্দ, বারীন দাস, পুলিন বিহারী, জ্ঞান মাষ্টার, প্রফুল্ল চাকী, সত্যেন বসু, ক্ষুদিরামের মত কোটী কোটী আগুনের গোলা তৈরী হয়েছে আপনাদের ধ্বংস কামনায়। কংগ্রেসের নরম পন্থীরা অহিংসার মন্ত্র নিয়ে ইংরেজ সরকারের দুয়ারে ধর্ণা দিলেও—এই চরম পন্থীরা তা দেবে না। ওই সাদা মর্কটদের সঙ্গে আপনাদেরও রক্তে পরাধীনতার গ্লানি মুছে, ভারতের মাটীতে স্বাধীন ভারতবাসার বিজয় পতাকা ওড়াবেই।

[প্রস্থান।

যোগেশ : হনুমন্ত! হাঁ করে দেখতা হায় কেয়া?

হনুমন্ত : দেখতা নেহি সাব, শুন্‌তা হায়।

যোগেশ : ও সব শোনা মহাপাপ। ক্ষুদিরামকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা দেখ।

রামচন্দ্রের প্রবেশ।

রাম : ক্ষুদিরামের সন্ধান আমি এনেছি দারোগাবাবু।

যোগেশ : এনেছেন ? কোথায় সে ?

রাম : ওই একজিবিশানের পেছন দিকে এখনও পুস্তিকা বিলোচ্ছে ! এখনি গেলে তাকে পাকড়াও করা যাবে।

যোগেশ : হনুমন্ত ! পাকড়ো উস্‌কো।

হনুমন্ত : আপ পাকড়াইয়ে সাব, হামি পারবে না।

রাম : বল কি সিপাইজী ! তুমি সেপাই হয়ে—

হনুমন্ত : সিপাহীকা নোকরী হাম ছোড় দেগা।

যোগেশ : সত্যেন বাবুর মত তোমারও মাথা খারাপ হল নাকি ?

হনুমন্ত : মাথা পিছে বিগড়েছিল হুজুর। লেকিন আভি ক্ষুদিরামকো ঘুষি আউর সত্যেন বাবুকা বাৎ শুনিয়ে ঠিক হো গিয়া। তাই রোটীকে লিয়ে পরদেশী কুত্তার গোলামী হনুমন্ত আউর নেহি করে গা।

[প্রস্থান।

রাম : এখন উপায় কি দারোগা বাবু ? ক্ষুদিরামকে গ্রেপ্তার করতে না পারলে আমার যে ঘুম হবে না।

যোগেশ : তাতে আমার কি ?

রাম : আপনার কিছু না হলেও, আমার প্রিয়বন্ধু ইংরেজ সরকারের যে সর্বনাশ হবে।

যোগেশ : এই—হুঁশিয়ার, ইংরেজ সরকারের সর্বনাশের কথা বল্লে আমি আপনাকে কিলিয়ে কাঁটাল পাকাবো।

রাম : তা পাকাবেন বৈকি ! আমি নিরীহ গোবেচারী ইস্কুল মাষ্টার কিনা, আমার ওপরেই যত জুলুম, ওদিকে ক্ষুদিরাম—

যোগেশ : ক্ষুদিরামের জন্য আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ? আমি পুলিশ

ইনেস্পেকটার যোগেশ মুখুজ্যে। ঘুমিয়ে থাকার ছেলে নই মশাই। কোথায় পালাবে ক্ষুদিরাম? পিঁপড়ের গর্তে ঢুকলেও আমি তাকে খুঁজে এনে—

রাম: কি করবেন?

যোগেশ: কিছুই করবো না।

[প্রস্থান।

রাম: ছোট লোকটার আক্কেল দেখলে? বলে কিছুই করবো না। কিন্তু আমার যে মাথা বাঁচানো দায় হ'ল দেখছি। ক্ষুদে তো সামনে কিছু বলবে না, পেছন থেকে ইট মেরে আমার শ্রীফলের মত মাথাটা হয়তো ফুটি ফাটা করে দেবে। না, এবার ভোল পাল্টে ওই জ্ঞান মাষ্টারের দলেই মিশতে হবে। ইংরেজের দালালী করে আর কোন শালা?

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

গুপ্তসমিতি কক্ষ

জ্ঞানেন্দ্রের প্রবেশ।

জ্ঞানেন্দ্র: মেদিনীপুরের একটা অগ্নিশিশু দুর্ধর্ষ বৃটিশশক্তির ভিত নড়িয়ে দিয়েছে। শিল্প প্রদর্শনীর মাঠে বন্দেমাতরম্ পুস্তিকা বিতরণের অপরাধে ক্ষুদিরামকে এ্যারেষ্ট করার পর, নাবালক শিশু জ্ঞানে তাকে মুক্তি দিলেও, তার ওপর কড়া নজর রাখতে ভোলেনি। একটা নয় ক্ষুদিরামের মত এমনি লক্ষ লক্ষ আগুনের গোলা তৈরী করে যেদিন ইংরেজকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারবো, সেই দিনই সার্থক হবে জ্ঞান মাষ্টারের স্বপ্ন।

ক্ষুদিরামের প্রবেশ।

ক্ষুদিরাম : আপনার স্বপ্ন ব্যর্থ হবে না মাষ্টার মশাই।

জ্ঞানেন্দ্র : ক্ষুদিরাম! হাটগাছা থেকে আজই ফিরলে বুঝি?

ক্ষুদিরাম : দিদি, দাদাবাবু, ললিত এরা সব কাল সকালেই আসবে।

জ্ঞানেন্দ্র : তুমি এত রাত্রে ফিরে এলে যে?

ক্ষুদিরাম : [পকেট হইতে কিছু টাকা বাহির করিয়া] এই টাকাগুলোর জন্যেই আমাকে আগে আসতে হল। নিন মাষ্টার মশাই, এগুলো। [জ্ঞানেন্দ্রের হাতে টাকাগুলি দিল]

জ্ঞানেন্দ্র : [টাকাগুলি হাতে লইয়া, বিস্ময় সহকারে] এত টাকা!

ক্ষুদিরাম : গুপ্ত সমিতির খরচ চালাবার জন্যে সেদিন আপনাকে চিন্তিত দেখেই—

জ্ঞান : এতগুলো টাকা তুমি কার কাছে ভিক্ষা চেয়ে নিয়ে এলে ক্ষুদিরাম?

ক্ষুদিরাম : [বিনম্র কণ্ঠে] ভিক্ষা নয় মাষ্টার মশাই!

জ্ঞানেন্দ্র : তবে?

ক্ষুদিরাম : আমি ডাকাতি করেছি।

জ্ঞানেন্দ্র : [অতীব আশ্চর্য্য হইয়া] ডাকাতি!

ক্ষুদিরাম : হ্যাঁ, বৃটিশ সরকারের একজন ডাক হরকরার কাছ থেকে টাকা গুলো আমি ছিনিয়ে নিয়েছি।

জ্ঞানেন্দ্র : ক্ষুদিরাম!

ক্ষুদিরাম : ভেবে দেখলাম, ভারতবাসীর ডেলা ডেলা বুকের রক্তেই তো জমে আছে ওদের সিন্দুক। আমাদেরই পরনের কাপড়, খিদের ভাত কেড়ে নিয়ে ওরা নাইট ক্লাবে স্ফূর্তির ফোয়ারা ওড়াচ্ছে, অথচ গরীবের দল অনাহারে শুকিয়ে পথে পড়ে মরছে। কেন সইবো

এই অন্যায় ? আমাদেরই দেশের লুণ্ঠিত সম্পদ লুটে নিয়ে আমি দু'হাতে দান করবো দেশের সেবায়।

জ্ঞানেন্দ্র : ওরে সিংহশিশু ! আমি তোকে কি বলে আশীর্বাদ করবো ?

সত্যেনের প্রবেশ।

সত্যেন : আশীর্বাদ করুন দাদা, দেশোদ্ধারের কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় ক্ষুদিরাম যেন হাসিমুখে উত্তীর্ণ হতে পারে।

জ্ঞানেন্দ্র : কি সে পরীক্ষা সত্যেন ?

সত্যেন : অত্যাচারী কিংস্‌ফোর্ডকে হত্যা করা।

ক্ষুদিরাম : কিংস্‌ফোর্ড ?

সত্যেন : হাঁ্যা ভাই। কোলকাতার প্রেসিডেন্সী চীফ ম্যাজিষ্ট্রেট অত্যাচারী কিংস্‌ফোর্ড বর্তমানে মজঃফরপুরের সেসন জজ হয়ে বদলী হয়েছে।

জ্ঞানেন্দ্র : তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত ?

সত্যেন্দ্র : কোলকাতার গুপ্ত সমিতি থেকেই সে সিদ্ধান্ত পাশ হয়ে গেছে। সমস্ত বিপ্লবী নেতারা একমত হয়ে ঠিক করেছেন, এই বাংলা দেশ থেকে দুজন তরুণ বিপ্লবীকে মজঃফরপুরে পাঠাবেন। তাদের মধ্যে একজন বিখ্যাত বিপ্লবী বারীন দাসের মনোনীত বগুড়ার প্রফুল্ল চাকী।

জ্ঞানেন্দ্র : প্রফুল চাকী !

প্রফুল্ল চাকীর প্রবেশ।

প্রফুল্ল : প্রফুল্ল চাকীকে আপনি না চিনলেও, প্রফুল্ল চাকী কিন্তু আপনার নাম অনেক আগে থেকেই শুনেছে মাষ্টার মশাই।

সত্যেন্দ্র : প্রফুল্ল, তুমি কখন এলে ?

প্রফুল্ল : কোলকাতা থেকে আপনার পিছন পিছনই ধাওয়া করেছি সত্যেনদা, তবে আপনাকে জানতে দিইনি।

সত্যেন্দ্র : এখানে কোন প্রয়োজন ?

প্রফুল্ল : প্রয়োজন তেমন কিছু নয়। ভাবলুম দেশ-মায়ের নীরব কর্মী আমাদের শ্রদ্ধেয় মাষ্টার মশাই-এর আশীর্বাদও নেওয়া হবে, আর তুমি যাকে মনোনীত করেছো, আমার সেই সহকর্মীর সঙ্গেও আগে থেকে একটু আলাপ করে নেওয়া যাবে। পায়ের ধুলো দিন মাষ্টার মশাই ! [জ্ঞানেন্দ্রের পদধূলি গ্রহণ]

জ্ঞানেন্দ্র : আশীর্বাদ করি দিগ্‌বিজয়ী হও বাবা। তুমিই প্রফুল্ল চাকী ? ক্ষুদিরাম যেমন আমার অগ্নিশিশু, তুমিও তেমনি বারীন দাসের। সত্যেন, দেখছো কি ? ইংরেজের আর বেশী দিন নয়। পৃথীরাজের দীর্ঘশ্বাস, সিরাজদ্দৌলার হা-হুতাশ, মীরকাশিমের মর্মবাণী, মহারাজ নন্দকুমারের অভিশাপের সঙ্গে তাঁতিয়াটোপী লক্ষীবাঈ-এর মত শত শত দেশ-মায়ের সুসন্তানের অমর আত্মার সংমিশ্রণে, আজ আকাশ থেকে ঠিকরে পড়েছে ত্রেতার রাম আর দ্বাপরের অর্জুন। জয় এবার অনিবার্য।

প্রফুল্ল : সত্যেন দা, তোমাদের আনন্দমঠ থেকে কাকে তুমি আমার সঙ্গে মজঃফরপুরে পাঠাবে বলেছিলে, তার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দাও।

সত্যেন : নিশ্চয়ই দেব ভাই, সে তোমারই মত বীর তরুণ এই ক্ষুদিরাম

[অঙ্গুলি নির্দেশে ক্ষুদিরামকে দেখাইল।]

প্রফুল্ল : [ক্ষুদিরামের দিকে চাহিয়া] ক্ষুদিরাম !

ক্ষুদিরাম : [প্রফুল্লর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া] তুমিই প্রফুল্ল চাকী ?

জ্ঞানেন্দ্র : সত্যেন, এতবড় একটা গুরু দায়িত্ব মাথায় দেওয়ার আগে ক্ষুদিরামের একটা মতামত নেওয়া প্রয়োজন।

সত্যেন : মতামত ?

জ্ঞানেন্দ্র : যদিও ক্ষুদিরাম মায়ের পায়ে নিবেদিত পুষ্পার্ঘ্য, তবু তার ব্যক্তি স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে কিছু করা আমাদের উচিত হয় না। বল ক্ষুদিরাম, দেশ মায়ের শত্রু নিধন যজ্ঞে প্রথম বলি অত্যাচারী কিংস্‌ফোর্ডকে পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে দিতে, মজঃফরপুর যাওয়ায় তোমার সম্পূর্ণ মত আছে তো ?

ক্ষুদিরাম : অমত হবে না মাষ্টার মশাই, যদি আপনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দেন।

জ্ঞানেন্দ্র : কিসের প্রতিশ্রুতি ?

ক্ষুদিরাম : কিংস্‌ফোর্ডকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে গিয়ে, যদি আমরা পৃথিবী থেকে সরে যাই, আমাদের জন্য হতাশ হয়ে স্বাধীনতা যজ্ঞের আগুন আপনি নিভিয়ে দেবেন না ?

জ্ঞানেন্দ্র : জ্ঞান মাষ্টারের মনে হতাশার স্থান নেই ক্ষুদিরাম। তবু আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের বিরুদ্ধে আমি চালিয়ে যাবো আজকের মত ঠিক এমনি সংগ্রাম।

ক্ষুদিরাম : তবে আর আমার অমত নেই সত্যেন দা, সামান্য একজন কর্মী আমি আমার জীবনে যে এমন একটা সুযোগ আসবে, এ আমি কল্পনাও করতে পারি নি। আমার জন্মভূমি মায়ের শত্রু, দেশ ও দশের শত্রু ইংরেজের তাজা রক্তে স্নান করতে আমি যাবো মজঃফরপুর। কী আনন্দ! কী আনন্দ!

প্রফুল্ল : তোমার মত ইংরেজের রক্ত নেশায় আমিও মাতাল ক্ষুদিরাম! এসো, প্রথম দেখার দিনেই দুই সমকর্মী আমরা বন্দী হই প্রীতির বাঁধনে। [ক্ষুদিরামকে সস্নেহে বুকে জড়াইয়া ধরিল]

জ্ঞানেন্দ্র : দুই অগ্নিশিশুর মহামিলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বল সত্যেন— বন্দেমাতরম্‌।

সকলে : বন্দেমাতরম্‌!

গীতকণ্ঠে যোগানন্দের প্রবেশ।

যোগানন্দ :

গীত

ওই গানে সব মাতিয়ে দেবে
বাংলা দেশের প্রাণ।
ঘুম ভেঙে সব উঠুক জেগে
রাখতে মাটির মান॥
যাচ্ছে যারা রক্ত চুষে,
তাদের টুঁটি ধরুক কষে,
দিক বুঝিয়ে বীর বাঙালী
সয় না অপমান॥

সত্যেন : মাটীর মায়ের অপমানের প্রতিশোধ নিতেই দুই বীর বাঙালী শিশুকে অগ্নি-পরীক্ষায় পাঠাচ্ছি যোগানন্দ দা!

যোগানন্দ : আমি সব শুনেছি সত্যেন। ভারত মায়ের কাছে আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, সেই অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দেশের মুখ ওরা উজ্জল করুক—উজ্জল করুক।

প্রফুল্ল : মাষ্টার মশাই, স্বদেশ জননীর আদর্শ সন্তান আপনি, আপনার পায়ের ধূলো নিয়ে আমি ধন্য। আগামী ২৫শে এপ্রিল শনিবার আমরা হাওড়া ষ্টেশন থেকে মজঃফরপুর রওনা হচ্ছি এর মধ্যে হয় তো আপনার সঙ্গে আর দেখা হবে না।

জ্ঞানেন্দ্র : তাই আজ এই শুভদিনেই আমি তোমাদের প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করছি। প্রফুল্ল! ক্ষুদিরাম। বিপদসংকুল দুর্গম পথ অতিক্রম করে অত্যাচারী ইংরেজ কিংস্‌ফোর্ডের রক্তে স্নাত হয়ে বিজয় গর্বে তোমরা ফিরে এসো। আমি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করবো আমার চোখের জলে ধোয়া বিজয়মাল্য নিয়ে।   [প্রস্থান।

ক্ষুদিরাম : সত্যেন দা !

সত্যেন : আমিও তোমাদের আশীর্বাদ করছি ক্ষুদিরাম—প্রফুল্ল ! ভারতের মুক্তি সংগ্রামকে জয় করতে বণিকের ছদ্মবেশে তুলাদণ্ড হাতে নিয়ে আমাদের দেশে এসে, যারা আমাদেরই বুকে শাসনদণ্ড ছুঁড়ে মেরেছে, সেই পররাজ্য লোলুপ বৃটিশের হাত থেকে শাসনদণ্ড কেড়ে নিয়ে, আবার তুলাদণ্ড হাতে দিয়ে সাগর পারে পাঠিয়ে দিতে, কিংস্‌ফোর্ডের রক্ত গায়ে মেখে ফিরে এসো তোমরা। সেদিন কিন্তু আমি তোমাদের বিজয়মাল্য দেব না, শুধু বড ভাই হয়ে সস্নেহে আমি তোমাদের বুকে তুলে নেব। [ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লকে আলিঙ্গন করিল] বল—বন্দেমাবম্।

[প্রস্থান।

ক্ষুদিরাম : বন্দেমাতরম্।

প্রফুল্ল : ক্ষুদিরাম ! আমি পরের ট্রেনেই কোলকাতা ফিরে যাচ্ছি ভাই, তোমার সঙ্গে দেখা হবে ২৫শে এপ্রিল শনিবার হাওড়া ষ্টেশনে। কেমন ? আসি, বন্দেমাতরম্।

[প্রস্থান।

ক্ষুদিরাম : বন্দেমাতরম্। অত্যাচারী কিংস্‌ফোর্ড ! সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ ! প্রস্তুত হও তোমরা, ভারতবাসীকে দেখেছো, এইবার পাবে তাদের শক্তির পরিচয়।

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

অমৃতবাবুর বাটী।

কথা কহিতে কহিতে অপরূপা ও হরিমতীর প্রবেশ।

অপরূপা : ক্ষুদির জন্য আমি বাইরে মুখ দেখাতে পারছি না হরিমতী। ক্ষুদি শেষে ডাকাত হ'লো? ডাকাতি করলে?

হরিমতী : কেন আমি তোমাকে আগে বলিনি—যে তোমার ভাই একটা দস্যি। বিলিতি মালের দোকান পোড়ানো, নুনের নৌকো ডোবানো, দল বেঁধে গেরামে গেরামে স্বদেশী করে বেড়ানো, এসব দেখেও যদি তুমি না বোঝ দিদিমণি।

অপরূপা : সে যে এতখানি করবে তা অগে ভাবিনি হরিমতী। সেদিন হাট-গাছায় পিয়নটা যখন ককিয়ে উঠলো, গাঁয়ের লোকেরা সব ছুটে গেল, এদিকে হাঁপাতে হাঁপাতে টাকার থলি নিয়ে ক্ষুদিকে বাড়ীতে ঢুকতে দেখেই, তবে তো বুঝলুম সে কতখানি উচ্ছন্নে গেছে। না, আর আমি তাকে আবদার দেব না, শাসন করবো। হ্যাঁ আমি তাকে— কিন্তু কাকে শাসন করবো হরিমতী? হাটগাছা থেকে ফেরা অবধি মুহূর্তের জন্যও সে বাড়ীতে আসেনি। ক্ষুদি কি সত্যই আমাদের ভুলে গেল?

হরিমতী : আমি বলি কি দিদিমণি, তোমার দস্যি ভাই-এর ঘাড়ে একটা বোঝা চাপিয়ে দাও। যেমনকার তেমনি ঠিক হবে।

অপরূপা : বোঝা?

হরিমতী : হ্যাঁ-গো। এই যেমন তুমি চেপে আছো দাদাবাবুর ঘাড়ে। আমি চেপে আছি আমাদের কর্তার ঘাড়ে, সেই রকম।

অপরূপা : তুই কি ক্ষুদির বিয়ের কথা বলছিস?

হরিমতী : হ্যাঁ গো হ্যাঁ—বিয়ে। বয়েস কালের ছোঁড়ারা অমন বেচাল হয়। একটা টুকটুকে মেয়ে দেখে কাঁধে চাপিয়ে দাও, তারপর দেখি কেমন বাড়ীর বাইরে যায়।

অপরূপা : তুই ঠিক বলেছিস হরিমতী। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে ক্ষুদি আঠারো পেরিয়ে উনিশে পড়লো, তাছাড়া তোর দাদাবাবুও ক্ষুদির চাকরীর জন্যে কোথায় নাকি দরখাস্ত করেছে।

হরিমতী : তবে আর কি ? চাকরী আর সুন্দরী বউ, একসঙ্গে দুটো পেলে দেখে নিও তোমার ক্ষুদে ভাইএর স্বদিশী মাথায় গিয়ে উঠবে। বল তো ঘটকালীতে উঠে পড়ে লেগে যাই।

অপরূপা : তোর সন্ধানে তেমন মেয়ে আছে ?

হরিমতী : নেই কিগো দিদিমণি ! বলি এই হরিমতীকে তুমি ভাবো কি ? আমার বাপের বাড়ী ঘোষেদের গণ্ডা গণ্ডা মেয়ে আছে। ক'টা নেবে? আহা মেয়ে তো নয় যেন সব অপ্সরী।

অপরূপা : তুই কথা বল হরিমতী, আমি ক্ষুদির বিয়ে দেব।

হরিমতী : সে তোমায় আর বলতে হবে না। আমি কালই কথা পাড়বো। হ্যাঁ, আজ চলি রাত অনেক হ'ল, মিন্‌সে হয়তো গঞ্জ থেকে এসে বসে আছে। দেরী হলে কুলুক্ষেত্তর করবে। তবে তুমি কিছু ভেব নি দিদিমণি, সামনের লগনেই যদি তোমার ভাইয়ের চার হাত এক করাতে না পারি, আমার নাম হরিমতীই নয়। [প্রস্থান।

অপরূপা : বিয়ে ! ক্ষুদির বিয়ে ? হ্যাঁ, এই আমার শেষ চেষ্টা, কিন্তু যদি ক্ষুদি রাজী না হয় ? হবে নাই বা কেন ? কি ভেবেছে সে ? মা না হ'লেও, মায়ের স্নেহ দিয়ে কোলে পিঠে করে যাকে এত বড়টি করেছি, তার ওপর কি আমার কিছু দাবী নেই ? নিশ্চয়ই আছে, সহজে না শোনে, আমি তাকে—

ক্ষুদিরামের প্রবেশ।

ক্ষুদিরাম : দিদি!

অপরূপা : [কোন কথা বলিল না, কৃত্রিম রাগের ভান করতঃ মুখ ফিরাইল]

ক্ষুদিরাম : কথা বলছো না যে দিদি?

অপরূপা : [কৃত্রিম গাম্ভীর্য সহকারে] আমি তোর সঙ্গে কথা বলবো না।

ক্ষুদিরাম : তুমি রাগ করেছো দিদি?

অপরূপা : হ্যাঁ। তুই কি ভেবেছিস, লেখাপড়া ছেড়ে দিনরাত গুণ্ডামী ডাকাতি করে বেড়াবি, আর আমি তা সহ্য করবো? না তা কিছুতেই হবে না। তুই যখন মানুষ হলি না, তোর সঙ্গে আমি কথাও বলবো না—এ বাড়ীতে থাকতেও দেব না। যা—দূর হ' এখান থেকে।

ক্ষুদিরাম : সে না হয় হবো, কিন্তু এখন যে আমার খুব খিদে পেয়েছে দিদি।

অপরূপা : আমি জানি না। যাদের সঙ্গে মিশে স্বদেশী করিস, এবার থেকে তারা তোকে খেতে দেবে।

ক্ষুদিরাম : [অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে] বেশ, তাড়িয়ে যখন দিলে আমি ফিরেই যাচ্ছি। আর তোমার কাছে আসবো না; কোন দিন না।

[প্রস্থানোদ্যত]

অপরূপা : ক্ষুদি—

ক্ষুদিরাম : [ফিরিয়া] কি?

অপরূপা : রাগ করে কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি? দুটো কথা বলেছি অমনি কাঁটা-খোঁচার মত বিঁধে গেছে। তোকে কি সত্যিই আমি তাড়িয়ে দিতে পারি ক্ষুদি? তোর দিদিকে তুই এতখানি নিষ্ঠুর ভাবতে পারলি?

ক্ষুদিরাম : না দিদি, তা পারি না। আমি জানি তুমি যা বলেছো মনে নয়—

মুখে। মাকে কখনও দেখিনি, মায়ের স্নেহ কখনও পাইনি, তবে মনে হয় তোমার চেয়ে হয়তো বেশী নয়।

অপরূপা : না রে পাগল, মায়ের স্নেহের এক কণাও আমি তোকে দিতে পারিনি। তবু তুই যখন আমাকে অতবড় করে দেখিস, আমার একটা কথা রাখবি ক্ষুদি ?

ক্ষুদিরাম : নিশ্চয় রাখবো দিদি ! বল কি কথা ?

অপরূপা : তোর দাদাবাবু তোর জন্যে একটা চাকরী দেখেছে।

ক্ষুদিরাম : চাকরী ?

অপরূপা : হঁ্যা, আমিও হরিমতীকে তোর বিয়ের সম্বন্ধ করতে বলেছি।

ক্ষুদিরাম : বিয়ে !

অপরূপা : হঁ্যা—হঁ্যা বিয়ে। তোকে বিয়ে করতে হবে, চাকরী করতে হবে, আর পাঁচজনের মত সংসার করতে হবে।

ক্ষুদিরাম: দিদি—

অপরূপা : এ আমার দাবী নয় ক্ষুদিরাম—অনুরোধ। মায়ের কাছে আমি কথা দিয়েছিলাম, তোকে মানুষ করবো, বিয়ে দেব, তোর সংসার করে দেব। সে কথা কি আমার মিথ্যা হবে ? চুপ করে থাকিসনি ক্ষুদি ! বল, আমি তোর কাছে কোনদিন কোন অনুরোধ করিনি। এই একটা অনুরোধ তুই রাখবি না ?

ক্ষুদিরাম : তা এর জন্য আবার অনুরোধ করার কি আছে দিদি ? পুরুষ মানুষ বিয়ে করবো না, চাকরী করবো না তো করবো কি ? তুমি মেয়ে দেখ দিদি, দিনও ঠিক করে ফেল, আমি রাজী। হঁ্যা—তবে কি জান দিদি, এখন কিন্তু আমার পেটের মধ্যে রাবণের চিতা দাউ দাউ করে জলছে, তুমি কিছু খাবার নিয়ে এসো।

অপরূপা : এখনি আনছি, একটু বোস্। [প্রস্থানোদ্যতা]

ক্ষুদিরাম : দিদি !

অপরূপা : [ফিরিয়া] কিরে ?

ক্ষুদিরাম : তুমি একবার হাসো দিদি !

অপরূপা : [সস্নেহে ক্ষুদিরামের গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে] সোনা আমার, যাদু আমার, তোর মুখে হাসি দেখে আমি কি না হেসে পারি রে ? একটু বোস, আমি এখনই খাবার আনছি, কেমন ?

[মৃদু হাসিয়া প্রস্থান ।

ক্ষুদিরাম : [উদ্দেশ্যে] অপরাধ নিও না দিদি ! বিদায় নেওয়ার আগে তোমার মুখে হাসি দেখতেই মিথ্যা কথা বলতে হ'ল। দেশ-মায়ের ডাক যার কানে এসেছে, বিয়ে চাকরী তার জন্য নয়। তুমি আমাকে ক্ষমা কর দিদি, জানিয়ে গেলে তুমি আমাকে যেতে দিতে না। তাই আমার মনের কথা লেখা চিঠিখানা এখানে রেখে, [চিঠিখানি রাখিল] তোমার চলে যাওয়া পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে—তোমাকে একটা প্রণাম করে যাচ্ছি, হতভাগ্য ক্ষুদিকে তুমি আশীর্বাদ ক'রো, আমার জীবনের বিনিময়েও দেশের একটা শত্রুকেও অন্ততঃ আমি যেন শেষ করতে পারি।

[অপরূপার চলিয়া যাওয়া পদধূলি মাথায় লইয়া প্রস্থানোদ্যত]

সহসা ললিতের প্রবেশ।

ললিত : এই যে মামা।

ক্ষুদিরাম : ললিত !

ললিত : মতলবখানা কি বলতো মামা ?

ক্ষুদিরাম : তুই লাঠিখেলা শিখবি ?

ললিত : থাক, খুব হয়েছে। সেই কবে একটা প্যাঁচ শিখিয়ে দিয়ে একেবারে ডুব !

ক্ষুদিরাম : লাঠি নিয়ে আয়!

ললিত : এখনি?

ক্ষুদিরাম : হ্যাঁ, নতুন একটা প্যাঁচ শিখেছি, দেরী হলে ভুলে যাবো।

ললিত : ঠিক আছে, আমি যাবো আর আসবো।

[প্রস্থান।

ক্ষুদিরাম : এখানেও মিথ্যা। উপায় নেই, ললিত, দিদি, দাদাবাবু,—সবাইকে ছেড়ে আমাকে চলে যেতে হবে—দূরে, অনেক দূরে—অনেক দূরে। আবার কি আমি ফিরে আসতে পারবো? আবার কি আমার সাধের মেদিনীপুর, স্বপ্নের মেদিনীপুর আমার শৈশবের স্মৃতি বিজড়িত মেদিনীপুরের পবিত্র মাটীতে বসে, শান্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবো? ওকি! দিদির জলে ভরা দুটি চোখ? ললিতের কাতর মুখ? দাদাবাবুর ধ্যান-গম্ভীর নীরব বেদনা? না না, আমি—

রাগিণীর প্রবেশ।

রাগিনী : আয়—চলে আয়।

ক্ষুদিরাম : তুমি?

রাগিনী : আমি যে তোর সাথী, তোকে ফেলে কি থাকতে পারি?

ক্ষুদিরাম : কিন্তু—

রাগিনী : এখনও কিন্তু কিরে পাগল? তুই যে মায়ের পায়ে নিবেদিত নৈবেদ্য। বিয়ে, চাকরী, সংসার, এসব মায়ার বাঁধন কি তোর জন্যে?

ক্ষুদিরাম : আমার খেলার সাথী ললিত, আমার মাতৃস্থানীয়া বড়দি, আমার স্নেহময় দাদাবাবু—

রাগিনী : মাত্র ওই তিনজনের জন্য কোটী কোটী ভারতবাসীকে তুই ভুলে যাবি?

ক্ষুদিরাম : কোটী কোটী ভারতবাসী!

রাগিনী : ওই দেখ, নিষ্ঠুর বৃটিশ রাজশক্তির পায়ের তলায় দলিত হয়ে, তোর দেশের ভাই-বোনেরা চোখের জলে ভাসছে। কান পেতে শোন, বিদেশীর কঠিন শিকলে বন্দিনী হয়ে তোর জন্মভূমি মা আকুল কণ্ঠে কাঁদছে। নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের মোহে মাকে ভুলে যাবি? সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে সংসার পাতার জন্যই কি তোর জন্ম? তুই বিরাট—তুই অসীম—তুই অনন্ত। মায়ার বাঁধন ছিঁড়ে আয়—

রাগিনী :

গীত

আয় ওরে আয়।
গগন আকাশ ডাকে বারে বারে,
চঞ্চল আঙিনায়॥
মায়ার বাঁধনে বাঁধিয়া নিজেরে,
কেন বা ভুলিবি আপন-মায়েরে?
চোখ মেলে দেখ ভাসিছে জননী,
নয়নের যমুনায়॥

[ক্ষুদিরাম মন্ত্রমুগ্ধবৎ রাগিনীর সহিত প্রস্থান করিল।

দুই গাছি লাঠি হস্তে ললিতের প্রবেশ।

ললিত : [আপন মনে] লাঠি এনেছি মামা। তোমার নতুন প্যাঁচটা—[ক্ষুদিরামকে না দেখিয়া] আরে, মামা কোথায় গেল? মায়ের কাছে রান্না ঘরে তো যায় নি! তবে—[হঠাৎ মেঝেয় পড়িয়া থাকা পত্রখানি দেখিয়া] একি! মামার হাতে লেখা একখানা চিঠি বলে যেন মনে হচ্ছে? [পত্রখানি লইয়া] কি লেখা আছে?

[পত্র পাঠ] পূজনীয়া বড়দি, দেশের ডাকে আমি তোমাদের ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেলাম। তোমাকে সব কথা জানালে তুমি আমাকে যেতে দেবে না, তাই পত্র লিখেই জানালাম। আর কখনও তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে কিনা জানি না, যদি না হয়, ললিতের মুখের দিকে চেয়ে তুমি ক্ষুদির কথা ভুলে যেও। তোমার আশীর্বাদই আমার পাথেয়। ইতি—তোমার স্নেহপুষ্ট ক্ষুদিরাম। [হতাশায় ভাঙিয়া পড়িল] মামা আমাদের ছেড়ে চলে গেল? আমাকে লাঠিখেলা শেখাবার নাম করে পাঠিয়ে দিয়ে চলে গেল?

খাবার লইয়া অপরূপার প্রবেশ।

অপরূপা : আমার আসতে একটু দেরী হয়ে গেল। কি করি ভাই, খাবার তো তৈরী ছিল না, তাই তৈরী করেই—

ললিত : তোমার খাবার কে খাবে মা?

অপরূপা : কেন ক্ষুদি—

ললিত : মামা নেই মা।

অপরূপা : [ভীত হইয়া] ললিত!

ললিত : আমাকে লাঠিখেলা শেখাবে বলে, লাঠি আনতে পাঠিয়ে এই পত্রখানা রেখে সে আমাদের ফেলে চলে গেছে মা। হয়তো আর কোন দিনই ফিরে আসবে না।

অপরূপা : আসবে না! ক্ষুদি আমাদের ছেড়ে চলে গেল! সে নেই?—[হাত হইতে খাবারগুলি পড়িয়া গেল]

ললিত : হ্যাঁ মা! কোথায় গেছে তাও জানিয়ে যায়নি, পত্রে শুধু লেখা আছে, দেশের ডাকে সে দূরে—অনেক দূরে চলে গেছে।

অপরূপা : চলে গেল? আমি এত কষ্ট করে একরত্তি রক্তের ডেলা থেকে

তাকে মানুষ করলুম, আমার কথা সে একবারও ভাবলে না? চলে গেল? আমার ক্ষুদি—[কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল]

অমৃতের প্রবেশ।

অমৃত : ক্ষুদির জন্য আর তোমাকে ভাবতে হবে না অপরূপা, স্বদেশী করা এবার আমি তার ঘোচাবই। এই দেখ, ক্ষুদির চাকরীতে নিয়োগপত্র! [একটি কাগজ দেখাইল] ওর ভাগ্যটা ভাল। জজসাহেবের কাছে দরখাস্ত করতেই, সঙ্গে সঙ্গেই চাকরীতে বহালের হুকুম। কাল থেকেই ঘাড় ধরে আমি ওকে আফিসে নিয়ে যাবো। মাস ছয়েক মন দিয়ে চাকরী করুক, তার পরই একটা টুকটুকে মেয়ে দেখে......[সহসা মাটীতে পড়িয়া থাকা খাবারের দিকে নজর পড়িতেই] ব্যাপার কি অপরূপা? খাবারগুলো ছড়ানো! তোমারও মুখখানা কাঁদো কাঁদো, চোখে জল! কি হয়েছে রে ললিত? বাড়ীতে কোন কিছু হয়নি তো?

ললিত : হয়েছে বাবা।

অমৃত : [উদ্বিগ্ন হইয়া] কি হয়েছে?

ললিত : মামা—

অমৃত : থামলি কেন? বল কি হয়েছে ক্ষুদির? অসুখ করেছে? ও আমি আগেই জানতুম, দিনরাত ডাংপিটেগিরি করে বেড়ালে সে কি ভাল থাকে? তা হয়েছে কি তার? জ্বর?

ললিত : না।

অমৃত : তবে?

ললিত : মামা আমাদের ছেড়ে চলে গেছে বাবা।

অমৃত : চলে গেছে! ক্ষুদিরাম?

ললিত : এই পত্রখানা পড়ে দেখ, সব বুঝতে পারবে। [অমৃতকে পত্র দান]

অমৃত : [পত্র লইয়া পাঠ করতঃ] ও—এইজন্য তুমি অত ভেঙে পড়েছো অপরূপা ? বেশ হয়েছে, আপদ গেছে। ভাই নয় ও তোমার শত্রু। হ্যাঁ –হ্যাঁ শত্রু। চোখের জল মোছ, কার জন্য কাঁদবে ?

অপরূপা : আমি—আমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি গো। খিদেয় কাতর হয়ে সে আমার কাছে এসেছিল, আমি তাকে 'দূর হয়ে যা' বলেছিলুম, তাই সে অভিমানে চলে গেছে। না না, আমি তাকে যেতে দেব না।

অমৃত : অপরূপা !

অপরূপা : বাধা দিওনা—আমাকে বাধা দিওনা। আমি ক্ষুদিকে ফেরাবো। কোথায় যাবে সে ? কতদূরে ? পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়ে গেলেও আমি তাকে সেখান থেকে খুঁজে আনবো। তিন মুঠো ক্ষুদ দিয়ে আমি তাকে কিনেছিলাম, আমার ক্ষুদের দাম শোধ না করেই সে চলে যাবে ? না না—তা হবে না—তা হতে আমি দেব না।

[প্রস্থানোদ্যতা।

অমৃত : ফিরে এসো অপরূপা—ফিরে এসো।

অপরূপা : আসবো, ক্ষুদিকে নিয়েই ফিরে আসবো, তোমার কাছে সে আপদ হলেও, আমার কাছে তার চেয়ে বড় সম্পদ আর কেউ নেই গো—কেউ নেই। ক্ষুদি—ক্ষুদিরাম—সাড়া দে ভাই, সাড়া দে—

[উন্মাদিনীবৎ প্রস্থান।

অমৃত : আপদ ! ক্ষুদে আমার কাছে আপদ ? আপদই তো, যার জন্যে পাঁচজনের কাছে আমার মাথা নীচু হয়, সেই চোর গুণ্ডা বদমায়েসের ওপর আমার কোন টান নেই। যাক, দূর হয়ে যাক ! অপরূপা তাকে ফিরিয়ে আনলেও আমি আবার তাকে বাড়ীতে ঢোকাবো ? আবার তাকে খেতে পরতে দেব ?

ললিত : বাবা !

অমৃত : না কিছুতেই না ! সে আমার কে ? স্ত্রীর ভাই, তা না হ'লে আমাকে না জানিয়ে সে কি যেতে পারতো ? কখনোই না। মরুক, পুলিশের লাঠি খেয়ে মরুক, জেলখানায় পচে মরুক, খিদের জ্বালায় রাস্তার এঁটো খাবার কুড়িয়ে খাক, আমার কি ? আমি তারজন্য একটা নিঃশ্বাসও ফেলবো না, এক ফোঁটা চোখের জলও না। কাঁদবো ভেবেছিস ? ক্ষুদির জন্য আমি—

ললিত : বাবা !

অমৃত : তোর মাকে ফেরা ললিত, অন্ধকার রাত একা ছুটে গেল। তুই তাকে—

ললিত : শুধু মাকে নয় বাবা ! মামাকেও আমি ফিরিয়ে আনবো ! আমারই জন্য সে পালাবার সুযোগ পেয়েছে। আমি যদি লাঠি আনতে না যেতুম, তাহ'লে মামা কিছুতেই যেতে পারতো না ! আমি তাকে ফিরিয়ে আনবোই।

অমৃত : ললিত !

ললিত : দুজনে একসঙ্গে ধূলো-কাদা মেখে মানুষ হয়েছি। ছেলেবেলায় মামা আমাকে না দেখে এক মুহূর্তও থাকতে পারতো না ! আমিও তাকে কাছে না পেলে চোখে অন্ধকার দেখতাম। সব কথা ভুলে নিষ্ঠুর হয়ে মামা আমাদের ছেড়ে চলে যাবে, আর আমি মুখ বুজে বসে থাকবো ? না বাবা, মামাকে ফেরাতে সারা মেদিনীপুর আমি চুঁড়ে ফেলবো। মামা—ফিরে এসো, মামা—

[উচ্চৈস্বরে ডাকিতে ডাকিতে প্রস্থান।

অমৃত : ক্ষুদিরামকে ফিরিয়ে আনতে ওরা সবাই পাগল হয়ে ছুটে গেল, কিন্তু আমি ? আমি কি করবো ?

যোগেশ মুখুজ্জের প্রবেশ।

যোগেশ : করার কিছুই নেই মিঃ রায়! সরকারের হুকুমেই—

অমৃত : যোগেশবাবু!

যোগেশ : হ্যাঁ, আমি পুলিশ ইনেস্‌পেক্টার যোগেশ মুখুজ্জে

অমৃত : আমার এখানে কেন?

যোগেশ : কেন আবার জিগ্যেস করছেন? আপনি সরকারী কাজ করলেও, আপনার শালা যে বেসরকারী কাজে মেতে উঠেছে, সে খবর নিশ্চয়ই রাখেন?

অমৃত : তা রাখি, কিন্তু—

যোগেশ : কিন্তু বলে ঢোক গিললেই আমি শুনবো মশাই। হাটগাছার সরকারী পিয়নের টাকা লুঠ করেছে আপনার শালা।

অমৃত : সে সম্বন্ধে তেমন কোন প্রমাণ আছে?

যোগেশ : প্রমাণ যোগাড় করতে কতক্ষণ? তাকে ডেকে দিন, সে কোথায়?

অমৃত : ক্ষুদিরাম নেই।

যোগেশ : নেই তো কর্পূরের মত উবে গেল নাকি?

অমৃত : যোগেশবাবু!

যোগেশ : আমি তাকে চাই।

অমৃত : কেন? ক্ষুদিরামকে এ্যারেষ্ট করবেন?

যোগেশ : না অমৃতবাবু! বাংলা মায়ের সেই দুরন্ত সৈনিককে আমি একটা ধন্তবাদ দিয়ে যাবো।

অমৃত : যোগেশবাবু!

যোগেশ : স্বার্থের খাতিরে ইংরেজের গোলামী বজায় রাখতে একদিন আমি দেশবাসীর উপর অনেক নির্যাতন করেছি, কিন্তু আজ ক্ষুদিরামের উৎসাহ উদ্দীপনা মহান ত্যাগের আদর্শ আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছে,

তাই আমি তার কাছে আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে আসিনি; এসেছি তাকে একটা ছোট বাহবা দিয়ে, আমার অনুতাপের জ্বালা জুড়োতে।

অমৃত : সে নেই যোগেশবাবু, আমায় স্নেহের বাঁধন ছিঁড়ে সে পালিয়ে গেছে।

যোগেশ : পালিয়ে গেছে!

অমৃত : তাকে ফিরিয়ে আনতেই আমার স্ত্রী-পুত্র সবাই উন্মাদের মত ছুটে গেছে। তাদের পিছনে আমিও যাবো।

যোগেশ : গিয়েও লাভ নেই অমৃতবাবু, দেশ-মায়ের দুরন্ত সৈনিক সে। তাকে বেঁধে রাখার চেষ্টা না করে বরং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানান, ক্ষুদিরাম জয়ী হোক—জয়ী হোক।

[প্রস্থান।

অমৃত : ক্ষুদিরামকে পুলিশ ইনেসপেক্টর যোগেশবাবুও এতবড় করে দেখে? ওদের ক্ষুদিরাম, জ্ঞান মাষ্টারের ক্ষুদিরাম, আমার ক্ষুদিরাম নয়! অপরূপা জানে না এই অমৃতের বুকে কতখানি স্থান জুড়ে বসে আছে সে। জানতেও কাউকে দেব না। সবার অজ্ঞাতে তাকে নিয়ে আমি যে আশার স্বপ্ন দেখেছি, তা আমি সার্থক করবোই। ক্ষুদিরামকে খুঁজে এনে, আর আমি মেদিনীপুরে থাকবো না। তাকে নিয়ে আমি চলে যাবো সেখানে—যেখানে স্বদেশীর নামগন্ধও নেই।

নেপথ্যে ললিত : মামা—সাড়া দাও—

নেপথ্যে অপরূপা : ক্ষুদি, সাড়া দে—ক্ষুদি—

অমৃত : ওই ললিত, অপরূপা ক্ষুদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, আমিও ওদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে খুঁজে বেড়াবো তাকে, ক্ষুদি—ক্ষুদিরাম—ফিরে আয়—ফিরে আয়।

[ডাকিতে ডাকিতে প্রস্থান।

দ্বিতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য।

দেবালয় মধ্য

জ্ঞানেন্দ্র ও সত্যেনের প্রবেশ।

জ্ঞানেন্দ্র : ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল নির্বিঘ্নে মজঃফরপুর রওনা হয়ে গেছে ?

সত্যেন : হ্যাঁ দাদা।

জ্ঞানেন্দ্র : তাদের প্রয়োজনীয় সব জিনিস-পত্র ঠিকমত দেওয়া হয়েছে ?

সত্যেন : হয়েছে। রিভলবার, গুলী, বোমা—তাছাড়া রেলওয়ে টাইম টেবিল, টাকা পয়সা, সবই তাদের সঙ্গে আছে। তবে ক্ষুদিরামের দিদি বড ভেঙে পড়েছে দাদা।

জ্ঞানেন্দ্র : কে ভেঙে পড়েছে তা দেখতে গেলে আমাদের চলবে না সত্যেন। অভিমন্যুর যুদ্ধযাত্রার আগে সুভদ্রাও ভেঙে পড়েছিল, তা বলে পাণ্ডবরা কি অভিমন্যুকে যুদ্ধে পাঠায় নি ?

সত্যেন : দাদা !

জ্ঞানেন্দ্র : বিদেশী দস্যুর কবল থেকে জন্মভূমিকে মুক্ত করতে—ক্ষুদিরাম প্রফুল্লর মত হাজার হাজার সন্তানকে তাদের মা বোনের বুক থেকে ছিনিয়ে আনতে হবে। শত্রুপক্ষের অস্ত্রাঘাতে তাদের রক্তরাঙা দেহগুলো হয়তো ভারত মায়ের শ্যামাঞ্চলে রক্তপলাশ হয়ে ফুটে থাকবে, তাতে পেছিয়ে গেলে হবে না ভাই।

সত্যেন : পেছিয়ে যাওয়ার কথা আমার মনে স্থান পায় না দাদা ! আমরা এসেছি সংগ্রাম করতে সংগ্রাম করেই যাবো।

জ্ঞানেন্দ্র : আর সে সংগ্রাম সার্থক হবে যদি আগামী দিনের মানুষ স্বাধীন

ভারতের মাটীতে দাঁড়িয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারে। যাক, তোমার কি মনে হয় সত্যেন, ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকী অত্যাচারী কিংসফোর্ডকে মৃত্যুদণ্ড দিতে সক্ষম হবে ?

সত্যেন : ক্ষুদিরাম প্রফুল্লর উপর আমি যথেষ্ট আশা রাখি দাদা।

জ্ঞানেন্দ্র : তবে এসো, সে আশা যাতে ব্যর্থ না হয়, তারই উদ্দেশ্যে ক্ষুদিরাম প্রফুল্লর জয় কামনা করে এই মহানিশায় আমরা পূজা করি আদ্যাশক্তি মায়ের।

রামচন্দ্রের গলার উড়ানী ধরিয়া বলপূর্বক টানিতে টানিতে যোগানন্দের প্রবেশ।

যোগানন্দ : মায়ের পূজায় আমি বলি এনেছি মাষ্টার মশাই !

সত্যেন : একি যোগানন্দদা, রামবাবুকে—

রাম : দেখ দেখ সত্যেন, নিরীহ শিক্ষকের ওপর কি অবিচার। আমি তোমাদের আনন্দ মঠের খাতায় নাম লেখাব বলে এখানে এসেছিলাম, আর যোগানন্দ আমাকে ধরে—

যোগানন্দ : বেকায়দায় পড়ে এখানে সুর পাল্টেছো মাষ্টার ? তুমি আমাদের গুপ্ত আড্ডার সন্ধান পুলিশ সুপারকে দাওনি ?

জ্ঞানেন্দ্র : বল কি যোগানন্দ, আমাদের গুপ্ত আড্ডার কথা—

যোগানন্দ : এই শয়তানটার মুখে শুনেই, পুলিশ সুপার নিজে গোরাপল্টন নিয়ে এখানে আসছে।

সত্যেন : রামবাবু !

রাম : মিছে কথা, ডাহা মিছে কথা।

যোগানন্দ : মিছে কথা ? সেদিন ক্ষুদিরামের কথা বলতে যেমন থানায় ছুটে গিয়েছিলে, তেমনি আজ সন্ধ্যায় পুলিশ সুপারের কোয়ার্টারে গিয়ে

গুপ্ত আড্ডার সন্ধান দিয়ে আসনি ? বল— ? সত্য কিনা উত্তর দাও ?

রাম : বলছি, অত ধমকাচ্ছো কেন ?

জ্ঞানেন্দ্র : রামচন্দ্র !

রাম : হ্যাঁ, মানে—জ্ঞানেন্দ্র তুমি আমার সহকর্মী, আমার অবস্থা সব তো জান ? ঘরে আমার একাদশটী ছেলে মেয়ে ; অকালে আমার ভবলীলা সাঙ্গ হ'লে' গিন্নী কাত্যায়নী কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে পথে দাঁড়াবে। দোহাই তোমার, হাতের সুখ করতে চাও, ঘা কতক জুতো পেটা কর, কিন্তু প্রাণে মেরো না।

জ্ঞানেন্দ্র : মারবো না, আমি তোমাকে মায়ের কাছে বলি দেব।

রাম : বলি ? ওরে বাবা। শুনেই যে আমার মাথা ঘুরছে, চোখে অন্ধকার দেখছি। ও সত্যেন, এই আমি তোমার মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করছি, কস্মিনকালেও এমন কাজ করবো না। এবার থেকে দিন রাত শুধু বন্দেমাতরম্ জপ করবো। অবলা জ্ঞানে এবারটা তোমরা আমাকে ক্ষমা কর।

জ্ঞানেন্দ্র : ক্ষমা ? মীরজাফরের বংশকে আমি করবো ক্ষমা ? হাঃ-হাঃ-হাঃ ! ওরে দেশদ্রোহী জাতীর কলংক ! প্রস্তুত হ', ছাগ বলির পরিবর্তে মায়ের পূজায় আমি তোকেই দেব নরবলি। [দেবালয় মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেবী মূর্তির হস্ত হইতে খড়্গ লইয়া উত্তোলন]

রাম : [ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে] ক্ষমা, ক্ষমা—

সত্যেন : [খড়্গ ধরিয়া ফেলিয়া] ক্ষমা করুন দাদা। কাপুরুষের রক্তে মায়ের পবিত্র খড়্গকে কলংকিত করবেন না।

রাম : [পূর্ববৎ ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে] ঠিক বলেছো ভায়া, আমি

কাপুরুষ—একেবারে কাপুরুষ। তোমরা আমায় প্রাণে মের না। দয়া করে আমাকে বাঁচতে দাও।

জ্ঞানেন্দ্র : বাঁচবে ?

রাম : বাঁচবো না ? এই তো সবে পৃথিবীতে এলুম ! কি খেলুম—কি দেখলুম ? এরই মধ্যে—

যোগানন্দ : পশুর প্রাণ নিয়ে বেঁচে লাভ কি ?

রাম : সে আর তুমি বুঝবে কি ভায়া ? আমি না থাকলে একাদশটী ছেলে মেয়ে নিয়ে আমাব গিন্নী কাত্যায়নীর কি গতি হবে ?

জ্ঞানেন্দ্র : যাও—ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ আমি করবো না। তবে সাবধান রামচন্দ্র, ভবিষ্যতে বিপ্লবী দলের পিছনে লাগলে—

রাম : আবাব লাগি ? আজ তুমি যে গুঁতো দিলে, নেহাৎ শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে গিন্নীর শাঁখা সিঁদুরের জোর ছিল তাই রক্ষে, তা না হলে—এই কান মলছি নাক মলছি, তুমি দেখে নিও জ্ঞানেন্দ্র, এবার থেকে উঠতে-বসতে-খেতে-শুতে শুধু বন্দেমাতরম্—বন্দেমাতরম্—

যোগানন্দ : যাও—

রাম : যাবই তো, তোদের দেখে ভয় নাকি ? মনে রাখিস, আমি রাম মাষ্টার, হাঁ—

[ছুটিয়া পলায়ন।

যোগানন্দ : রাম মাষ্টারকে ছাড়া ঠিক হল না মাষ্টার মশাই। ও বিশ্বাসঘাতক।

সত্যেন : হলেও কাপুরুষ।

জ্ঞানেন্দ্র : কাপুরুষের রক্তেই আমি স্নান করবো, যদি ওর স্বভাবের পরিবর্তন না হয়। [নেপথ্যে গুলির শব্দ] ওকি !

যোগানন্দ : মনে হয় পুলিশ সুপার সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে জংগল ঘেরাও করে গুলি চালাচ্ছে।

সত্যেন : যোগানন্দদা আনন্দমঠের সৈনিকদের জাগিয়ে দাও ।

যোগানন্দ : শুধু জাগিয়ে দেওয়া নয় ভাই—আমি ওদের কানে শোনাবো মায়ের অভয় বাণী—

[পুনরায় নেপথ্যে গুলীর শব্দ]

যোগানন্দ :

গীত

নাহি ভয়—নাহি ভয় ।
নাশিতে শত্রু ধর হাতিয়ার,
হবে জয়—হবে জয় ॥
তোমরা মায়ের দুরন্ত সেনা,
অরাতি শোণিতে শোধ কর দেনা,
ছুটে চল সবে পিছনে যে আছে
জননীর বরাভয় ॥

[গীতান্তে বন্দেমাতরম ধ্বনি দিতে দিতে প্রস্থান ।

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে : বন্দেমাতরম্ !

জ্ঞানেন্দ্র : জেগেছে—জেগেছে, বাংলার দামাল ছেলেরা জেগেছে । আলুলায়িতা কুন্তলা নির্য্যাতীতা ভারত মায়ের রুদ্রবীণায় ওরাই বাজিয়ে দেবে শত্রু ধ্বংসের ভৈরব রাগিনী । আমিও নিশ্চেষ্ট থাকবো না সত্যেন, আমার আরাধ্যা আদ্যাশক্তি মায়ের রক্তপিয়াসী খর্পর হাতে নিয়ে, আমিও ছুটে যাবো ।

সত্যেন : আপনাকে ওই মরণ সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে আমি দেব না দাদা, গুপ্তপথ দিয়ে আপনি আত্মরক্ষা করুন । পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে দেহের শেষ রক্তবিন্দু ঢেলেও আমি সংগ্রাম করে যাবো ।

জ্ঞানেন্দ্র : তুমি সংগ্রাম করবে আর আমি পালিয়ে যাবো সত্যেন ?

সত্যেন : এ পালানো আপনার নিজের জন্য নয়। দেশের জন্য—জাতির জন্য—আপনাকে আত্মগোপন করতেই হবে। আপনি না থাকলে ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল সত্যেনের মতো লাখো লাখো বীর সন্তান তৈরী করবে কে ?

জ্ঞানেন্দ্র : সত্যেন !

সত্যেন : শত্রুর মোকাবিলা করতে গিয়ে সত্যেন যদি মরে, এমন কিছু ক্ষতি হবে না দাদা, কিন্তু আপনার মত একজন আদর্শ বিপ্লবী নেতা অকালে জীবন দিলে দেশের যে ক্ষতি হবে, শত সত্যেনও তা পূর্ণ করতে পারবে না।

[প্রস্থান।

জ্ঞানেন্দ্র : তোমাদের কাছে জ্ঞান মাষ্টারের জীবন যতখানি মূল্যবান, জ্ঞান মাষ্টারের কাছে তোমাদের জীবন তার চেয়ে অনেক বেশী দামী। তবু আমি তোমার অবাধ্য হবো না সত্যেন। আমার মন্ত্রশিষ্য ক্ষুদিরামের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে, আঁজকের অতর্কিত আক্রমণের প্রতিশোধে, শত্রুর বুকে বৃহত্তর আঘাত হানতেই মাতৃপূজা অসমাপ্ত রেখে, মায়ের দেবীঘট মাথায় নিয়ে আমি চোরের মত পালিয়ে যাবো গোপনে। [দেবীঘট মাথায় তুলিয়া] মাগো ! তোমার মৃন্ময়ী মূর্তির পায়ের তলায় রেখে গেল জ্ঞান মাষ্টার তার অশ্রুসিক্ত আবেদন। যাদের বিশ্বাসঘাতকতায় বোধনেই তোমার বিজয়ার বাদ্য বাজিয়ে দিতে হল। ওই বিদেশী হানাদারদের সঙ্গে সেই জাতীদ্রোহী বিভীষণদের তুমি ক্ষমা ক'র না মা—ক্ষমা ক'র না।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মজঃফরপুর পথ

জনৈক কনেষ্টবলের প্রবেশ।

কনেষ্টবল : আসামী পকড়নে হোগা। কোলকাত্তা সে খবর আয়া, কই ডাকুলোক জজ সাহাব কো জান খতম কর দেনেকো ফন্দি আঁটতা। এসিকাওয়াস্তে সাবকো কড়া হুকুম, আসামী ধরনে হোগা। ইস্‌লিয়ে খানাপিনা ছোড়কে দিন রাত জজ সাহাবকো বাংলো পাহারা দেতা। চানাওয়ালা যাতা—ফেরীওয়ালা যাতা, ভিস্তিওয়ালা যাতা, লেকিন আসামী কাঁহা? তব্‌ভি আসামী ধরনে হোগা। বহুৎ আচ্ছা! সরকার কি মর্জি। কেয়া করে? আসামী ধরনে হোগা—[দূরে চাহিয়া] আরে দো আদমী হুঁয়া খাড়া হোকে কেয়া করতা? [জোরে চীৎকার করতঃ] এ—এ ভেইয়া! হিঁয়া আ যাও।

প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরামের প্রবেশ। ক্ষুদিরামের হাতে একটি সুটকেশ।

প্রফুল্ল : আমাদের ডাকছো সেপাইজী?

কনেষ্টবল : হাঁ, তোমলোক তো বাঙালী হ্যায়, মালুম হোতা?

ক্ষুদিরাম : ঠিক মালুম হোতা সিপাইজী।

কনেষ্টবল : তোমলোককো নাম কেয়া?

ক্ষুদিরাম : আমার নাম দুর্গাদাস সেন।

প্রফুল্ল : আমার নাম দীনেশ চন্দ্র রায়, আমরা দুই বন্ধু।

কনেষ্টবল : হিঁয়া কাঁহা থা?

প্রফুল্ল : ধর্মশালা মে।

কনেষ্টবল : ঠিক সে বাতাও! কোন্ কাম মে মজঃফরপুর মে আয়া?

ক্ষুদিরাম : ব্যবসা করতে এসেছি সিপাইজী।

কনেষ্টবল : বেওসা ?

ক্ষুদিরাম : হ্যাঁ, মানে কোলকাতায় আমার বাবার বিরাট ব্যবসা আছে কিনা।

কনেষ্টবল : কৌন বেওসা ?

ক্ষুদিরাম : কোন ? মানে—

প্রফুল্ল : কাপড়ের ব্যবসা সিপাইজী !

কনেষ্টবল : কাপড়া কা ?

ক্ষুদিরাম : হ্যাঁ, বাবার ইচ্ছা এই মজঃফরপুরেও একটা কাপড়ের ব্যবসা ফাঁদেন। তাই তাঁর বন্ধুর কাছেই আমরা এসেছি, যদি কোন সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়।

কনেষ্টবল : তুমহারা পিতাজী কা দোস্ত ? কৌন্ আদমী তুমহারা পিতাজী কা দোস্ত ?

ক্ষুদিরাম : কিশোরীমোহন বন্দোপাধ্যায়, ধর্মশালার ম্যানেজার।

কনেষ্টবল : উ—সুটকেশ মে কৌন চিজ হ্যায় ?

প্রফুল্ল : সুটকেশ মে ? সুটকেশ মে কাগজ-পত্র, টাকা-কড়ি, এই সব, আর কি ?

কনেষ্টবল : ঠিক হ্যায়, বড়া সাব কো পাশ চলিয়ে।

ক্ষুদিরাম : এ্যাঁ, বড় সাহেবের পাশে গিয়ে আমরা কি করবো সিপাইজী ?

কনেষ্টবল : জরুর যানে হোগা। হাম হিঁয়া খাড়া রহতা কাহে জানতা ? আসামী পকড়নে কে লিয়ে।

প্রফুল্ল : তা আমরা তো আসামী নই বাবা ! মিছিমিছি ঝামেলা বাড়াচ্ছো কেন ? ছেড়ে দাও, বেশী রাত হলে ধর্মশালায় ঢুকতে দেবে না।

কনেষ্টবল : ও বাৎ হামি নেহি শুনেগা। আসামী ধরনে হোগা। চলিয়ে—

ক্ষুদিরাম : দেখ সিপাইজী, আমরা না জেনে এই রাস্তায় এসে পড়েছি। এই

নাও, কিছু জলখাবার খেও [দুটি টাকা কনেষ্টবলের হাতে দিতে উদ্যত]

কনেষ্টবল : কেয়া ? রূপেয়া ? ঘুষ ? আরে ছো ছো, তোম এতনা বুডবাক আদমী হ্যায় ? সামনে সে ঘুষ দেতা হ্যায় কাহে ? পিছে দেও— [পিছন ফিরিয়া হাত পাতিল]

ক্ষুদিরাম : ঠিক হ্যায় লিজিয়ে, [কনেষ্টবলের হাতে টাকা প্রদান]

কনেষ্টবল : জীতা রহ বেটা। জলদি ধরমশালা মে চলা যাও। ইয়ে রাস্তা মে বহুৎ ঝামেলা হোতা। সাবকো হুকুম, আসামী ধরনে হোগা, সমঝা ? দেরী মৎ করিয়ে। [সুরে] এ মহুয়ারে—ভজলে সীয়ারাম—

[সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে প্রস্থান।

প্রফুল্ল : খুব কায়দা করে সিপাইজীকে হটিয়েছো ক্ষুদিরাম।

ক্ষুদিরাম : সুটকেশের দিকে কি রকম কটমট করে চাইছিল দেখেছো ? ধরা পড়ে গেলেই সব মাটী হ'তো।

প্রফুল্ল : কিন্তু এ রকম রাস্তায় ধর্ণা দিয়ে লাভ কি ? কিংসফোর্ডের বাংলো যখন আমরা দেখে এসেছি, তখন সোজা বাংলোতে গিয়েই বোম চার্জ করলে তো ভাল হয়।

ক্ষুদিরাম : সে ইচ্ছা যে আমার হয়নি তা নয় প্রফুল্ল। প্রথম যেদিন বাংলোতে গিয়ে কিংস্‌ফোর্ডকে দেখি, সেই দিনই আমার মাথায় খুন চেপেছিল। মনে হয়েছিল অত্যাচারী বিদেশী বর্বরটাকে বাংলো শুদ্ধই আমি উড়িয়ে দিই। কিন্তু পরক্ষণেই চোখের সামনে ভেসে উঠলো নিরীহ মানুষগুলোর কাতর মুখ। সঙ্গে সঙ্গে রক্তলোলুপ ক্ষুদিরামের অন্তর সমুদ্র আলোড়িত করে জেগে উঠলো সুপ্ত মনুষ্যত্ব। সে যেন দীপ্ত হুংকারে আমাকে জানিয়ে দিলে, একের অপরাধে দশজনকে শাস্তি দেওয়ার কোন অধিকার আমার নেই।

প্রফুল্ল : কিন্তু এভাবে বোম নিয়ে কতদিন পথে পথে ঘোরা ফেরা করবে ?

ক্ষুদিরাম : বেশী দিন আর নয়। আমি ভালো ভাবেই জেনেছি, সন্ধ্যার সময় কিংসফোর্ড ক্লাবে টেনিস খেলতে যায়। ফিরে আসে এই পথ ধরেই একা। সুতরাং—[দূরে লক্ষ্য করিয়া] প্রফুল্ল ! আসছে—

প্রফুল্ল : কিংসফোর্ড ?

ক্ষুদিরাম : হ্যাঁ, ওই দেখ গাড়ীর মধ্যে সেই সাদা বাঁদরটা বসে আছে।

প্রফুল্ল : জয় মা ভারত জননী ! আমিই ওকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেব।

ক্ষুদিরাম : না--তুমি নও—আমি। মাতৃপূজায় সাদা পাঁঠা বলি আমিই করবো। [সুটকেশ খুলিয়া একটি বোমা লইয়া] এই নাও সুটকেশটা তুমি রাখো। যদি আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হই, দ্বিতীয় বার তুমি চার্জ করবে।

প্রফুল্ল : [ক্ষুদিরামের হাত হইতে সুটকেশ লইয়া] বেশ, তাই হবে।

ক্ষুদিরাম : গাড়ী কাছাকাছি এসে গেছে, এসো প্রফুল্ল, ওই ঝোপটার আড়াল থেকেই কাজ শেষ করি। অত্যাচারী কিংস্‌ফোর্ড ! মৃত্যু তোমার শিয়রে।

[উভয়ের প্রস্থান।

[কিছুক্ষণের মধ্যেই বোমা বিস্ফোরণের ভীষণ শব্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে কোলাহল ও বহুকণ্ঠে "দুষমন—দুষমন, পাকড়ো—পাকড়ো" চীৎকার]

কিছু পরে ছুটিয়া কনেষ্টবলের প্রবেশ।

কনেষ্টবল : জয় রাম জী—জয় রাম জী—এ কেয়া বাৎ ? বোম্। কাঁহাসে বোম আয়া ? কৌন বোম মারা ? আকাশমে বোম নিকালা না মাটী ফোঁড় কর্ বোম উঠা ? [উচ্চৈঃস্বরে] এ তহশিলদার—এ ফৈজুদ্দীন ভাই—পাক্‌ড়ো—পাকড়ো।

[ছুটিয়া প্রস্থান।

দ্রুতপদে চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলিয়া ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লর প্রবেশ।

ক্ষুদিরাম : কাজ শেষ !

প্রফুল্ল : একেবারে খতম তো ?

ক্ষুদিরাম : সে আর বলতে। একটা নয়, কিংসফোর্ডের সঙ্গে মনে হয় আরও একটা সাদা বাঁদর ছিল। প্রফুল্ল! দেশমায়ের পূজায় নির্বিঘ্নে বলি সমাপন করেছি। এমনি একের পর এক যতগুলো সাদা মর্কট আছে আমাদের দেশে, সবাইকে যেদিন শেষ করতে পারবো—

প্রফুল্ল : উচ্ছ্বাসের সময় নয় ক্ষুদিরাম। পুলিশ চারিদিক ঘিরে তন্ন তন্ন করে খুঁজছে। চল আত্মরক্ষার চেষ্টা করি।

ক্ষুদিরাম : দুজনে একসঙ্গে গেলে বিপদ আছে। আমি চললুম সমস্তিপুরের দিকে।

প্রফুল্ল : আমিও রওনা হচ্ছি বাঁকীপুরের দিকে।

ক্ষুদিরাম : তাই যাও, পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে যদি কোলকাতায় পৌছাতে পারি, আবার দেখা হবে ভাই। আর যদি না পারি.তাতেও দুঃখ নেই প্রফুল্ল। এ জন্মের ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাস বুকে নিয়ে পরজন্মে আবার আমরা পরাধীন ভারতমায়ের কোলেই ফিরে আসবো, আজকের মত এমনি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, সেদিন আবার আমরা করবো মুক্তি সংগ্রাম।

প্রফুল্ল : ক্ষুদিরাম !

ক্ষুদিরাম : আসি ভাই বিদায়, বন্দেমাতরম্—

[প্রস্থান।

প্রফুল্ল : বন্দেমাতরম্। চলে গেল ক্ষুদিরাম। ক'টা দিন দুজনে এক সঙ্গে ছিলাম, আমাদের দুটো মন যেন এক সুরে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল।

ক্ষুদিরামের সঙ্গে আর দেখা হবে না। না হোক, দেশের শত্রু, জাতীর শত্রু অত্যাচারী কিংস্‌ফোর্ড মরেছে এই যথেষ্ট, আর কিছুই চাই না।
[প্রস্থানোদ্যত]

সহসা কনেষ্টবলের প্রবেশ।

কনেষ্টবল : এই হুঁশিয়ার। খাড়া হো যাও।

প্রফুল্ল : কে! সেপাইজী? আমার সবনাশ হয়ে গেছে সেপাইজী—সর্বনাশ হয়ে গেছে।

কনেষ্টবল : আরে সর্বনাশ তো হামলোককো হুয়া।

প্রফুল্ল : আমার বন্ধু সেই দুর্গাদাস যে বোমা থাকে একদম খতম হো গিয়া।

কনেষ্টবল : এঁ্যা—খতম?

প্রফুল্ল : এই টাকার বাক্সটা রাখিয়ে, হাম উস্‌কো সাথ শেষ দেখা করকে আভি আয়েগা।

কনেষ্টবল : কেয়া রূপেয়া কা বাক্স? দেও—[প্রফুল্লর হাত হইতে সুটকেসটা লইয়া] শুনিয়ে তুম্ আভি আয়েগা তো?

প্রফুল্ল : কাহে নেহী আয়েগা? আয়েগা আউর যায়েগা, যায়েগা আউর নেহি আয়েগা। [প্রস্থান।

কনেষ্টবল : ঠিক হায়—ঠিক হায়—কেয়া বোলা? নেহী আয়েগা? আবে নেহী আয়েগা তো কেয়া হোগা? মিস্ কেনেডী আউর মিসেস কেনেডী বোমাসে খতম হুয়া, উসিসে হামারা কেয়া জরুরৎ? হাম রূপেয়া কা বাক্স লেকে ভাগ যায়েগা। দেখি কিতনা রূপেয়া হায় বাক্সমে! [বাক্স খুলিয়া দেখিল তাহার মধ্যে একটি বোমা। বোম দেখিয়া সভয়ে লাফাইয়া উঠিয়া] আরে বাপ্! ইয়ে কেয়া? বোম! রূপেয়া কা বদলা বোম? [উচ্চৈস্বরে] এ সেপাই ভাই সব! দুষমন—দুষমন, পাকড়ো—পাকড়ো, আসামী ধরনে হোগা—
[বাক্স ফেলিয়া প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

ওয়েনী ষ্টেশন পার্শ্ব।

[দূর হইতে ওয়েনী ষ্টেশনে গাড়ী আসিবার সতর্ক ঘণ্টা শোনা গেল। সেই সঙ্গে একটি চা-ওয়ালার কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল, "চাই গরম চা" একটি পান বিড়ি বিক্রেতার কণ্ঠস্বরও শোনা গেল "পান বিড়ি সিগারেট।"]

দোকানদার : নাঃ, দিনকাল যা পড়েছে ব্যবসা বাণিজ্য সব শিকেয় উঠবে। ৬টার গাড়ী ৯টায় এলে ব্যবসা চলে কতক্ষণ? মজঃফরপুরে বোমা ফাটলো, তার ২৫ মাইল দূরে এই ওয়েনী ইষ্টিশানেও ধবপাকড়ের ঠ্যালায় অস্থির। আজ বিশ বছর এই ওয়েনী ইষ্টিশানের পাশে মুদিখানার দোকান চালাচ্ছি। পুলিশ দারোগা সকলেই এই শর্ম্মাকে চেনে, তবু দিনে দশ বার করে ধমকে যাচ্ছে। যেন আমিই বোমা মেরেছি আর কি? দেখি ঘণ্টা তো হল গাড়ী কখন আসে।

ফতেসিং ও শিউপ্রসাদ নামে দুইজন কনেষ্টবলের প্রবেশ।

ফতেসিং : আরে শিউপ্রসাদ!

শিউপ্রসাদ : কা ভৈল ফতে সিং?

ফতেসিং : থোড়া খৈনী খিলাও।

শিউপ্রসাদ : আরে খৈনী তো খা গৈল বা, লেকিন আসামী নেহী পকড়নে সেকতা, তব নোকরী যায়েগা মালুম হোতা?

ফতেসিং : আসামী আভি পকড়নে হোগা।

শিউপ্রসাদ : কাঁহা—কাঁহা আসামী?

ফতেসিং : [দোকানদারকে দেখাইয়া] এ শালে ডাকু আছে। পাকড়ো উস্‌কো।

দোকানদার : এঁ্যা—এ কেয়া বোলতা সিপাইজী ?

ফতেসিং : বোলতা তোমকো ফাটকমে লে যায়েগা।

দোকানদার : ফাটক ? ওরে বাবা সে কি কথা ? আমাকে ফাটকে ঢোকাতা হ্যায় কেন বাবা ?

ফতেসিং : তোম্ মজঃফরপুর মে বোমা মারা হ্যায়।

দোকান : বোমা ! দোহাই সেপাইজী। ও বাৎ ব'ল না, এখনি আমি ভুঁড়ী ফাট্‌কে পটল তোলে গা।

শিউপ্রসাদ : মৎ ডরো, তোম্ তো মুদিওয়ালা ?

দোকানদার : হ্যাঁ বাবা, তবে তোমাদের ঠ্যালায় এখন দেখছি চানাওয়ালাই হতে হবে।

ফতেসিং : এই শুনিয়ে, কঈ ভিন দেশী আদমী হিঁয়া আয়', তুম দেখতা নেহি।

দোকানদার : কাহে দেখতা নেহি ? ইষ্টিশানের পাশে দোকান করতা, কত লোক আতা কত লোক যাতা।

ফতেসিং : আরে ও বাৎ হাম বোলতা নেহি। হাম বোলতা হ্যায় মজঃফরপুর সে বোম মারকে যো ফেরার হো গিয়া উসিকে বাৎ।

শিউপ্রসাদ : চলিয়ে চলিয়ে, হিঁয়া বাজে বকনে সে কঈ ফায়দা নেহি, টেশন কা বগলমে থোড়া দেখনে হোগা।

ফতেসিং : জরুর দেখনে হোগা, চলিয়ে [প্রস্থানোদ্যত হইয়া] এই মুদিওয়ালা ! কঈ ভিন দেশী আদমী নজরসে পড়া তব হামারা ডেরামে জলদি জলদি খবর ভেজেগা—সমঝা ? [শিউপ্রসাদ ও ফতেসিংএর প্রস্থান।

দোকানদার : গুষ্টির পিণ্ডি দেগা, খবর দেগা। আমি যেন ওদের মাইনে করা চাকর আর কি ? তাইতো, গাড়ীর তো এখনও টিকি দেখা যাচ্ছে না। আর গাড়ী এলেই বা যাচ্ছি কি করে ? পুলিশের ঠ্যালায় কি বাইরে বেরোবার উপায় আছে ?

ক্ষুদিরামের প্রবেশ, তাহার দেহ ক্লান্ত, চোখ মুখ কালি মাখা, মাথার চুল আগোছাল এবং খালি পা। দোকানদার ক্ষুদিরামকে দেখিয়া থতমত খাইয়া বলিল।

দোকানদার : কে? তুমি কে হে ছোকরা?

ক্ষুদিরাম : আমি—আমি একজন বিদেশী। এই ষ্টেশনেব নাম কি?

দোকানদার : এই ইষ্টিশানের নাম ওয়েনী।

ক্ষুদিরাম : ও, আমাকে একটু জল খাওয়াবেন? পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে।

দোকানদার : ইষ্টিশানেই জলের কল আছে, পেট ভরে জল খাওগে, এখন আমার সময় নেই।

ক্ষুদিরাম : আচ্ছা [ফিরিয়া যাইতে উদ্যত]

দোকানদার : আরে গোসা দেখিয়ে চল্লে কোথায়?

ক্ষুদিরাম : জল খেতে।

দোকানদার : যেতে হবে না, এইখানে দাঁড়াও।

ক্ষুদিরাম : তুমি দেবে?

দোকানদার : না তা দেব কেন? পিপাসায় জল না দিয়ে পরের জন্মে চাতক পাখী হয়ে মরি আর কি। তা তুমি আমার দোকানেই চল না। ওই তো দু'পা গেলেই—

ক্ষুদিরাম : আমার দেহ বড় ক্লান্ত পা আর চলছে না?

দোকানদার : তাতো দেখতেই পাচ্ছি, সারাবাত হেঁটেছো বলেই মনে হচ্ছে। আচ্ছা দাঁড়াও আমি জল আনছি।

[প্রস্থান।

ক্ষুদিরাম : বিদেশী ইংরেজের দল ভারতবাসীর সবকিছু কেড়ে নিয়েছে, পারেনি শুধু এই মহত্বটুকু নিতে। তৃষ্ণার্ত পথিকের মুখে জল দেওয়া,

শরণাগতকে আশ্রয় দেওয়া, ক্ষুধার্তের ক্ষুধা দূর করা, এ যেন ভারতবাসীর রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। যাক, আর ভয় নেই। এক রাতের মধ্যে ২৫ মাইল পথ হেঁটে ওয়েনী ষ্টেশনে যখন এসে পৌঁছেছি, আর আমায় ধরে কে? প্রফুল্লও নিশ্চয়ই নির্বিঘ্নে কোলকাতা রওনা হয়েছে। দেশে ফিরে আগে দিদিকে দাদাবাবুকে প্রণাম করতে হবে। তাঁরা দু'জনেই আমার জন্য নিশ্চয়ই খুব ভেঙে পড়েছে।

একটি পাত্রে জল লইয়া দোকানদারের প্রবেশ।

দোকানদার : এই নাও জল খাও। তবে জল খেয়েই ট্রেন ধরে সরে পড় এখান থেকে। এখানে পুলিশের বড় হাঙ্গামা বুঝেছ?

ক্ষুদিরাম : ও—তাই বুঝি? ঠিক আছে, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। পিপাসায় আমার বুকটা শুকিয়ে গিয়েছিল। দিন ঘটিটা দিন। [দোকানদারের হাত হইতে জলের ঘটি লইয়া] আঃ—এই জলটুকু আমার কাছে সঞ্জীবনী সুধা। [অতি আগ্রহে জল মুখে তুলিতে গেল।]

সেই সময় শিউপ্রসাদ আসিয়া ঘটিটা কাড়িয়া লইল।

শিউপ্রসাদ : পানি পিছে পিয়েগা, আগাড়ী মেরা সাথ চলিয়ে—[ক্ষুদিরামের একটি হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত।]

ক্ষুদিরাম : কোথায় যাব তোমার সঙ্গে?

শিউপ্রসাদ : বড়া সাহেব কো পাশ!

দোকানদার : জলটুকু খেতে দাও না সেপাইজী।

শিউপ্রসাদ : থানামে বহুত আচ্ছা পানি খিলায়ে গা। চলিয়ে—

ক্ষুদিরাম : আমি তোমার সঙ্গে যাবো না। [জোরে টান মারিয়া শিউপ্রসাদের হাত হইতে হাত ছাড়াইয়া লইল।]

শিউপ্রসাদ : কাহে ? তব শালে [পুনরায় সজোরে ক্ষুদিরামের হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল, ক্ষুদিরামও প্রাণপণ চেষ্টায় শিউপ্রসাদের সহিত কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি করিয়া তাহাকে ভূপাতিত করিল ।]

তন্মুহূর্তে পিছন হইতে ফতে সিং আসিয়া
ক্ষুদিরামকে জাপটাইয়া ধরিল ।

ফতেসিং : বহুৎ হিম্মৎ দেখানেওয়ালা, শালে ডাকু—

ক্ষুদিরাম : ডাকু ? তোমাদের দেশের ভাই আমি হ'লাম ডাকু, আর ওই বিদেশী ইংরেজ—ওরা হল তোমাদের কাছে সাধু ।

শিউপ্রসাদ : কৌন ডাকু আউর কৌন সাধু হামি সমঝা লেগা । [শিউপ্রসাদ উঠিয়া স্বীয় কোমরবন্ধ হইতে হাতকড়ি লইয়া ক্ষুদিরামের হাতে পরাইয়া দিল] ফতে সিং, সার্চ করো—

ফতেসিং : হাঁ—হাঁ জরুর করেগা । [ক্ষুদিরামের পকেট সার্চ করিয়া দুইটি রিভলবার পাইল] ইয়ে দেখ শিউপ্রসাদ, রিভলবার ! [পুনরায় সার্চ করিয়া কিছু গুলী পাইল] ইয়ে দেখ ভেইয়া—গোলী ।

শিউপ্রসাদ : বাতাইয়ে তোম্ মজঃফরপুরমে বোম চার্জ কিয়া ?

ক্ষুদিরাম : [গর্বিত ও দীপ্তকণ্ঠে] হ্যাঁ আমি বোম চার্জ করেছি ।

দোকানদার : [সভয়ে] বোম্—ওরে বাবা বোম, আমি বোমওয়ালাকে জল খেতে দিয়েছি—কি সর্বনাশ । [প্রস্থানোদ্যত]

ফতেসিং : এ—মুদিওয়ালা তুম্হারা লোটা লে যাইয়ে—

দোকানদার : থাকগে আমার লোটা, আগে গিন্নীর ঘোটা হারছড়াটা সামলাইগে । আবার কোন শালা বোমাওয়ালা সেটা গায়েব করলে আমাকে যে পথে বসতে হবে ।

[প্রস্থান ।

ক্ষুদিরাম : খিদে তেষ্টায় দেহটা আমার দুমড়ে যাচ্ছে, নইলে তোমাদের মত দু'টো কুকুরকে—

ফতেসিং : হামলোক কুত্তা ? আর তুম্? দোঠো জেনানাকো খুন করকে হিম্মৎওয়ালা বন গিয়া ?

ক্ষুদিরাম : কি ! কি বল্লে ? কিংস্‌ফোর্ড মরেনি ?

শিউপ্রসাদ : কাহে কিংস্‌ফোর্ড মরেগা ? তুমহারা বোমাসে মিস কেনেডি আউর মিসেস কেনেডী নামকে দো আংরেজ জেনানা খতম হোগিয়া।

ক্ষুদিরাম : [শরাহতের ন্যায় আর্তস্বরে] আঃ—অত্যাচারী কিংস্‌ফোর্ডের বদলে আমি দু'জন নিরপরাধ নারীকে খুন করেছি ! তাই কি ভগবানের বিচারে ধরা আমি এত সহজেই পড়ে গেলাম ? আমি নারীহন্তা ! আমি—

ফতেসিং : দারোগা সাবকো পাশ চলিয়ে।

ক্ষুদিরাম : যাবো—যাবো, এই ঘৃণিত কলংকিত মুখ আমি বাইরে দেখাতে চাই না। দিদি, দাদাবাবু, ললিত, সত্যেনদা, মাষ্টার মশাই যখন শুনবে, ক্ষুদিরাম অসহায়া নারীর রক্তে পৃথিবীর মাটি ভিজিয়ে দিয়েছে, তখন দেশবাসীর সঙ্গে তারাও আমার নামে ঘৃণায় মুখ ঢাকবে। না না, মৃত্যুর চেয়ে সে গ্লানি আমার কাছে বেদনাদায়ক। নিয়ে চল—নিয়ে চল সিপাইজী ! বাইরের আলো-বাতাস আমি আর সইতে পারছি না, ঐ নিষ্ঠুর বৃটিশ শাসকের নির্মম কারার জমাট অন্ধকারেই তিলে তিলে করে যাবো আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত। বন্দেমাতরম্— বন্দেমাতরম্—

[শিউপ্রসাদ ও ফতেসিং সহ ক্ষুদিরামের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

মোকামাঘাট ষ্টেশন প্লাট্‌ফর্ম

কথা কহিতে কহিতে প্রফুল্ল ও ছদ্মবেশে পুলিশ সাব ইন্‌সপেক্টার নন্দলালের প্রবেশ। প্রফুল্লর পরনে নতুন জামা কাপড়, পায়ে একজোড়া নতুন জুতা।

প্রফুল্ল : গাড়ীতে আপনার মত একজন আদর্শ বাঙালীকে সঙ্গী পাবো, এ আমার সৌভাগ্য বলতে হবে।

নন্দলাল : আমিও কি কম ভাগ্যবান মশাই? সমস্তিপুর থেকে মোকামাঘাট পর্য্যন্ত ট্রেনের কামরায় একাই বসে ঝিমোতে হতো, ভাগ্যি আপনাকে পেয়েছিলাম, তাইতো মনের কথাগুলো বলে নিজেকে একটু হাল্কা করে নিতে পারলুম।

প্রফুল্ল : সত্যি কথা বলতে কি, আমরা বিপ্লবী দলে মিশেও আপনার মত অতখানি দেশকে ভালবাসতে পারিনি।

নন্দলাল : ওকথা বলে লজ্জা দেবেন না ভাই। সত্যই যদি দেশকে ভালবাসতে পারতুম, তাহ'লে কি পেটের দায়ে ইংরেজের গোলামী করি।

প্রফুল্ল : ইংরেজের গোলামী করতে আমি আপনাকে দেব না।

নন্দলাল : দেবেন না? সত্যি বলছেন আপনি আমাকে? কি জানেন প্রফুল্লবাবু! কথায় কথায় আপনি যখন আমার অন্তরের সমস্ত গুপ্তকথাই জেনে ফেললেন, তখন আরও একটু আপনাকে জানাই। আজ পাঁচ বছর আমি রেল কোম্পানীতে চাকরী করলেও, মনে প্রাণে কোন দিনও গোলামীকে পেশা করে নিতে পারিনি। যখনই বিদেশী ইংরেজের নিষ্ঠুর শোষণে সর্বহারা ভারতবাসীর শুক্‌নো কালিমাখা মুখগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠেছে, তখনই বাঁধভাঙা বন্যার মত আমার

দুচোখে নেমে এসেছে অশ্রুর প্লাবন। বলতে পারেন? ইংরেজের শাসনের যুপকাষ্ঠ থেকে কবে মুক্তি পাবে আমার অভাগা দেশবাসী?

প্রফুল্ল : মুক্তির আর বেশী দেরী নেই। ইংরেজের কবল থেকে পরাধীন ভারতবাসীকে মুক্ত করতেই মাটীর নেশায় মাতাল হয়ে, বিদেশীর খুনে বুকের জ্বালা জুড়োতেই আমি আর ক্ষুদিরাম ছুটে এসেছিলাম বাংলা ছেড়ে এই বিহারের মাটীতে।

নন্দলাল : [উৎফুল্ল হইয়া] আই সী—! তাহলে মজঃফরপুরে—

প্রফুল্ল : হ্যাঁ, মজঃফরপুরে বোমা মেরে আমরাই অত্যাচারী ইংরেজ কিংস্‌ফোর্ডের ভবলীলা সাঙ্গ করেছি।

নন্দলাল : বলেন কি? আমি স্বপ্ন দেখছি না তো! আপনি?

প্রফুল্ল : [ভাবাবেগে কিংস্‌ফোর্ডের হত্যার কথাটা বলিয়া ফেলায় কিছুটা অপ্রতিভ হইয়া] না—মানে—

নন্দলাল : আহা, আমার কাছে লুকোচ্ছেন কেন? সরকারী চাকুরে হলেও ইংরেজের ধ্বংস আমারও কাম্য প্রফুল্লবাবু! আজ আমার জীবনের শুভদিন। না না, ওকথা বলে নিজেকে আমি ফাঁপিয়ে ফানুস করবো না। তবে—তবে···না না, আমি আপনাদের চেয়ে অনেক নীচেয়, অনেক—

প্রফুল্ল : নীচেয় পড়ে থাকতে আমিও আপনাকে দেব না। আপনার মত একজন উদার দেশকর্মীকে পেলে, আমাদের বিপ্লবী নেতারা অনেক খুশী হবেন।

নন্দলাল : তাঁদের খুশী হওয়ার চেয়ে আমিই বেশী কৃতার্থ হবো প্রফুল্ল বাবু! এতদিন ইংরেজের গোলামী করে মনটা আমার মরচে ধরে গেছে। জীবনের উপরও ধিক্কার এসেছে। কিন্তু সত্যিই আপনি আমাকে বিপ্লবী দলে নিয়ে যাবেন? দেশের সেবা করার সুযোগ করে দেবেন তো?

প্রফুল্ল : দেখুন, আমরা বিপ্লবী, মিথ্যা বলি না তাছাড়া আপনাদের মত একে একে দেশের প্রতিটি মানুষ আমাদের পাশে এসে না দাঁড়ালে, ,বিশাল ইংরেজ শক্তির সঙ্গে আমরা সংগ্রাম করবো কি করে ?

নন্দলাল : তা বটে, এ সংগ্রাম তো শুধু আপনাদেরই নয়, আমাদেরও। যাক আজ আমি নিশ্চিন্ত, ইংরেজের গোলামীর শিকল ছিঁড়তে পেরে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। দেখবেন প্রফুল্লবাবু! আপনি, ক্ষুদিরাম যেমন মজঃফরপুরে বোমা মেরে অশেষ কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন, আমিও কম যাবো না। একটা বোমা—একটা বোমা পেলে—

প্রফুল্ল : বোমা, রিভলবার, গুলি কোনটারই অভাব হবে না।

নন্দলাল : ব্যস—ব্যস এইতো চাই! আহা আমি ধন্য—আমি ধন্য। তাহ'লে এখন কোলকাতাতেই রওনা হবেন ?

প্রফুল্ল : আপনিও আমার সঙ্গে যাচ্ছেন তো ?

নন্দলাল : নিশ্চয়ই। আর বাড়ী ফিরছি না মশাই।

প্রফুল্ল : বাড়ীতে আপনার কে কে আছেন ?

নন্দলাল : কেউ নেই—কেউ নেই প্রফুল্লবাবু। এক বিধবা ভগ্নী ছাড়া আর কেউ নেই। যা জমি জমা আছে তাতেই কোন রকমে চলে যাবে। এখন কি মনে হচ্ছে জানেন? ভগবান আমাকে হয়তো দেশের সেবা করতেই পৃথিবীতে পাঠিয়ে ছিলেন। নইলে এমনভাবে হঠাৎ আপনার সাক্ষাৎ পাবো কেন ? আঃ, এবার আমি প্রাণ খুলে বলতে পারবো বন্দেমাতরম্—বন্দেমাতরম্—[নেপথ্যে গাড়ী আসিবার ঘণ্টা পড়িল]

প্রফুল্ল : ট্রেন আসবার ঘণ্টা পড়লো, আমি টিকিটটা কেটে আনি। আপনার টিকিট কাটতে হবে নাকি ?

নন্দলাল : আগেই তো বলেছি, আমি রেলে কাজ করি, পাশ আছে। রেলের চাকরীতে ওইটাই সুখ মশাই! যেখানে ইচ্ছা যাও পকেটে হাত

পড়বে না। তাছাড়া এই শেষ প্রফুল্ল বাবু! চাকরী ছেড়ে দিলে আর তো এ সুখ পাবো না। তাই শেষবারের মত শালা রেল-কোম্পানীকে ভোগা দেখিয়ে নিই।

প্রফুল্ল : বেশ—বেশ, তাহলে আপনি দাঁড়ান, আমি টিকিটটা নিয়ে এখনি আসছি।

[প্রস্থান।

নন্দলাল : [উচ্চ হাস্য] হাঃ-হাঃ-হাঃ। হাজার টাকা বখশিস আর মারে কে? বাপ, কথাগুলো বার করতে কি পরিশ্রমটাই না করতে হয়েছে, সেই সমস্তিপুর থেকে এই মোকামাঘাট পর্যন্ত এক নাগাড়ে বকতে হয়েছে। পুলিশের চোখে ধূলো দেওয়া সহজ কথা নয়। নজরে পড়তেই ঠিক ধরে ফেলেছি, এ আসামী না হয়ে যায় না। এখন আর বাছাধনকে পালাতে হচ্ছে না। আগে থেকেই রেলওয়ে পুলিশ ইন্সপেক্টার পেনিকোটকে ফোন করে রেখেছি। তাইতো, এখনও কনেষ্টবলদের দেখছি না কেন? নিশ্চয়ই আশে পাশে সব গা ঢাকা দিয়ে আছে। দেখি—[পকেট হইতে একটী বাঁশী বাহির করতঃ বাজাইল।]

জনৈক কনেষ্টবল আসিল।

কনেষ্টবল : জী হুজুর!

নন্দলাল : পুলিশ ইন্সপেক্টার পেনিকোট সাহেব তোমাদের—

কনেষ্টবল : হাঁ হুজুর, ইন্সপেক্টার-সাব হামকো টেশন প্লাটফর্মে ডিউটীকা অডর দিয়া। হাম সব তৈয়ার হ্যায়। লেকিন আসামী কৌন আদমী?

নন্দলাল : [দূরে অঙ্গুলী নির্দেশ করতঃ] ওই যে ষ্টেশন কোয়ার্টারের যে ছোকরা

টিকিট কিনছে, ওই আসামী। তুমি এখানে দাঁড়াও, ও এলেই এ্যারেষ্ট করবে। আমি পোষাক পাল্টে এখুনি আসছি।

[প্রস্থান।

কনেষ্টবল : [দূরে দেখিয়া] আরে ও তো একঠো বাঙালী লেড়কা হ্যায়। ছো—ছো, সাব-ইনেসপেকটার নন্দলালবাবু কেয়া আদমী হ্যায়। বখশিষ কে লিয়ে আপনা দেশওয়ালী ভাঈকো পুলিশকা হাতমে পাকড়া দেগা। কেয়া করেগা, হামলোক তো নোকর হ্যায়।

ব্যস্তভাবে প্রফুল্লর প্রবেশ।

প্রফুল্ল : আর এখানে দাঁড়িয়ে লাভ নেই। চলুন—[সহসা কনেষ্টবলকে দেখিয়া থতমত খাইয়া] সিপাইজী! এখানে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাকে দেখেছো?

কনেষ্টবল : জরুর দেখা।

প্রফুল্ল : কোথায় গেলেন তিনি? কোন দিকে?

কনেষ্টবল : ও আদমী কো সাথ পিছে মুলাকাত হোগা, আভি আপ চলিয়ে।

প্রফুল্ল : আমি কোথায় যাবো?

কনেষ্টনল : থানামে।

প্রফুল্ল : সিপাইজী!

কনেষ্টবল : আপলোক এ্যারেষ্ট হোগিয়া।

প্রফুল্ল : কি! আমি—

কনেষ্টবল : হাঁ—হাঁ, আপলোককা পকড়নে কে লিয়ে হাম পহলেসে তৈয়ার হ্যায়।

প্রফুল্ল : কিন্তু—

কনেষ্টবল : কোন কিন্তু না আছে। সমস্তিপুরসে নন্দলালবাবু ফোন কিয়া—

প্রফুল্ল : নন্দলালবাবু? মানে আমার সঙ্গে যে ছিল?

পুলিশ ইন্সপেক্টরের পোষাকে নন্দলালের প্রবেশ।

নন্দলাল : সে আমিই, পুলিশ সাব ইন্সপেক্টার নন্দলাল বন্দোপাধ্যায়। তবে তোমাকে যখন ধরতে পেরেছি, এবার সাব ইন্সপেক্টার থেকে পুলিশ ইন্সপেক্টার নিশ্চয়ই হয়ে যাবো।

প্রফুল্ল : নন্দলাল বন্দোপাধ্যায়! শয়তান—পদোন্নতির লোভে বাঙালী হয়ে তুমি বাঙালীকে পুলিশের হাতে তুলে দিলে? ওরে দেশদ্রোহী জাতিদ্রোহী বিদেশীর পা-চাটা কুকুর—

নন্দলাল : সিপাইজী—গ্রেপ্তার কর।

কনেষ্টবল : আভি করেগা—[প্রফুল্লকে গ্রেপ্তার করিতে উদ্যত]

প্রফুল্ল : খবরদার!—[কনেষ্টবলকে বাধা দান]

কনেষ্টবল : তবেরে শালে—[বলপূর্বক প্রফুল্লকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিল, প্রফুল্লও সাধ্যমত বাধা দিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর প্রফুল্ল কনেষ্টবলকে ফেলিয়া দিয়া পকেট হইতে রিভলবার বাহির করতঃ]

প্রফুল্ল : রক্ত দে বেইমান—[কনেষ্টবলকে গুলী করিল, কিন্তু গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল, পুনরায় গুলী করিতে উদ্যত হইতে নন্দলালও স্বীয় রিভলবার ধরিল]

নন্দলাল : বিকেয়ার প্রফুল্লবাবু! রিভলবার নামাও, ওই দেখ, চারিদিক থেকে পুলিশ তোমাকে ঘিরে ফেলেছে। আত্মরক্ষার বৃথা চেষ্টা না করে, রিভলবার ত্যাগ কর।

প্রফুল্ল : রিভলবার ত্যাগ করবো মৃত্যুর পর। ওরে শয়তান! দেশমায়ের মুক্তি সংগ্রামে যারা ঘর ছেড়ে বাইরে দাঁড়িয়েছে, প্রাণের ভয় তাদের নেই। তোদের মত জাতীদ্রোহী বিভীষণের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে না পারলেও,—আত্মহত্যার শক্তি তারা রাখে।

নন্দলাল : প্রফুল্লবাবু !

প্রফুল্ল : থামো ইতর ! তোমার মুখে আমার নামটা শুনতেও ঘৃণা হচ্ছে। কি বলবো ইচ্ছে হচ্ছে মৃত্যুর আগে একটা গুলিতে আমি তোমার মাথাটা উড়িয়ে দিয়ে যাই। কিন্তু না না, এত সহজে তোমার মৃত্যু হওয়া উচিত নয়। শুনে রাখ পশু ! স্বার্থের মোহে, অর্থের লোভে, স্বজাতী স্বদেশী ভাইএর সঙ্গে আজ তুই যে বিশ্বাসঘাতকতা করলি, তার প্রায়শ্চিত্ত একদিন তোকে করতেই হবে বুকের রক্তে এই শস্য-শ্যামলা জন্মভূমি ভারতবর্ষের মাটী ভিজিয়ে।

নন্দলাল : সিপাইজী ! রিভলবার কেড়ে নাও, গ্রেপ্তার কর।

প্রফুল্ল : গ্রেপ্তার—? বাংলার বিপ্লবী সৈনিক প্রফুল্ল চাকীর মরা দেহটা তোবা পাবি, জীবন্ত দেহ নয়। [স্বীয় রিভলবার দ্বারা নিজ মস্তকে গুলী করিল] বন্দেমাতরম্—[পুনরায় কণ্ঠনালিতে আর একটি গুলি করিল] আঃ—বন্দেমাতরম্—

[টলিতে টলিতে প্রস্থান।

নন্দলাল : সিপাইজী ! এ্যামবুলেন্স ডাকো, আসামীকে হসপিটালে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর, মৃত্যুর আগে ওর কাছ থেকে জবানবন্দী নিতে হবে।

কনেষ্টবল : কেয়া জবানবন্দী—উতো খতম হোগিয়া হুজুর—জয় সীআরাম—

[প্রস্থান।

নন্দলাল : এঁ্যা—খতম হয়ে গেল ? পরপর দু'টো গুলী !—ওকি ! কোটী কোটী ভারতবাসী একসঙ্গে রুদ্র মূর্তিতে ছুটে আসছে আমার সামনে ? কেন ? আমি কি করেছি ? বেইমান ! আমি বেইমান ? ও কাদের সমবেত কণ্ঠের প্রলয় গর্জন ! একি ! চোখের সামনে ভবিষ্যতের ইতিহাসটা ভেসে উঠছে নয় ? শহীদের রক্তের কালিতে কি লেখা আছে ওতে ? বিশ্বাসঘাতক নন্দলালের নাম ! প্রাক্, যুগে যুগে

সগর্বে ভারতের ইতিহাস ঘোষণা করুক বিশ্বাসঘাতক নন্দলাল বন্দোপাধ্যায়, ভারতের আকাশে বাতাসে কোটী কোটী কণ্ঠে ধ্বনিত হোক জাতিদ্রোহী নন্দলাল বন্দোপাধ্যায়। তাতে আমার কিছু যায় আসে না, আমি চাই পদোন্নতি, চাই ইংরেজের দেওয়া হাজার টাকা বখশিস, চাই নিজের সৌভাগ্য প্রতিষ্ঠা—হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

আদালত কক্ষ

বিচারপতি মিঃ করণ ডাফ বিচারপতির আসনে উপবিষ্ট হইয়া মামলার পত্রাদি দেখিতেছেন সম্মুখস্থ বেঞ্চে সরকারী ব্যারিষ্টার মিঃ মান্নুক ও পাটনার সরকারী উকীল বিনোদবিহারী মজুমদার বসিয়া আছে। তাহাদের নিকটেই আসামী পক্ষের উকীল কালিদাস বাবু বসিয়া আছেন। অনতিদূরে কাঠগড়া। দুই জন সশস্ত্র পুলিশ সেখানে মোতায়েন। কিছু পরে দুইজন পুলিশ এবং জেলার সাহেব ও একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর সহ কয়েদীর পোশাক পরিহিত হাতকড়ি লাগানো অবস্থায় ক্ষুদিরামের প্রবেশ। ক্ষুদিরাম আসিতেই কাঠগড়ার নিকটস্থ সশস্ত্র পুলিশ দুইজন কাঠ গড়ার চাবি খুলিয়া ক্ষুদিরামকে কাঠগড়ায় প্রবেশ করাইয়া পুনরায় তালা বন্ধ করিয়া দিল।

মিঃ করণ : [মামলার বিবরণ পাঠ] আসামী শ্রীক্ষুদিরাম বসুকে আমি তাহার বিরুদ্ধে আনিত মামলার বিবরণ পড়িয়া শুনাইতেছি। দুরভিসন্ধি এবং প্রতিহিংসামূলক মনোভাব লইয়া আসামী ক্ষুদিরাম বসু এবং প্রফুল্লচাকী ওরফে দীনেশ রায় কলিকাতা হইতে এই মজঃফরপুরে আসিয়াছিল; মিঃ কিংস্‌ফোর্ডের উপরই তাহারা প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে এখানে আসে। কয়েকদিন নানাভাবে চেষ্টা করিয়া গত ৩০শে এপ্রিল তাহারা মিঃ কিংসফোর্ডের গাড়ীর

অনুরূপ একটি গাড়িতে বোমা নিক্ষেপ করে। সাক্ষী প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে সেই বোমা ক্ষুদিরাম নিজেই ছুড়িয়াছিল। কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ সেই গাড়ীতে মিঃ কিংসফোর্ড ছিলেন না। ছিলেন মিসেস কেনেডী ও মিস্ কেনেডী নামে দুইজন নিরপরাধিনী ইংরেজ মাহলা। বোমার আঘাতে মিসেস কেনেডী; মিস কেনেডী এবং গাড়ীর সহিস ও কোচম্যান আহত হয়। আহত হইবার এক ঘণ্টার মধ্যেই মিস্ কেনেডীর মৃত্যু হয়, পরে ২রা মে সকালে মিসেস কেনেডীও মারা যান। বোমা নিক্ষেপের পরে আসামী দুইজন পলায়িত হয়। কিন্তু পুলিশ বিশেষ তৎপরতার সহিত ১লা মে মজঃফরপুর হইতে ২৫ মাইল দূরে ওয়েনী ষ্টেশনে আসামী ক্ষুদিরাম বসুকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হয়। ইহার পরে মোকামাঘাট ষ্টেশনে প্রফুল্ল চাকী ওরফে দীনেশ রায় গ্রেপ্তার হইবার সময়, নিজের রিভলবারের গুলীতেই নিজে আত্মহত্যা করে। এক্ষণে আসামী ক্ষুদিরাম বসুকে নরহত্যা অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া সরকার আদালতের নিকট বিচার প্রার্থনা করিয়াছেন।” আমি জানিতে চাই তুমিই ক্ষুদিরাম বসু ?

ক্ষুদিরাম : [গর্বিত কণ্ঠে] তুমি নয় সাহেব। আপনি বলতে হয়।

মিঃ করণ : আই সী ! বয়স কম হইলেও আসামীর আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান যথেষ্ট আছে দেখিতেছি। ঠিক আছে আপনিই ক্ষুদিরাম বসু ?

ক্ষুদিরাম : হ্যাঁ।

মিঃ করণ : আপনার পিতার নাম ?

ক্ষুদিরাম : ৺ত্রৈলোক্যনাথ বসু।

মিঃ করণ : জাতি ?

ক্ষুদিরাম : ভারতবাসী।

মিঃ করণ : কোন ধর্ম আছেন ?

ক্ষুদিরাম : ধর্মে আমি হিন্দু এবং কায়স্থ।

মিঃ করণ : পেশা ?

ক্ষুদিরাম : আমি ছাত্র।

মিঃ করণ : জন্মস্থান ?

ক্ষুদিরাম : মেদিনীপুর—হবিবপুরে। বাস করতাম মেদিনীপুর সদরেই।

মিঃ করণ : আর কে কে আত্মীয় আছেন ?

ক্ষুদিরাম : আমার এক দিদি, দাদাবাবু, ভাগনে এরাই আছেন। বাবা এবং মা আগেই মারা গেছেন।

মিঃ করণ : আপনি অপরাধ স্বীকার করিতেছেন ?

ক্ষুদিরাম : আগেই স্বীকার করেছি।

মিঃ করণ : উত্তম ! আসামী পক্ষের উকীল কালিদাস বাবু, আসামী সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহেন ?

কালিদাস : [উঠিয়া দাঁড়াইল] হ্যাঁ ধর্মাবতার ! আসামী সম্বন্ধে আমার কিছু বলার আছে।

মিঃ করণ : উত্তম ! বলিতে পারেন।

কালিদাস : মহামান্য ধর্মাবতারের কাছে আমার একান্ত প্রার্থনা, আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ আপনি পুনর্বিবেচনা করুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আসামী নির্দোষ। শুধু নির্দোষ নয় সম্পূর্ণ নির্দোষ।

মিঃ মাহুক : [উঠিয়া] মহামান্য ধর্মাবতার ! আসামী পক্ষের উকীল মিঃ বসুর কথার আমি প্রতিবাদ করি। আসামী নিজ মুখে যে অপরাধ স্বীকার করেছে—

কালিদাস : মহামান্য ধর্মাবতার। সরকারী পক্ষের ব্যারিষ্টার মাননীয়

মিঃ মান্থকের কথার উত্তরে আমি বলতে চাই। আসামী নিতান্ত বালক। পুলিশের জুলুম এবং এই আকস্মিক বিপদের মধ্যে পড়ে বিভ্রান্ত হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব নয়, কাজেই সে যা বলেছে তা যে সত্য তা আমি মনে করি না।

বিনোদ : [উঠিয়া] মহামান্য ধর্মাবতার। আসামী পক্ষের উকীল আমার বন্ধুবর কালিদাস বাবু আসামীকে নির্দোষ প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করে, মহামান্য আদালতের মহামূল্য সময়ের যথেষ্ট অপব্যয় করছেন। আমার অনুরোধ এই মামলা নিয়ে আর অনর্থক বিলম্ব না করে, আজই আসামীকে উপযুক্ত দণ্ড দেওয়া হউক।

কালিদাস : [উঠিয়া] মহামান্য ধর্মাবতার! আমার বন্ধুবর সরকারী পক্ষের উকীল বিনোদবাবু আসামীকে দণ্ড দেওয়ার জন্য যেন বড় ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

মিঃ মান্থক : মহামান্য ধর্মাবতার। আসামী পক্ষের উকীল মিঃ বসু অত্যধিক বাজে কথা বলিতেছেন। আসামী এক রকম হাতে হাতেই ধরা পড়িয়াছে। তাহার কাছে রিভলবার টোটাও পাওয়া গিয়েছে। তাহার উপর নিজের অপরাধ সে নিজেই কবুল করিয়াছে। কাজেই ক্ষুদিরাম যে মিস্ কেনেডী এবং মিসেস্ কেনেডীকে খুন করিয়াছে তাহাতে আর কি সন্দেহ থাকিতে পারে?

বিনোদ : কোন সন্দেহ থাকতে পারে না ধর্মাবতার, কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। মিঃ কিংসফোর্ডকে খুন করতেই তারা যে কোলকাতা থেকে এখানে এসেছিল এবং এই হত্যাকাণ্ড যে তাদের পূর্ব পরিকল্পিত, তা সাক্ষীসাবুদ দ্বারা প্রমাণ করা গেছে।

কালিদাস : মহামান্য ধর্মাবতার সাক্ষীরা যাই বলুক, ক্ষুদিরাম যে মিস কেনেডী এবং মিসেস কেনেডীকে বোমার আঘাতে খুন করেছে তা চাক্ষুষ

কেউ দেখেনি। কারণ যখন গাড়ীতে বোমা ফেলা হয় সেখানে ক্ষুদিরাম বা দীনেশ কেউ ছিল না। তাই মহামান্য ধর্মাবতারের কাছে আমার একান্ত আন্তরিক অনুরোধ, হাতে হাতে যে ধরা পড়েনি—মাত্র সন্দেহের বশে তাকে দণ্ড না দিয়ে বেকসুর খালাস দিতেই আজ্ঞা হোক।

মিঃ মানুক : মহামান্য ধর্মাবতার! তা কিছুতেই হইতে পারে না। কালিদাসবাবু একজন উকীল হইয়া এমন কথা কি করিয়া বলিতেছেন তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

বিনোদ : বলবে না কেন? আমার বন্ধুবর আসামীকে বাঁচাতে তাঁর বিবেক ধর্ম বিসর্জন দিয়েছে বলেই মনে হয়। না হলে দু'জন নিরপরাধিনী ইংরেজ মহিলাকে যে নৃশংস হত্যা করেছে—

মিঃ মানুক : তাহাকে কিছুতেই মুক্তি দেওয়া যায় না। উপযুক্ত দণ্ডদান করিয়া মহামান্য আদালতের মর্য্যাদা রক্ষা করাই আমাদের কর্তব্য।

কালিদাস : মহামান্য ধর্মাবতার! আমি আসামীর সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই। অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে অনুমতি দানে বাধিত করুন।

মিঃ করণ : আচ্ছা। আসামীকে আপনি যাহা বলিতে চান বলিতে পারেন।

কালিদাস : মহামান্য ধর্মাবতারকে অসংখ্য ধন্যবাদ। [ক্ষুদিরামের নিকটস্থ হইয়া] ক্ষুদিরাম! তুমি কোন শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছো?

ক্ষুদিরাম : দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ ক্লাশ নাইন (Class IX) পর্য্যন্ত আমি পড়েছি।

কালিদাস : কতদিন পূর্বে তুমি পড়াশুনা ত্যাগ করেছো?

ক্ষুদিরাম : ২।৩ বছর পূর্বে আমি পড়াশুনা ত্যাগ করেছি।

কালিদাস : বর্তমানে তুমি কি তোমার ভগ্নীপতি অমৃত বাবুর কাছেই থাকতে?

ক্ষুদিরাম : না, স্বদেশী আন্দোলনে মত্ত হওয়ায় তিনি আমাকে ত্যাগ করেছেন।

কালিদাস : আচ্ছা ! তোমার বাবা মা কত বছর আগে মারা গেছেন ?

ক্ষুদিরাম : তা প্রায় ১০।১১ বছর হ'ল।

কালিদাস : তুমি কি তোমার দিদি বা দাদাবাবুকে দেখতে চাও ?

ক্ষুদিরাম : আমার সাধের মেদিনীপুরকে আমার স্বপ্নের ও ধ্যান-ধারণার মেদিনীপুরকে, আমার প্রিয় জন্মভূমি মেদিনীপুরকে একবার দেখতে ইচ্ছে হয়।

কালিদাস : তোমার আত্মীয় স্বজন কাকেও ?

ক্ষুদিরাম : আমার মাতৃসমা দিদি বা তাঁর ছেলেমেয়েদের দেখতে ইচ্ছা করি।

কালিদাস : তোমার কি মনে কোন রকম কষ্ট হচ্ছে ?

ক্ষুদিরাম : না ওরূপ কিছু হচ্ছে না।

কালিদাস : তুমি কি তোমার আত্মীয়দের কাছে কোন খবর পাঠাতে চাও ?

ক্ষুদিরাম : না, তেমন কোন ইচ্ছা আমার নেই। তবে তাঁরা এলে আসতে পারেন।

কালিদাস : জেলে তোমার প্রতি কেমন ব্যবহার হয় ?

ক্ষুদিরাম : খুব খারাপ নয়। তবে জেলের খাবারটা আমার বেশ সহ্য হয় না। আমার মনে হয় সেজন্য আমার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে। একটা নির্জন ঘরে আমাকে দিনরাত বন্ধ করে রাখা হয়। স্নানের সময় মাত্র একবার বাইরে আসি। একা থাকতেও আমার ভাল লাগে না। পড়বার জন্যে খবরের কাগজ বা কোন বই আমাকে দেওয়া হয় না। ওগুলো পেতে আমার ইচ্ছা হয়।

কালিদাস : আচ্ছা ক্ষুদিরাম! এই হত্যাকাণ্ডে কেউ কি তোমাকে প্ররোচনা দেয়নি ?

ক্ষুদিরাম : না।

কালিদাস : মনে কর তুমি যা করেছো তা অন্য কারও নির্দেশে ?

ক্ষুদিরাম : না কালিদাস বাবু! আমি যা করেছি তা সম্পূর্ণ আমার নিজের ইচ্ছায়। অত্যাচারী কিংসফোর্ডকেই আমি খুন করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য—কিংসফোর্ড না মরে আমার বোমায় দু'জন নিরপরাধিনী মহিলা প্রাণ দিলেন।

মিঃ মানুক : মহামান্য ধর্মাবতার! আসামীর অপরাধ সম্বন্ধে আর কি সন্দেহ থাকিতে পারে? সে নিজে বার বার স্বীকার করিতেছে—

কালিদাস : ধর্মাবতার। আসামীকে দেখে অনুতপ্ত বলেই মনে হয়। যদিও সে নিজ মুখে অপরাধ স্বীকার করছে, তবু এই হত্যাকাণ্ড নিশ্চয়ই কে বা কারা উস্কানী দিয়ে এই কিশোরকে করিয়েছে। কাজেই অন্যের প্ররোচনায় কেউ অপরাধ করলে শাস্তি তাদেরই প্রাপ্য, যারা অন্যায় কাজে একজন নিস্পাপ তরুণকে উৎসাহিত করে।

বিনোদ : মহামান্য ধর্মাবতার! আমার বন্ধুবর কালিদাস বাবুকে আর ওকালতি করতে দেওয়া ঠিক হবে না। কারণ আসামী ক্ষুদিরাম বসুর হয়ে তিনি যে সব উক্তি করেছেন, তা মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ। সুতরাং একজন উন্মাদ উকীলের উপর কোন মামলার ভার ছেড়ে দেওয়া কোনমতে উচিত নয়।

কালিদাস : মহামান্য ধর্মাবতার! আমার বন্ধুবর বিনোদ বাবু যে কতবড় উন্মাদ, আশা করি তা আপনার জানতে বাকী নেই। তা ছাড়া ভদ্রলোক ওকালতির জানে কি?

বিনোদ : "আমি জানি না, ওকালতী জানো তুমি? বলে মামলা করে করে বিনোদ উকিলের মাথায় চুল পেকে গেল।

কালিদাস : চুল পাকলেও তোমার বুদ্ধি এখনও অনেক কাঁচা, এই কালিদাস বসুর কাছে তোমাকে ওকালতী শিখতে হবে।

বিনোদ : বটে, বিনোদ উকিলকে ওকালতী শিখতে হবে? যে আসামীর মুখ দেখলে বলে দিতে পারে দোষী কি না, তাকে এতবড় অপবাদ?

কালিদাস : অপবাদ? তোমার মুখে চুণ-কালি মাখানো উচিত। দস্তুর মত এই কালিদাস বসু জাত-উকিল।

বিনোদ : তা বলবে বৈকি! চৌদ্দ পুরুষে কেউ তো তোমার কখনও ওকালতী করেনি, ভাগ্যে তুমি বটতলার উকীল হয়েছিলে।

কালিদাস : আমি বটতলার উকীল? আর তুমি বুঝি শেওড়াতলার উকীল? জান, আমার বাবা কত বড় উকীল ছিল?

বিনোদ : তুমিও জান আমার ঠাকুরদাদা কত বড় উকীল ছিল?

কলিদাস : দস্তুর মত আমি উকীলের ছেলে।

বিনোদ : আমিও উকীলের নাতী।

কালিদাস : আমার বাবার ওকালতীতে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেতো তা জান?

বিনোদ : আমার ঠাকুরদাদার ওকালতীতে হাতী টলে যেতো।

কালিদাস : তুমি কিচ্ছু জানো না।

বিনোদ : তুমি ঘোড়ার ডিম জানো।

কালিদাস : ওকালতী ছেড়ে তোমার গাড়োয়ানী করাই উচিত।

বিনোদ : খুব সাবধান—খুব সাবধান! [ঘুষি বাড়াইয়া অগ্রসর।]

কালিদাস : তুমিও ভয়ানক সাবধান!

বিনোদ : আমি মেরে তোমার নাক ফাটিয়ে দেব।

কালিদাস : আমিও তোমার কান কেটে নেবো।

বিনোদ : বটে! আয়—এগিয়ে আয়।

মিঃ করণ : অর্ডার—অর্ডার! ইহা আপনারা কি করিতেছেন। আদালতের ডিসিপ্লিন ব্রেক করিবার কোন অধিকার আপনাদের নাই।

মিঃ মানুক : মহামান্য ধর্মাবতার! অনর্থক সময়ের অপব্যয় করিয়া কিছু লাভ নাই। আসামীকে কঠোর দণ্ড দিয়া, ন্যায় ও সত্যের সম্মান রাখিতে আমি ধর্মাবতারকে অনুরোধ জানাইতেছি।

মিঃ করণ : আসামী ক্ষুদিরাম যখন অপরাধ স্বীকার করিতেছে—

কালিদাস : ক্ষুদিরাম! তুমি অপরাধ অস্বীকার কর। দেখি, আদালত কেমন করে তোমাকে সাজা দেয়। বল, তুমি খুন করনি। বল— বল-পূর্বক তোমাকে এই মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়েছে।

ক্ষুদিরাম : কালিদাসবাবু!

কালিদাস : তোমার জীবনের অনেক দাম ক্ষুদিরাম, জাতি তোমার কাছে অনেক কিছুই আশা করে। আমি তোমার পিতৃতুল্য, আমার কথা রাখো ক্ষুদিরাম! বল—মাত্র একবার বল।

ক্ষুদিরাম : তা আমি বলতে পারি না কালিদাসবাবু! সত্যের অপলাপ করাকে আমি ঘৃণা করি।

কালিদাস : দেশের জন্যও না।

ক্ষুদিরাম : প্রাণের ভয়ে মিথ্যা বলায় দেশের কোন উপকার হবে না কালিদাস বাবু! বরং ওই সাদা বাঁদরদের সামনে আমার স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির মাথা নীচু হবে। ওরা জানবে, আমরা শুধু পরাধীন নই কাপুরুষও বটে।

কালিদাস : ক্ষুদিরাম!

ক্ষুদিরাম : আপনার অকার্পণ্য প্রচেষ্টাকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই কালিদাস বাবু! মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আপনার মত আদর্শ দেশপ্রেমিক উকীলেই দেশ ভরে যাক।

মিঃ করণ : কালিদাসবাবু! আর কিছু আপনার বলিবার আছে?

কালিদাস : মহামান্য ধর্মাবতারের নিকট আমার শেষ প্রার্থনা। যদি

আসামীকে দণ্ড দিতে চান, আসামীকে নিতান্ত তরুণ মনে করে তাকে কোন লঘু দণ্ড দিতেই আজ্ঞা হোক।

মিঃ করণ : [একটি কাগজে ক্ষুদিরামের দণ্ডাদেশ লিখিয়া] এই মামলার সাক্ষ্য প্রমাণাদি এবং আসামীর নিজ স্বীকারোক্তি শুনিয়া আদালত তাহাকে যে দণ্ডদান করিল আমি তাহাই পাঠ করিয়া শুনাইতেছি। [মামলার রায় পাঠ] আমি দুঃখের সহিত জানাইতে বাধ্য হইতেছি যে, মিস্ কেনেডী এবং মিসেস কেনেডী নামে দুইজন ইংরাজ মহিলাকে হত্যার অপরাধে ন্যায় ও সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে মহামান্য আদালত আসামী শ্রীক্ষুদিরাম বসুকে ফাঁসীর আদেশ দান করিয়া, আগামী ১১ই আগষ্ট—ভোর ৬টায় ফাঁসীর দিন ও সময় ধার্য করিয়া, আদালত তাহার কর্তব্য সমাপ্ত করিল ও করিলাম। [রায় পাঠ সমাপ্ত হইলে মিঃ করণ ডাফ উঠিয়া চলিয়া গেলেন]

কালিদাস : ক্ষুদিরাম !

ক্ষুদিরাম : [মিঃ করণ ডাফ ফাঁসীর রায় পাঠ করিতেছিল তখন হইতেই ক্ষুদিরাম মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। এক্ষণে পূর্ববৎ মৃদু হাস্য সহকারেই কালিদাসবাবুকে কহিল] আমার জন্য দুঃখিত হবেন না কালিদাসবাবু !

কালিদাস : তোমার ভয় হচ্ছে না ক্ষুদিরাম ?

ক্ষুদিরাম : আমি যে গীতা পড়েছি। মরতে আমার ভয় করে না।

জেলার : আভি আপকো জেলখানামে যানে হোগা !

ক্ষুদিরাম : চল। আমি প্রস্তুত।

[পুলিশদ্বয় কাঠগড়ার চাবি খুলিয়া দিল, ক্ষুদিরাম নির্ভীক চিত্তে সহাস্য মুখে কাঠগড়া হইতে নামিয়া আসিল। এবং পুলিশ-প্রহরায় পুলিশ ইনেসপেক্টার ও জেলার সহ প্রস্থানোদ্যত]

কালিদাস : ক্ষুদিরাম—তুমি কি ?

ক্ষুদিরাম : আমি আমার জন্মভূমি মায়ের এক হতভাগ্য সন্তান। পরদেশী সাম্রাজ্যবাদী দস্যুর নিষ্ঠুর ফাঁসীর মঞ্চে জীবন দেওয়াকে আমি গৌরবের মনে করতে পারতাম কালিদাসবাবু, যদি ইংরেজ মহিলাদের পরিবর্তে অত্যাচারী কিংসফোর্ডকে আমি মেরে মরতে পারতাম। কিন্তু তা যখন হল না, ব্যর্থ আশা নিয়ে আমাকে যখন ফিরে যেতে হচ্ছে, তখন বলার কিছু নেই। শুধু ভারত মায়ের কাছে রেখে যাচ্ছি আমার এই সকরুণ আবেদন। আবার যদি কখনও এই পৃথিবীতে আসতে হয়, যেন ভারত মায়ের কোলেই আসি। বন্দে মাতরম্—

[সশস্ত্র পুলিশ প্রহরায় পুলিশ ইনেসপেক্টর এবং জেলার সহ প্রস্থান।

মিঃ মানুক : সুবিচার হইয়াছে—সুবিচার হইয়াছে। বিনোদবাবু! আমি যাইতেছি। কোর্ট হইতে ফিরিবার পথে আপনি আমার কুঠি হইয়া যাইবেন।

বিনোদ : কেন স্যার ?

মিঃ মানুক : এতবড় একটা মামলায় সরকার জিতিল, তাই আপনাকে একটু মিষ্টিমুখ করাইবে।

[প্রস্থান।

বিনোদ : কি ভায়া ? মামলায় হেরে তোমার মুখখানা যে শুকিয়ে গেল ?

কালিদাস : তোমার মুখখানা বুঝি খুশীতে ভরে গেছে ?

বিনোদ : যাবে না ? আমি তো তোমার মত বিনা মজুরীতে ওকালতি করতে আসিনি। সরকার পক্ষ জিতেছে বিনোদ উকীলকে আর পায় কে ? হেঃ-হেঃ-হেঃ—

[প্রস্থান।

কালিদাস : এই মীরজাফরদের জন্যেই দেশটা রসাতলে যাবে। কিন্তু এত চেষ্টা করেও এমন একজন সিংহশিশুকে আমি বাঁচাতে পারলুম না। না না আমিও কালিদাস বসু, সহজে ছাড়বো না—আপীল করবো। হাইকোর্টে আপীল করবো।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

অমৃতরায়ের বাটী

উন্মাদিনীর ন্যায় অপরূপা কক্ষমধ্যে আসিলেন।

অপরূপা : ক্ষুদি ফিরে এল না? কত খুঁজলুম, কত ডাকলুম, কত কাঁদলুম, তবু সে ফিরে এল না। কেউ বলতেও পারে না সে কোথায় গেছে। রোজ তার পথ চেয়ে ভাতের থালা কোলে নিয়ে বসে থাকি, অভাগিনী দিদির কথা একবারও কি তাব মনে পড়ে না? এমনি সময় রোজ সে ঘরে থাকতো। আজ ফাঁকা ঘরখানা যেন গিলতে আসছে। ওই তার বইগুলো যেমন রেখে গিয়েছিল ঠিক তেমনিই আছে, ট্রাংকটা কথা বলতে পারে না, কিন্তু ক্ষুদির জন্য ভেবে ভেবে সেও যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। তার ডাম্বেলটাও ক'দিন অবহেলায় পড়ে আছে। ক্ষুদি নেই ওকে আদর করবে কে? আসবে না। আর কি সে ফিরে আসবে না?

রাগিনীর প্রবেশ।

রাগিনী : না, আসবে না।

অপরূপা : কেন আসবে না? কি অপরাধ করেছি আমি, যার জন্য—

রাগিনী : কোন অপরাধ তুমি করনি। ক্ষুদিরাম মায়ের পায়ে নিবেদিত পুষ্পাঞ্জলী। মায়ের ডাকেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। তার জন্য চোখের জল ফেলে তুমি আর অকল্যাণ কর না অপরূপা।

অপরূপা : সে আমার ছোট ভাই—

রাগিনী : জানি, তোমার সবটুকু স্নেহ উজাড় করে দিয়েছিলে তুমি তাকে। কিন্তু ভেবে দেখ, একা ক্ষুদিরাম কি শুধু তোমার আপন? ওই যে স্বার্থপর বৃটিশ শাসকের নিষ্ঠুর শোষণে সর্বহারা হয়ে যারা ডুক্‌রে

কাঁদছে, অশন নেই, বসন নেই, নিজেদের মাতৃভূমির বুকে নিজেদেরই মাথার ঘাম পায়ে ফেলা ক্ষিদের অন্ন পরের মুখে তুলে দিয়ে, যারা ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে মৃত্যু প্রতীক্ষায় দিন গুণছে, তারা কি তোমার কেউ নয় ? বিদেশীর পরাধীনতার কঠিন নাগপাশ থেকে ওই নিরন্ন নির্য্যাতীত মানুষদের মুক্ত করতে, পার না কি তুমি ক্ষুদিরামকে মুক্তি যজ্ঞে আহুতি দিতে ?

অপরূপা : না পারি না। যে ক্ষুদিকে আমি এতটুকু রক্তের ডেলা থেকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি, কারও জন্যে আমি তাকে হারাতে পারি না।

রাগিনী : ছিঃ—অপরূপা ! নিজের স্বার্থই তুমি বড় করে দেখলে ?

অপরূপা : পরের স্বার্থ দেখার মত সামর্থ্য আমার কোথায় ? আমি নারী—

রাগিনী : নারী হলেও তুমি যে ভারতের নারী, সেকথা ভুলে যাচ্ছো কেন ? দেশ ও দশের মংগলে স্বামী পুত্রকে হাসিমুখে রণসাজে সাজিয়ে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারে একমাত্র ভারতের নারীই।

অপরূপ : ওসব বড় বড় কথা আমি শুনতে চাই না।

রাগিনী : তুমি শুনতে না চাইলেও আমি তোমাকে শোনোবো। ভারত মায়ের মুক্তি সংগ্রাম তো শুধু পুরুষের নয়—নারীদেরও। দেশগঠনে জাতির দারিদ্র্যতা ঘোচাতে নারীদের প্রয়োজনও কম নয় অপরূপা। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে অর্জুন পত্নী সুভদ্রা যেমন চোখের জল গোপন করে নিজের ছেলে অভিমন্যুকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়েছিলেন, তেমনি ভারতের প্রত্যেক মায়েরা যেদিন তাদের সন্তানের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে, মায়ের অভয় আশীষ পাথেয় করে, বিদেশীর টুঁটি কামড়ে ধরতে নিজেদের সন্তানদের এগিয়ে দিতে পারবে, সেইদিনই হবে জয়—

সেইদিনই মেঘাচ্ছন্ন ভারতের আকাশে আবার দেখা দেবে নতুন দিনের অরুণালোক।

অপরূপা : তুমি যাও—যাও, আমি শুনতে চাই না তোমার কথা। আমি চাই আমার ক্ষুদিকে আমার স্নেহের ছোট ভাইকে।

রাগিনী : এখনও তোমার মনে এত দুর্বলতা? দেশের অগণিত প্রপীড়িত মানুষের চেয়ে, ক্ষুদিরামকে আঁচল ঢাকায় লুকিয়ে রাখাই তোমার বড় হ'ল। তবে কাঁদ রাক্ষসী, তোর আশা মিটবে না। যে ক্ষুদিরাম মায়ার বাঁধন ছিঁড়ে অনাগতের ডাকে শাশ্বত সত্যের পথে এগিয়ে গেছে, সেই ক্ষুদিরামকে তুই পাবি না।

অপরূপা : পাবো না! ক্ষুদিরামকে আমি ফিরে পাবো না?

রাগিনী : না, ক্ষুদিরাম ক্ষুদ্র নয়—বিশাল, তাই বিশাল ইংরেজ শক্তিকে মূলশুদ্ধ পুড়িয়ে ছাই করে দিতে যে জলে উঠেছে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হয়ে, তাকে তুমি আর কোন দিনই পাবে না—পাবে না—পাবে না।

[প্রস্থান।

অপরূপা : পাবো না ক্ষুদিরামকে! ওঃ ভগবান—[অপরূপা পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইল]

ম্লানমুখে ললিত আসিয়া অপরূপার শিয়রে বসিয়া ধীরে ধীরে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

ললিত : [অপরূপার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে] মা—মাগো!

অপরূপা : [মূর্চ্ছাভঙ্গে] কে! ক্ষুদি—ক্ষুদি এসেছিস্?

ললিত : না মা! আমি তোমার ললিত।

অপরূপা : ললিত? ক্ষুদি কোথায় গেল রে?

ললিত : অনেক খুঁজেছি মা ! গোটা মেদিনীপুরকে আমি তোলপাড় করে ফেলেছি, কিন্তু কোথাও মামাকে দেখতে পাইনি।

অপরূপা : পেলি না ? তাকে কোথাও খুঁজে পেলি না ? আমার যে কত আশা, তার বিয়ে দিয়ে সংসার করে দেব।

হরিমতীর প্রবেশ।

হরিমতী : বিয়ের জন্য আর তোমাকে ভাবতে হবে না দিদিমণি! সব পাকাপাকি করে এইমাত্তর বাপের বাড়ী থেকে ফিরলুম। এখনো বাড়ী ঢুকিনি, ভাবলুম সুখবরটা আগে তোমাকে জানিয়ে যাই।

অপরূপা : হরিমতী !

হরিমতী : ওই দেখ, হরিমতী বলে মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলে কেন ? আমার কথাগুলো বিশ্বেস হ'ল না বুঝি ? হবে কি করে ? আমরা ছোট জাতের মেয়ে তো।

ললিত : তা নয় হরিপিসী, আমার মামা—

হরিমতী : হ্যাঁগো বাছা হ্যাঁ, তোমার মামার কথাই আমি বলছি। বিয়ের কথা একরকম আমি পাকাপাকি করেই এসেছি। দু' এক দিনের ভেতরই তেনারা দেখতে আসবে।

অপরূপা : তাদের আসতে হবে না হরিমতী, তুই বারণ করে দিগে যা।

হরিমতী : ওমা সেকি কথা ? তোমার গুণধর ভাই বুঝি বে' করবে না বলেছে ? ও এখনকার ছোঁড়ারা ও রকম বলে। তার জন্যে তোমরা ভেব না দিদিমণি। আহা মেয়ে তো নয়, যেন অপ্সরী। ঘাড় ধরে চার হাত এক করে দিতে পারলেই—

ললিত : সে উপায় নেই হরিপিসী—মামা আমাদের ছেড়ে চলে গেছে।

হরিমতী : এ্যাঁ—! ক্ষুদি—

অপরূপা : নেই হরিমতী—ক্ষুদি নেই। কত কেঁদেছি—কত ডেকেছি, তবু আমি তার সাড়া পাইনি। ওরে, বলতে পারিস কেন সে এমন করে আমাকে না বলে চলে গেল ? উঃ আমার বুকটা জ্বলে যাচ্ছে—

ললিত : তুমি স্থির হও মা !

হরিমতী : আমিও বলছি দিদিমণি, তুমি ঠাণ্ডা হও।

অপরূপা : তোরা আমাকে ঠাণ্ডা হতে বলছিস, কিন্তু আমি যে কিছুতেই ধৈর্য ধরতে পারছি না হরিমতী! এতটুকুবেলা থেকে যে একদণ্ড আমার কাছছাডা হয়নি, আজ সে আমাকে পর ভেবে চলে গেলেও আমি যে তাকে পর ভাবতে পারছি না। কেবলি চোখের সামনে ভেসে উঠছে ক্ষুদির খিদে পাওয়া মুখখানা, কেবলি মনে হচ্ছে আমার উপর অভিমান করেই হয়তো সে বাইরে চলে গেছে, আমি যদি তাকে 'দূর হয়ে যা' না বলতুম—আমি যদি তাকে—

হরিমতী : এতক্ষণে আমি সব বুঝেছি দিদিমণি। সে তোমার আদুরে ভাই, হয়তো রাগ করে কোন দিকে চলে গেছে। রাগ পড়লে ফিরে আসবে। তুমি বরং এক কাজ কর দিদিমণি, আমাদের গাঁয়ের বুড়ো শিবের কাছে মানত কর, ক্ষুদি ফিরে এলে চিনি সন্দেশের নৈবিদ্যি সাজিয়ে পূজো দেবে।

অপরূপা : মানত, বুড়ো শিবের কাছে ?

হরিমতী : বুড়ো শিব যাতা ঠাকুর নয় দিদিমণি! ডাকলে সাড়া দেয়। হঁ্যা, মানত করে দেখ, তোমার ভাই আসবেই আসবে। আমি চলি, তিন দিন হ'ল বাড়ী ছেড়ে বাপের বাডী গিস্নু, মিনসে কি করচে তা কে জানে ? তবে দেখ, মানত করতে ভুল না দিদিমণি।

[প্রস্থান।

অপরূপা : বুড়ো শিবের কাছে মানত করলে আমার ক্ষুদি ফিরে আসবে ?

জ্ঞানেন্দ্রের প্রবেশ

জ্ঞানেন্দ্র : আসবে মা তোমার ক্ষুদিরাম ফিরে আসবে ।

ললিত : মাষ্টার মশাই ! সেদিন পুলিশ আপনাদের গুপ্ত আড্ডায় হানা দিয়েছিল ?

জ্ঞানেন্দ্র : শুধু হানা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি ললিত, তারা আমাদের পিছনে ডালকুত্তার মত ওৎ পেতে বসে আছে। তবু এতবড় বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়েও আমাকে আসতে হ'ল অপরূপা মায়ের জন্যই । যখন শুনলাম ক্ষুদিরামের জন্য মা আমার খাওয়া নাওয়া পর্যন্ত ত্যাগ করছে—

অপরূপা : আপনি সত্য বলছেন বাবা ! ক্ষুদি ফিরে আসবে ?

জ্ঞানেন্দ্র : আসবে মা ! আমিই তাকে বিশেষ প্রয়োজনে এক জায়গায় পাঠিয়েছি—সেখানে তার কোন অসুবিধাও হচ্ছে না। দিব্যি আরামে আছে। তাছাড়া আমি একটু আগেই তার খবর পেলাম দু'এক দিনের মধ্যেই সে ফিরে আসছে ।

অপরূপা : ক্ষুদি ফিরে আসছে ? আবার আমি তাকে ফিরে পাবো ? সবই বাবা বুড়ো শিবের দয়া, ওরে ললিত ! না না—তুই নোস, আমি নিজে গিয়ে বাবা বুড়োশিবের পূজো দিয়ে আসবো আমার ক্ষুদি এখানে আসছে, আমি তার বিয়ে দেব, তাকে সংসারী করবো, তার মুখে দিদি ডাক শুনে আমি সব ব্যথা ভুলে যাবো—সব ব্যথা ভুলে যাবো ।

[প্রস্থান ।

ললিত : মাষ্টার মশায় ! মামার কথা ভেবে ভেবে মা হয়তো পাগল হয়েই যেত—

অমৃতের প্রবেশ

অমৃত : পাগল তাকে হতেই হবে ললিত !

ললিত : কেন বাবা ? মামা যখন ফিরে আসছে—

অমৃত : তোর মামা আর ফিরে আসবে নারে, আসবে তার মৃত্যু সংবাদ !

ললিত : [আর্তকণ্ঠে] বাবা !

অমৃত : হাঁ৷ বাবা ! তোমার মামা ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকী নামে দু'জন তরুণ বিপ্লবী, বাংলা ছেড়ে মজঃফরপুর গিয়েছিল সেখানকার সেসন জজ কিংস্‌ফোর্ড সাহেবকে খুন করতে। কিন্তু কিংস্‌ফোর্ডের বদলে তারা খুন করেছে দু'জন ইংরেজ মহিলা—মিস কেনেডী আর মিসেস কেনেডীকে। এই নারীহত্যার দু'জন আসামীর মধ্যে একজন প্রফুল্ল চাকী—পুলিশের হাতে ধরা পড়ার আগেই আত্মহত্যা করেছে, আর তোর মামা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে বিচারকের আদেশে ফাঁসির দড়ি গলায় নিচ্ছে।

জ্ঞানেন্দ্র : অমৃত ! সব খবর তুমি জেনেছো তাহ'লে ?

অমৃত : আপনারও অজানা নেই মাষ্টার মশাই ! আগামী ১১ই আগষ্ট ভোর ছ'টায় যে ক্ষুদিরামের ফাঁসী হবে, সে কথা আমার আগে আপনারই জানার কথা।

ললিত : তা জেনেও আপনি আমার মাকে মিথ্যা আশ্বাস দিলেন মাষ্টারমশাই ?

জ্ঞানেন্দ্র : না দিয়ে উপায় ছিল না ললিত, প্রচণ্ড আঘাত সহ্যের আগে আমি অপরূপা মাকে একটু হাল্কা করে দিতে চেয়েছি।

ললিত : সে উপকারটুকু না করলেও চলতো মাষ্টার মশাই ! আমি জানি আমার মামাকে স্বদেশী নেশায় মাতিয়ে দিয়েছিলেন আপনি, আপনিই তাকে তুলে দিয়েছেন ফাঁসীর মঞ্চে !

জ্ঞানেন্দ্র : ললিত !

ললিত : ক্ষুদিরামের রক্তরাঙা ইতিহাস পড়ে ভবিষ্যতে দেশবাসী সেই শিশু-শহীদের সঙ্গে, আপনার মত মহান দেশপ্রেমিককেও হয়তো শ্রদ্ধার আসনে বসিয়ে পূজা করবে, কিন্তু আমি তো পারবো না মাষ্টার মশাই ! আমার অন্তরে চিরদিন আপনি থাকবেন শত্রুর স্থান অধিকার করে। হ্যাঁ, আপনি আমাদের শত্রু—সবচেয়ে বড় শত্রু। [প্রস্থান।

অমৃত : ললিতের কথাই ঠিক, আপনার জন্যই আমাদের হাসির সংসারে আজ অশ্রুর বন্যা বয়ে যাচ্ছে। দেশপ্রেমিকের ছদ্মবেশে আপনি নিরীহ দেশবাসীর জীবনে কালধূমকেতু। ক্ষুদিরাম প্রফুল্লর মৃত্যুর পূর্বে আপনকেই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত।

জ্ঞানেন্দ্র : সে দণ্ড আমাকে দিতে হতো না অমৃত, ক্ষুদিরাম প্রফুল্লর মৃত্যুর আগে আমি নিজেই নিতাম। ক্ষুদিরাম তোমার আত্মীয়, তুমি তাকে হারিয়ে চোখের জলে ভাসছো, কিন্তু বুকটা চিরে দেখাবার হলে আমি তোমাকে দেখাতুম। দেখতে অমৃত এই জ্ঞান মাষ্টারের বুকে রাবণের চিতা জ্বলছে। হু হু করে জ্বলছে সেই নীরব দহন জ্বালায় আমার সারা দেহ ঝলসে যাচ্ছে।

অমৃত : মাষ্টার মশাই !

জ্ঞানেন্দ্র : ক্ষুদিরাম—ক্ষুদিরামকে আমি···না না, আমি নিষ্ঠুর আমি পাষাণ। আমাকে বাঁচতে হবে, পরাধীন ভারতমায়ের কণ্ঠে স্বাধীনতার রত্নহার পরাতে ক্ষুদিরাম প্রফুল্লর মত কোটী কোটী দামাল ছেলে তৈরী করতে, মার্কণ্ডেয়ের পরমায়ু নিয়ে পৃথিবীর বুকে আমি দাঁড়িয়ে থাকবো অক্ষয় অমর হয়ে। তোমরা কাঁদো অমৃত, আমি কাঁদবো না ; শত্রুনিধন যজ্ঞে আমার বীর পুত্রদের আত্মদানে আমি হো হো করে হাসবো।

[নেপথ্যে জনৈক পুলিশ অফিসারের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। "দরজা খোল—দরজা খোল"]

অমৃত : [বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ] ওকি—পুলিশ পল্টন যে বাড়ী ঘিরে ফেলেছে।

জ্ঞানেন্দ্র : পুলিশ !

অমৃত : ঈশ্বরের বিচার বজ্র হয়ে ভেঙে পড়েছে তোমার মাথায় জ্ঞান মাষ্টার। ভেবেছিলে ক্ষুদিরামকে ফাঁসীর দড়িতে ঝুলিয়ে তুমি আত্মরক্ষা করবে? অসম্ভব ! প্রস্তুত হও, আমাদের সুখের সংসারে তুমি আগুন জ্বেলেছো, আমিও তোমাকে—

জ্ঞানেন্দ্র : পুলিশের হাতে তুলে দেবে ?

অমৃত : দেবো, তবে পুলিশের হাতে নয়, পুলিশ যাতে আপনার মত উদার দেশ-প্রেমিকের হাতে শৃঙ্খল পরাতে না পারে, তার জন্য আমি নিজে আপনাকে পালাবার সুযোগ করে দেব।

জ্ঞানেন্দ্র : অমৃত !

অমৃত : মাষ্টার মশাই ! দেশকে কেমন করে ভালবাসতে হয় তা আমি কখনও শিখিনি, কিন্তু ক্ষুদিকে ভালবেসে তার আত্মদানের মধ্য দিয়েই আজ আমার চোখের সামনে একটা নতুন আলো ফুটে উঠেছে। আজ বুঝতে পেরেছি ক্ষুদিকে শুধু আমাদের ছোট্ট স্নেহের গণ্ডীর মধ্যে বেঁধে রাখলে সে আমাদেরই ক্ষুদি হতো, সারা ভারতবর্ষের ক্ষুদিরাম হতে কোনদিনই পারতো না। তাই যে মহান কর্মীর অযাচিত প্রেরণায় ক্ষুদিরাম মৃত্যুর অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়েও অমর হতে চলেছে, আমাদের সেই চিরপূজ্য শ্রদ্ধেয় মাষ্টার মশাইকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে, জাতির নবোদিত সূর্যকে অস্তাচলে নামিয়ে দিতে পারবো না। আসুন মাষ্টার মশাই, আমার অন্দরের পথ দিয়ে আমি আপনাকে নিরাপদে স্থানে পৌছে দিচ্ছি।

[জ্ঞানেন্দ্র সহ প্রস্থান]

—জেলখানা কক্ষ—

কয়েদীর পোষাক পরিহিত ক্ষুদিরামের প্রবেশ

ক্ষুদিরাম : প্রফুল্ল বীরের মত মৃত্যুবরণ করলে, কিন্তু আমি? আমাকে কাপুরুষের মত পরদেশী শাসকের দেওয়া ফাঁসীর দড়ি গলায় পরতে হচ্ছে। উকীল কালিদাসবাবু আমাকে মৃত্যুদণ্ড থেকে বাঁচাতে হাইকোর্টে আপীল করেছিলেন। কিন্তু সুদক্ষ বৃটিশ বিচারকদের কূট-বুদ্ধিতে তাঁর সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। আর একটু পরে জহ্লাদ আসবে ফাঁসীর মঞ্চে নিয়ে যেতে। মরতে আমার এতটুকু দুঃখ ছিল না, যদি দেশমায়ের পায়ে আমি কিংস্‌ফোর্ডের তাজা রক্তে রক্তাঞ্জলী দিয়ে মরতে পারতাম। একি! অতীতের কথাগুলো কেন এত মনে পড়ছে! দিদি দাদাবাবু ললিত সত্যেনদা মাষ্টার মশাই, কেন সবাই আমার দিকে ছল ছল চোখে চেয়ে আছে? একি! কেন পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে আমার মন ডুকরে কেঁদে উঠছে? কিছু আগেও তো আমার মন বেশ সতেজ ছিল, এখন কেন—কেন এ ভ্রম?

রাগিনীর প্রবেশ

রাগিনী : ভ্রম নয় ক্ষুদিরাম ও তোমার দুর্বলতা।

ক্ষুদিরাম : দুর্বলতা!

রাগিনী : তাছাড়া আর কি? মনকে সতেজ কর, দুর্বলতাকে জয় কর, তুমি বীর, মায়ের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে হাসিমুখে ফাঁসীর দড়ি গলায় নিয়ে জীবনের জয়গান গেয়ে যাও। তোমার আত্মদান দেখে দেশের কোটী কোটী তরুণের দল অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মরতে শিখুক।

ক্ষুদিরাম : তুমি এখানে কি করে এলে মা?

রাগিনী : মানুষের অন্তরের নিভৃতেই যে আমার স্থান, জেলখানার লোহার গারদ কি আমাকে আটকাতে পারে ?

ক্ষুদিরাম : কিন্তু আমার মৃত্যুতে কি দেশবাসীর ঘুম ভাঙবে ?

রাগিনী : ভাঙবে। দিকে দিকে আজ ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন ধূমায়িত হচ্ছে। তোমাদের আত্মদানে সে আগুন লেলিহান শিখা হয়ে ছড়িয়ে পড়বে ভারতের আকাশে বাতাসে।

ক্ষুদিরাম : হয়তো তোমার কথাই ঠিক। তবু আমি নিজেকে সংযত করতে পারছি না। প্রতি মুহূর্তে কি একটা অজানা বেদনা আমাকে যেন উন্মাদ করে দিচ্ছে। সেদিন আদালতে ফাঁসীর রায় শুনে আমার অন্তরে জেগেছিল দুর্বার সাহস, মৃত্যুর মধ্যেও অমরত্বের আস্বাদ পাওয়ার নেশায় আমি আনন্দে অধীর হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আজ,—আজ আমি যেন মুষড়ে পড়ছি। আমাকে শক্তি দাও মা—সাহস দাও—

রাগিনী : শক্তি ? সাহস ? সে মন্ত্র তো তোমার নিজের কাছেই আছে ক্ষুদিরাম। তুমি গীতা পড়নি ?

ক্ষুদিরাম : পড়েছি মা, জেলখানার নিঃসঙ্গ জমাট অন্ধকারে গীতাই যে আমার নিত্য সহচর।

রাগিনী : তবে ? কি লেখা আছে গীতায় ? ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী বুঝি ভুলে গেছো ?

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি
সংযাতী নবানী দেহী ॥

ক্ষুদিরাম : মা !

রাগিনী : মানুষ যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করে নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, আত্মাও তেমনি জীর্ণদেহ ত্যাগ করে আবার নব কলেবরে নূতন হয়ে পৃথিবীতে আসে। যে আত্মা অবিনশ্বর তাকে মৃত্যু দেবে কে ? তার জন্য বৃথা ভীত হওয়া কি কাপুরুষতা নয় ?

ক্ষুদিরাম : ঠিক—ঠিক বলেছো ? ক্ষণিকের উন্মাদনায় আত্মহারা হয়ে আমি আমার জীবনকে ভুলেছিলাম—ভুলেছিলাম আমার আদর্শকে। না না, আমি দেশ মায়ের একনিষ্ঠ সন্তান, মাতৃ-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে বিদেশী শাসকের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে যাবো ভারতবাসী কাপুরুষ নয়, ভারতবাসী দুর্বল নয়, জন্মভূমির ন্যায্য দাবী স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে হাসিমুখে তারা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে জানে।

রাগিনী : এই তো বীর সন্তানের উপযুক্ত কথা। যাও দেশমায়ের দুরন্ত সৈনিক। ফাঁসীর মঞ্চে জীবন দিয়ে ভারতব্যাপী জ্বালিয়ে দিয়ে যাও বিপ্লবের আগুন। আজকের মানুষ তোমাকে না চিনলেও, ভবিষ্যতের মানুষ তোমার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলী দিয়ে, শহীদের আসনে বসিয়ে তোমাকে করবে পূজা।

ক্ষুদিরাম : পূজা চাই না মা, আমি শুধু চাই আমার স্বর্গাদপী গরীয়সী জন্মভূমি মায়ের স্বাধীনতা।

রাগিনী : তোমার জন্মভূমি মায়ের কণ্ঠে স্বাধীনতার বিজয়মাল্য পরাতে তুমি না থাকলেও, আমি গেয়ে বেড়াবো ভারতের দ্বারে দ্বারে জাগরণের গান। আমি শোনাবো তোমার মর্মবাণী ভারতবাসীর কানে কানে।

ক্ষুদি : তুমি ?

রাগিনী : আমি যে তোমারই মত কোটী কোটী মানুষের অন্তরবীণার

সকরুণ রাগিনী। তাই নির্য্যাতীত অবহেলিত মানুষের মুখে শান্তির হাসি না ফোটা পর্যন্ত, আমার যে বিশ্রাম নেই ক্ষুদিরাম। ওই বুঝি কয়েদখানার লোহার কপাট খুলে এগিয়ে আসছে তোমার বিজয় রথ। হে বিদ্রোহী বীর! নির্ভয়ে এগিয়ে যাও তুমি। পিছনে রইলো তোমার রাগিনী—

ক্ষুদিরাম: রাগিনী—

রাগিনী: বল, আকাশ বাতাস আলোড়িত করে বল—

"বাসাংসি জীর্ণাণি যথা বিহায়,
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি—
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানী—
সংযাতী নবানী দেহী॥"

ক্ষুদিরাম: "বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়,
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি—
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি
সংযাতী নবানী দেহী॥"

রাগিনী: বল বন্দেমাতরম্—

[প্রস্থান।

ক্ষুদিরাম: বন্দেমাতরম্—একি নূতন উদ্দীপনা, একি অভূতপূর্ব আনন্দের উচ্ছ্বাস, একি স্বর্গীয় শান্তির অনাবিল নির্ঝর, আমি মুক্ত, আমি সুখী—আমি নির্ভয়।

দুইজন কনেষ্টবলসহ জহ্লাদ ও কারাধ্যক্ষের প্রবেশ

কারারক্ষী: আমরা আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

ক্ষুদিরাম: আমিও প্রস্তুত।

কারারক্ষী : তবে আসুন। সময় কম।

ক্ষুদিরাম : সময়ের অপব্যবহার করতে আমিও চাই না। কিন্তু একটা কথা, ফাঁসীর মঞ্চে ওঠার আগে, আমি শেষবারের মত স্নান করে আমার দেশ মায়ের পায়ে শেষ শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করতে চাই।

কারারক্ষী : সব ব্যবস্থা করাই আছে। [ঘড়ি দেখিয়া] কিন্তু আর দেরী করা চলে না।

ক্ষুদিরাম : আবার দেরী কিসের ? চলুন ! আজ তো আমার জীবনের শুভদিন। মাগো ! অভাগিনী ভারত জননী। আমার এই ছোট্ট জীবনের মধ্যে ভুল ভ্রান্তি অনেক করেছি, সেজন্য তুমি আমাকে ক্ষমা কর মা। আর যাবার সময় তোমার কাছে করে যাচ্ছি সকাতর প্রার্থনা, ক্ষুদিরামের এই ক্ষুদ্র আত্মদানের কথা সবাই ভুলে গেলেও, তোমাকে যেন কেউ না ভোলে। মৃত্যুর অন্ধকারে বসেও আমি যেন শুনতে পাই—স্বার্থের মোহ ত্যাগ করে, কাপুরুষতা ভুলে—ভারতবাসীই তোমার কণ্ঠে পরিয়ে দিয়েছে—সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের রক্তস্নাত ছিন্ন-মুণ্ডের মুণ্ডমালা। বন্দেমাতরম্—বন্দেমাতরম্—

[কনেষ্টবল বেষ্টিত হইয়া কারাধ্যক্ষ সহ ক্ষুদিরামের প্রস্থান]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পথ

তিনজন পথিকের প্রবেশ

১ম পথিক : হ্যাঁ হে বংশলোচন দাদা—

২য় পথিক : দেখ দামোদর, যখন তখন বংশলোচন বলে ইয়ার্কি করলে, আমি তোমাকে আমার বোনাইএর ভগ্নিপতির নাত জামাইএর খুড়শ্বশুরের ভাইপো বলে খাতির করবো না তা বলে দিচ্ছি।

৩য় পথিক : ভারী অন্যায়—দামোদরের ভারী অন্যায়।

২য় পথিক : অন্যায় মানে? নির্ঘাৎ অন্যায়।

১ম পথিক : আহা, চটো কেন দাদা! তোমার নাম বংশলোচন, বংশলোচন বলবো না তো কি তোমাকে পদ্মলোচন বলতে হবে?

৩য় পথিক : তাকি বলা যায়? বংশলোচনকে—

২য় পথিক : আরে তুমি থামো গদাধর! তুমি যে দেখছি শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল। আমার নাম বংশলোচন তোমাদের কে বলেছে?

২য় পথিক : বলবে আবার কে? তোমার বাপ মাই তোমার নাম রেখেছে। গ্রামের লোকও তোমাকে বংশ··

২য় পথিক : খবরদার—খবরদার দামোদর। নাঃ—তোমাদের মত অল্পবুদ্ধিদের সঙ্গে হাটে যাওয়াই আমার দেখছি ভুল হয়েছে।

৩য় পথিক : হয়েছেই তো। অল্পবুদ্ধিদের সঙ্গে হাটে কেন? বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে যাওয়াই অন্যায়।

২য় পথিক : আঃ, নেমন্তন্নর কথাটা আবার তোমাকে কে তুলতে বলেছে? জান নেমন্তন্নর কথা শুনলে আমার খিদে পায়?

১ম পথিক : এই সেরেছে। বংশলোচন দাদার যে খিদে পায় রে গদা ?

৩য় পথিক : তবে যে শুনলুম ভাটুক খুড়োর মেয়ের বিয়েতে নেমন্তন্ন খেয়ে বংশলোচন দাদার—

২য় পথিক : ফের বংশলোচন? বলি তোরা কি আমাকে পথ চলতে দিবিনে? কি ঝকমারী করেই ষণ্ডাগুলোর সঙ্গে হাট থেকে বেরিয়েছিনু। একে জায়গাটা গরম। কোথায় তাড়াতাড়ি পার হবো. না কেবল আমাকে রাগিয়ে দেওয়া? সাবধান দামোদর—সাবধান গদা। রাগলে আমি বাপকে খাতির করিনে। রাস্তার মাঝখানে কেলেঙ্কারী বাধিয়ে ছাড়বো। ভালোয় ভালোয় হাঁটবি তো হাঁট—

১ম পথিক : আহা তুমি রাগছো কেন বংশলোচন দা ?

২য় পথিক : উঃ আবার বংশলোচন ?

৩য় পথিক : তোমাকে কি বলে ডাকবে, সেইটাই বলে দাওনা দাদা, ঝঞ্ঝাট মিটে যাক।

১ম পথিক : আমারও ওই কথা। তোমার আসল নামটা তবে বলে দাওনা দাদা!

২য় পথিক : কেন বংশীবদন বলতে কি হয়েছে ?

১ম পথিক : তোমার নাম বংশীবদন? তাই বল! জানিস গদা, আমাদের দাদা কিন্তু ভারী চালাক।

৩য় পথিক : কি রকম? কি রকম ?

১ম পথিক : চারদিকে এখন স্বদেশী আন্দোলন চলছে কিনা? তাই পুলিশের ভয়ে দাদা নাম পাল্টে ফেলেছে।

২য় পথিক : পুলিশ? বলি পুলিশকে ভয় করার ছেলে এই বংশীবদন ভুঁইয়া ?

৩য় পথিক : তোমার কে একজন পিসে না মেসো বুঝি পুলিশের দারোগার কাজ করে ?

২য় পথিক : মেসো হবে কেন ? সে আমার ধরম সম্বন্ধী।

১ম পথিক : সে জিনিষটা আবার কি দাদা ? বউএর ভাই সম্বন্ধী হয় জানি, কিন্তু ধরম সম্বন্ধী ?

৩য় পথিক : বংশলোচন দাদার সবই উদ্ভট ব্যাপার, লোকের ধরম মা ধরম বাপ ধরম ছেলে ধরম মেয়ে হয়, কিন্তু ধরম সম্বন্ধী—

২য় পথিক : সে আর তোরা বুঝবি কি ? জীবনে তো শুধু পরের বউ দেখেই গেলি, বিয়ে থা তো করলিনে তা ধরম সম্বন্ধী চিনবি কি করে ?

১ম পথিক : তুমিই একটু বলে বুঝিয়ে দাওনা দাদা, আসল ব্যাপারটা কি ?

২য় পথিক : ব্যাপার আবার কি ? সম্বন্ধীর মামাতো ভাইকে আমি ধরম সম্বন্ধী বলি।

৩য় পথিক : কই তেমন আর কেউ বলে নাতো ?

২য় পথিক : মানুষ হলে বলবে তো ? তোরা কি মানুষ ?

১ম পথিক : দেখ দাদা, এইবার কিন্তু তোমার সঙ্গে চটা-চটি হয়ে যাবে। তোমার ধরম সম্বন্ধী দারোগা বলে তুমি আমাদের যা ইচ্ছে বলবে ?

২য় পথিক : বেশ করবো বলবো। আমি তোদের চেয়ে বয়সে বড়। গুরুজন পিতৃতুল্য, যা ইচ্ছে বলবো, তা বলে তোরা আমাকে বংশলোচন বলবি ?

১ম পথিক : বংশলোচন বলতে বারণ করো—বলবো না, তবে আমরা তোমাকে এবার থেকে বংশদণ্ড বলবো।

২য় পথিক : দামোদর ! আমি কিন্তু রাগছি।

৩য় পথিক : থাক, আর রেগে কাজ নেই দাদা ! চল তাড়াতাড়ি জায়গাটা পার হওয়া যাক।

২য় পথিক : আমি তোদের সঙ্গে যাবো না।

১ম পথিক : যাবে না তো ? ঠিক আছে, তুমি এই বটতলায় বসে খাবি খাও, আমরা এগিয়ে যাচ্ছি।

২য় পথিক : যা না কে বারণ করেছে ? তোদের মত মূর্খের সর্দারদের সঙ্গে আমি পথ চলবো ভেবেছিস ? কথ্খনো না। যা—তোরা দূর হ, আমি এখানে বসে জিরিয়ে ঘুমিয়ে শেষে বাড়ী যাবো।

৩য় পথিক : একলা বসে থাকতে তোমার ভয় করবে না তো দাদা ?

২য় পথিক : ভয় ? আমি বংশীবদন ভুঁইয়া। আমার ধরম সম্বন্ধী দারোগা, আমি ভয় করবো ? যা—দূর হ, তোদের মত কাপুরুষ আমি নই।

১ম পথিক : তা বটে। তবে চল্ গদা, আমরা এগিয়ে যাই।

৩য় পথিক : চল—চল! কিন্তু বংশলোচন দা তোমাকে একটা কথা বলে যাচ্ছি। অবশ্য তুমি বীরপুরুষ, ভয় করার ছেলে নও। তার ওপর তোমার ধরম সম্বন্ধী দারোগা, কাজেই—হ্যাঁ একান্তই যখন এই বটতলায় বসে থাকবে তবে একটু সাবধানে থেকো।

২য় পথিক : কেন ?

১ম পথিক : মানে এই বটতলায় স্বদেশীওয়ালারা একজন পুলিশকে পিটিয়ে মেরেছিল কিনা ?

৩য় পথিক : তার ওপর সেই ক্ষুদে না কি যেন নাম ছোঁড়াটার ?

১ম পথিক : হ্যাঁ ক্ষুদিরাম।

৩য় পথিক : শুনছি তাকেও ফাঁসীতে লটকেছে।

২য় পথিক : তাতে কি হয়েছে ?

৩য় পথিক : হবে আবার কি ? শুনছিলুম সে নাকি ভূত হয়ে……

২য় পথিক : এঁ্যা—ভূত !

১ম পথিক : চল গদা! বংশলোচন দাদা বীরপুরুষ। ভূত তো ভূত,

ভূতের ঠাকুরদাদা বেহ্মদত্যি এলেও দাদা ভয় করবার ছেলে নয়। চল আমরা এগিয়ে যাই।

[৩য় পথিকের হস্ত ধরিয়া প্রস্থানোদ্যত]

২য় পথিক : এই—এই দামোদর—গদা! যাস্‌নি বলছি আমাকে ফেলে।

১ম পথিক : সেকি দাদা! তুমি বীরপুরুষ! ও রকম দু'দশ জন ভূত তো তোমার জলখাবার।

২য় পথিক : আবার তাদের নাম ক'রে! রাম—রাম। পথে ঘাটে তাদের নাম করতে আছে। গা-টা ছম ছম করছে। রাম—রাম! আঃ—তোরা অত দূরে কেন? আমার কাছে কাছে থাক। পুলিশ ভূতে তবু পার আছে, কিন্তু ফাঁসীতে যারা ঝোলে ··রাম রাম—

৩য় পথিক : দাদার কি ভয় করছে?

২য় পথিক : ভয় করবে কেন? তোরা ছেলেমানুষ তাই তোদের কাছে কাছে রাখছি। হ্যাঁ গদা, তুই আমার বাঁদিকে আয়, [৩য় পথিককে স্বীয় বামদিকে লইয়া] দামোদর! এইবার তুই আমার ডান দিকে আয়—[১ম পথিককে স্বীয় ডান দিকে লইয়া] রাম—রাম—চল, আমি যখন সঙ্গে আছি তোদের ভয় নেই। রাম—রাম—।

১ম পথিক : ও—দাদা আমাদের ভরসা দিচ্ছে জানিস গদা?

৩য় পথিক : দেবে না ভায়া। দাদার সাহস কত, সেইজন্যই তো সেদিন দারোগা ভূতের সঙ্গে দেখা হতে সে বলছিল—

২য় পথিক : ছিঃ ছিঃ, ও সব কথায় কান দিতে আছে? পথে ঘাটে ওসব নাম করতে আছে? রাম—রাম—চল—আমি মাঝখানে আছি। ভয় কি?

২য় পথিক : কোন ভয় নেই বংশলোচন দাদা! তুমি একটু দাঁড়াও, আমরা এগিয়ে যাই।

২য় পথিক : দামোদর—

৩য় পথিক : আরে থামো। তোমার মত লোককে সঙ্গে নিয়ে আমরা যাবো না। তুমি একটু আগে আমাদের যাচ্ছেতাই বলেছো। দারোগা ভূত এসে তোমার পিণ্ডি চটকাক। ক্ষুদিরাম ভূত এসে তোমাকে চড়িয়ে সাবাড় করুক। আমরা এই পালাচ্ছি—এসো দামোদর।

১ম পথিক : হ্যাঁ হ্যাঁ তাই চ' বংশলোচন বলেছিলুম বলে দাদা বড্ড মেজাজ দেখিয়েছে, এইবারে বুঝুক ঠ্যালা।

[৩য় পথিক সহ প্রস্থান।

২য় পথিক : আরে—আরে দামোদর—গদা! যাসনি—আমাকে ফেলে যাসনি। ওরে বাবা, কি করি? অপোগণ্ডদের সঙ্গে হাট করতে আসাই দেখছি আমার দুশো রকমারী হয়েছে। রাম—রাম। ইস্-বাতাসটা গরম বলে মনে হচ্ছে। ওরে বাবা! বটগাছের ডালে ও ঠ্যাং ঝুলিয়ে কে? সত্য ক্ষুদিরামকে ফাঁসীতে ঝুলিয়েছে। রাম—রাম। রাম—রাম—রাম—

[ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অমৃতবাবুর বাটীর নিকটস্থ প্রান্তর

[নেপথ্যে জনৈক বৈষ্ণবের কণ্ঠ সংগীত শোনা গেল]

বৈষ্ণব।— গীত

একবার বিদায় দে'মা ঘুরে আসি।
ওমা হাসি হাসি পরবো ফাঁসা
দেখবে ভারতবাসা ॥

আলুলায়িতা কুন্তলা অপরূপার প্রবেশ

অপরূপা: কে গাইছে? ও কার কণ্ঠস্বর? কে বলছে ক্ষুদিরামের ফাঁসী? কেন বুকখানা এমন হাহাকার করে কেঁদে উঠছে? জ্ঞান মাষ্টার বলে গেল সে ফিরে আসবে। আমি বুড়ো শিবের কাছে পূজো দিয়ে এলুম। হরিমতীকে পাঠিয়ে বিয়ের দিন ঠিক করলুম, একঘর রান্না করে ক্ষুদির আশাপথ চেয়ে বসে আছি, তবে কি সব আশা আমার শূন্যে মিলিয়ে যাবে? তবে কি ওরা আমাকে মিথ্যে বুঝিয়ে গেল? আঃ—মাথার ওপর কাকটাও ডেকে মরছে দেখ, উঃ—বাতাসটাও যেন আমার কাছে ভারী বলে মনে হচ্ছে। কেন ক্ষুদির ঘরখানার দিকে আমি চাইতে পারছি না? তবে—তবে কি—

হরিমতীর প্রবেশ

হরিমতী: কি গো দিদিমণি! তোমার ভাই ফিরে এল?

অপরূপা: কই এল হরিমতী? আমি যে তার কথা আর ভাবতে পারছি না।

হরিমতী: ভেবে কাজ নেই। তুমি একটু কিছু মুখে দাও। দাদাবাবু বলছেন, ক'দিন তুমি একটু জলও মুখে দাও নি।

অপরূপা : কেমন করে মুখে দিই হরিমতী ? আমি যে তাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি ?

হরিমতী : কেন অবুঝ হচ্ছো দিদিমণি। বলি কেঁদে কেঁদে তুমি যে হাড়-সার হয়ে গেলে। আহা, অমন দুগ্‌গো পিরতিমের মত দেহ, কি হয়েছে ? আমার মাথা খাও দিদিমণি ! চল, কিছু মুখে দিয়ে আমার সঙ্গে ওপাড়ার বামুন বাড়ী থেকে কথকতা শুনে আসবে চল।

অপরূপা : বিরক্ত করিসনে হরি। আমায় একটু একলা থাকতে দে'। হ্যাঁরে, তোদের পাড়ার লোকেরা অনেকেই তো গঞ্জে যায়, তাদের মুখে কিছু শুনিসনি ?

হরিমতী : শুনলে কি তোমার কাছে আমি চেপে রাখি দিদিমণি, তবে হ্যাঁ আমাদের গণশা বলছিল—

অপরূপা : কি—কি বলছিল ?

হরিমতী : পরশু গঞ্জ থেকে শুনে এসেছে, তোমার ক্ষুদির মত কে একজন নাকি কোলকাতায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অপরূপা : এঁ্যা—কোলকাতায় ? আমার ক্ষুদি—তুই ঠিক শুনেছিস ? কিন্তু মন এমন কু-গাইছে কেন ? তোর কথাটা মনে ধরছে না কেন ?

হরিমতী : ধরবে কি করে ? ভেবে ভেবে তোমার কি মাথার ঠিক আছে ?

অপরূপা : না না তুই আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিস। কোলকাতায় ক্ষুদি থাকলে কখনই সে না এসে পারতো না। কিন্তু সে গেল কোথায় !

হরিমতী : দিদিমণি !

অপরূপা : একটু এগিয়ে দেখবি হরিমতী ?

হরিমতী : কোথায় দেখবো বাছা ! তুমি যেন কি ? দিনরাত ক্ষুদির কথা ভেবে ভেবে শেষকালে কি নিজের সংসারটাকে ভাসাবে ? বলি ছেলে-মেয়েদের মুখের দিকে চেয়েও ভাইএর কথা ভুলতে পারছো না ?

অপরূপা : ভুলতে বলছিস ? হ্যাঁ আমি ভুলে যাবো। আর তার কথা ভাববো না ? সে আমার কে ? ভাই ? না, শত্তুর—শত্তুর। তুই ঠিক বলেছিস, সে আমার কেউ নয়। হ্যাঁ, কি বলছিলি ? ও পাড়ায় বামুনদের বাড়ী কথক ঠাকুর এসেছে ? আমি যাবো—আমি যাবো—

হরিমতী : যাবে দিদিমণি ? আঃ বাঁচা গেল। তোমার জন্যে কি ভাবনাই যে হয়েছে। তবে দুটো মুখে কিছু দিয়ে নাও—। চল রাবণ বধ শুনে আসি। আহা, কথক ঠাকুরের মুখের কি বাক্যি ? পেরাণ জুড়িয়ে যায়। তুমি তৈরী হয়ে নাও। আমি ততক্ষণ—

অপরূপা : আচ্ছা হরি, কোলকাতা এখান থেকে অনেক দূর, না ?

হরিমতী : কোলকেতার খোঁজে তোমার দরকার কি ?

অপরূপা : তুই আমাকে নিয়ে যেতে পারিস হরিমতী ?

হরিমতী : সেখানে গিয়ে তুমি কি করবে ?

অপরূপা : ওই যে বল্লি তোদের পাড়ায় কে একজন বলেছে ক্ষুদি কোলকাতায় আছে। আমি কোলকাতার পথে পথে তাকে খুঁজবো। কেঁদে কেঁদে তার নাম ধরে ডাকবো, তবু সাড়া দেবে না ? বল হরিমতী ? যাবি আমাকে কোলকাতায় নিয়ে ?

হরিমতী : ওমা সে কি কথা ! গেরস্তর বৌ তুমি কোলকেতা যাবে কিগো ? বামুনদের বাড়ী কথক্ শুনবে তো এসো। আমি বাড়ী গিয়ে সন্ধ্যেটা দেখিয়ে নিই— [প্রস্থান।

অপরূপা : কথক। না না, আমি কথক শুনতে চাই না, ওখানে কেরে ? কই, কেউ তো নয়। গাছের ছায়া দেখে ভাবলুম কে দাঁড়িয়ে আছে ? অই দেখ, আবার কাকটা ডাকছে। কেন কেন—এই অলক্ষুণে ডাক ? কি বলতে চায় ও ? তবে কি আমার ক্ষুদি—

অমৃতের প্রবেশ

অমৃত : ক্ষুদি—শুধু তোমার আমার নয় অপরূপা, সে আজ সারা ভারতবর্ষের ক্ষুদি,—শহীদ ক্ষুদিরাম।

অপরূপা : কি—কি বললে? তোমার শেষের কথাটা তো ভাল করে বুঝলুম না? শহীদ? হ্যাঁ গো শহীদ বলছো কেন? শহীদ তো শুনেছি যারা দেশের জন্য প্রাণ দেয়—

অমৃত : তোমার ক্ষুদিও দেশের জন্য প্রাণ দিয়ে অমর হয়েছে অপরূপা!

অপরূপা : তাহ'লে জ্ঞান মাষ্টারের কথা মিথ্যা, ক্ষুদি আর ফিরে আসবে না?

অমৃত : না। গতকাল ভোর ছটায় ইংরেজের ফাঁসীর মঞ্চে সে জীবনের জয়গান গেয়ে গেছে। গণ্ডক নদীতীরে হাজার হাজার ভারতবাসীর চোখের জলে স্নান করে—চিতার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে তার পবিত্র মরদেহ। ক্ষুদিরাম নেই অপরূপা!

অপরূপা : নেই? সেই যে চলে গেল আর সে ফিরে এল না? আমার তিন মুঠো ক্ষুদের দাম শোধ না করেই সে চলে গেল? আর সে আসবে না? আর সে আমাকে দিদি বলে ডাকবে না?

অমৃত : ভেঙে প'ড় না অপরূপা। দুঃখ ক'র না। যে ক্ষুদিরামকে তোমার স্নেহের আঁচলে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলে আজ সে অগণিত দেশবাসীর কাছে শহীদের পূর্ণ মর্য্যাদায় চির ভাস্বর। নিজে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে দেশের লাখো লাখো তরুণকে মাতিয়ে দিয়ে গেছে মাটীর নেশায় মাতাল করে। এসো, শোক তাপ জ্বালা সবকিছু ভুলে এই শুভদিনে সেই শিশু শহীদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করে দেশবাসীর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলি—"হে বীর ক্ষুদিরাম! লহ প্রণাম—লহ প্রণাম।"

অপরূপা : [অশ্রুজড়িত কণ্ঠে] হে বীর ক্ষুদিরাম লহ প্রণাম—লহ প্রণাম

[অপরূপা ও অমৃত ক্ষুদিরামের স্মৃতির উদ্দেশ্য প্রণতঃ হইল]

গীতকণ্ঠে বৈষ্ণব প্রবেশ করিল

বৈষ্ণব :

গীত

একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।
হাসি হাসি পরবো ফাঁসি
দেখবে ভারতবাসী॥
শনিবার দিন দশটা বেলা
হাইকোর্টেতে গেল জানা
ওমা, অভিরামের দ্বীপ দ্বীপান্তর
ক্ষুদিরামের ফাঁসী।

—যবনিকা—

[জাতীয় সঙ্গীতের সুর বাজিয়া উঠিল]